ঈমানের পরিচয়

আবদুস শহীদ নাসিম

ঈমানের পরিচয় ◆◆◆ আবদুস শহীদ নাসিম

ঈমানের পরিচয়

পরিবর্ধিত সংস্করণ

আবদুস শহীদ নাসিম

বর্ণালি বুক সেন্টার-বিবিসি
BORNALI BOOK CENTER-BBC

ঈমানের পরিচয়
আবদুস শহীদ নাসিম
© Author
BBCP: 36

প্রকাশক
বর্ণালি বুক সেন্টার- বিবিসি
বাংলাবাজার, ঢাকা।

যোগাযোগ
০১৭৪৫২৮২৩৮৬
০১৭৫৩৪২২২৯৬

প্রকাশকাল
৭ম মুদ্রণ পরিবর্ধিত সংস্করণ: মে ২০১৭ খৃ.
১ম মুদ্রণ: ডিসেম্বর ১৯৮৮ খৃ.

Imaner Porichoy

Author
Abdus Shaheed Naseem

Publisher
Bornali Book Center-BBC
Contact: 01745282386, 01753422296

Print
7th (revised) print: May 2017
1st print: December 1988

দাম: ১৩০.০০ টাকা মাত্র
Price: Tk.130.00 Only

সূচিপত্র

ক্রমিক বিষয়

১. আলোচ্য বিষয়
২. ঈমানের পরিচয়
১. ঈমান কী?
২. ঈমান বিল গায়েব
৩. ঈমানের গুরুত্ব
৪. ঈমানের বিষয়বস্তু
৫. কুরআনে ঈমানের আলোচনা
৬. হাদিসে ঈমানের আলোচনা
৭. ঈমানের দাবি
৩. ঈমান বিল্লাহ
১. ঈমান বিল্লাহর তাৎপর্য
২. ঈমান বিয্- যাত
৩. ঈমান বিস্ সিফাত
৪. আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ
৫. ঈমান বিল হুকুক
৬. ঈমান বিল ইখতিয়ারাত
৭. ঈমান বিল ক্বদর (তকদিরে বিশ্বাস)
৮. এ অধ্যায়ের সারকথা
৪. তাওহিদ (আল্লাহর একত্ব)
১. আল্লাহর একত্বের সুস্পষ্ট জ্ঞানার্জন জরুরি
২. তাওহিদ ও শিরক
৩. শিরক প্রবেশের পথ
৪. শিরক এক বিরাট জুলুম
৫. কুরআনের তাওহিদের যুক্তি ও শিরকের প্রতিবাদ
৬. আজকের মুসলিম উম্মাহর ঈমানের অস্থিতন্ত্রে শিরক
৭. কুরআনে তাওহিদের ঘোষণা
৮. মানব জীবনের তাওহিদ বিশ্বাসের নৈতিক সুফল
৯. এ অধ্যায়ের সারকথা

ক্রমিক বিষয়

৫. ঈমান বিল আখিরাত

১. আলমে বরযখ

২. নিখিল বিশ্বের ধ্বংস- কিয়ামত- হাশর

৩. আল্লাহর আদালত ও তার স্বরূপ:

৪. জান্নাত ও জাহান্নাম

৫. ঈমান বিল আখিরাতের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা

৬. এ অধ্যায়ের সারকথা

৬. ঈমান বিল মালায়িকা

১. ফেরেশতাদের সঠিক মর্যাদা

২. মানুষের চাইতে ফেরেশতার মর্যাদা বেশি নয়

৩. ফেরেশতাদের বিভিন্ন দায়িত্ব

৪. চারজন বড় ফেরেশতা

৫. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব

৬. এ অধ্যায়ের সারকথা

৭. আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান

১. কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান

২. সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে হবে

৩. পূর্বেকার কিতাবসমূহ অনুসরণ করা যাবেনা

৪. কুরআনই একমাত্র অনুসরণীয় কিতাব

৫. কুরআনের প্রতি কেমন ঈমান আনতে হবে

৬. ঈমান বিল কিতাব: বর্তমান মুসলিম উম্মার মূল্যায়ণ

৭. এই অধ্যায়ের সারকথা

৮. ঈমান বির্ রিসালাত

১. নবী- রসূলগণের প্রতি ঈমান

২. নবুয়্যত ও রিসালাতের অর্থ

৩. নবীরা ছিলেন আদর্শ মানুষ

৪. প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী ছিলেন

৫. সব নবী একই দীনের বাহক ছিলেন

৬. শুধু মুহাম্মদ সা.- এর আনুগত্য করতে হবে

৭. মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ নবী ও সমগ্র মানুষের নবী

৮. মুহাম্মদ সা.- এর মাধ্যমে দীন পূর্ণতা লাভ করেছে

৯. রসূলের মর্যাদা ও তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব

ক্রমিক বিষয়
১০. রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ পরিহারের মারাত্মক পরিণতি
১১. রসূল সা. ও মুসলিম উম্মাহ
১২. এই অধ্যায়ের সারকথা
৯. ঈমানের ঘোষণা ও ঈমান ভিত্তিক আমল
১. ঈমান ভিত্তিক আমল
২. ঈমান ও ইসলাম
৩. এ অধ্যায়ের সারকথা
১০. ঈমান ও আমলে সালেহ
১. মুক্তি ও সাফল্যের রাজপথ ঈমান ও আমলে সালেহ
২. আমলে সালেহ্ মানে কি?
৩. সাফল্য অর্জনের জন্যে আমলে সালেহর ভিত্তি হতে হবে ঈমান
৪. ঈমান ও আমলে সালেহর সম্পর্ক
৫. আমলে সালেহর বিবরণ ও ঈমানের শাখা প্রশাখা
৫:১. অন্তরের ঈমানি আমল বা আমলে সালেহ্ সমূহ
৫:২. যবানের (মৌখিক) ঈমানি আমল বা আমলে সালেহ সমূহ
৫:৩. শারিরিক বা বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ: ব্যক্তিগত জীবনে
৫:৪. বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ: পারিবারিক জীবনে
৫:৫. বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ: সামাজিক জীবনে
৫:৬. বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ: রাষ্ট্রীয় জীবনে
৬. এক কেন্দ্রিক সুরভিত ফুল আর শুভ ফল
৭. এ অধ্যায়ের সারকথা
১১. মুমিনের বৈশিষ্ট্য
১২. মুমিনের পুরস্কার
১. মুমিনদের পরকালীন পুরস্কার
২. মুমিনদের পার্থিব প্রাপ্য

❖ ❖ ❖

ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামের দাওয়াত ও তাবলিগের কাজে যুক্ত থাকার কারণে এ কাজ আমার সীমাহীন কল্যাণ সাধন করেছে। এর একটি হলো, আমার মধ্যে কুরআন অধ্যয়নকালে বিষয়ভিত্তিক আয়াত সংগ্রহ করার আগ্রহ সৃষ্টি করে দেয়। ফলে আমার ডাইরি ও নোট খাতাগুলোতে অনেক আয়াত সংগৃহীত হয়ে যায়। এগুলোকে বিষয়ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন বই আকারে সাজাবার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সময় সুযোগ হয়ে উঠেনি।

পরে ১৯৮২ সালে আমার হাতে সময় সুযোগ আসে। সেবছর রমযান মাসটাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ঈমান সংক্রান্ত আয়াতগুলো দিয়ে এ বইটি তৈরি করে ফেলি। অন্য কয়েকটি বইয়ের পরে প্রকাশ হলেও এটা মূলত আমার লেখা প্রথম বই।

এ বইয়ের শিরোনাম দিয়েছি ''ঈমানের পরিচয়''। ঈমানের যে ছবি আঁকা হয়েছে কুরআনে, সেটাই ''ঈমানের পরিচয়'' বইটিতে প্রতিবিম্বিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমার জ্ঞানের স্বল্পতা, যোগ্যতায় সীমাবদ্ধতা আর ভাষা ও বক্তব্যের দারিদ্র বইটিকে নিপীড়িত করেছে বটে, কিন্তু আমার ইখলাস ও আন্তরিকতার জন্য আমার প্রতিপালক আমাকে এবং পাঠকগণকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করবেন বলে আমার দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে।

ঈমান বিষয়ে ইমাম মুহম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের ''কিতাবুত তাওহিদ'' এবং আবুল আ'লা মওদূদীর ''ইসলামি তাহযিব আওর উসকে উসূল ও মাবাদি'' গ্রন্থদ্বয় আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। আমার আববা ও আম্মা দু'জনই আলেমে দীন ছিলেন। আমার মানসপটে তাদের রোপণ করা ঈমানের বীজ থেকে জন্ম নিয়েছিল যে পবিত্র গাছ, তার এ প্রভাবও প্রতিবিম্বিত হয়েছে এ গ্রন্থে। তাই আমার আশা এ গ্রন্থ দ্বারা আমার রব আমার আববা, আম্মা এবং আমার রূহানি উস্তাদগণকেও কল্যাণ দান করবেন।

আবদুস শহীদ নাসিম
ঢাকা
অক্টোবর ১৯৮৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ঈমানের পরিচয়

১. আলোচ্য বিষয়

ইসলামি জীবনাদর্শের মূল ভিত্তি হলো ঈমান। গাছ যেমন তার মূলের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো অট্টালিকা যেমন তার ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তেমনি একজন ঈমানদার মুসলিম প্রতিষ্ঠিত থাকেন ঈমানি ভিতের উপর। যার ঈমান হবে যতো মজবুত, মুসলিম হিসেবে তিনি হবেন ততোটা খাঁটি ও উন্নত।

এ জন্য এ বিষয়টি সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমের সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। এমন জ্ঞান থাকতে হবে যাতে করে তার অন্তরে পূর্ণ প্রত্যয় জন্মে। আর এ প্রত্যয়ই যেনো হয় তার জীবনের পরিচালিকা শক্তি। এ ঈমানি প্রত্যয় যেনো স্পন্দিত হয় তার চিন্তা, কথা ও কর্মে। এ জন্যেই যেনো তিনি বেঁচে থাকেন আর এরি উপর যেনো তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

এটা হলো মুমিনের চলার পথ। জীবন চলার এ পথে তারা অগ্রসর হন ক্রয় বিক্রয়ের একটা চূড়ান্ত চুক্তির মাধ্যমে। সে চুক্তি সম্পাদিত হয় দুনিয়া জাহানের মালিক মহান আল্লাহর সাথে। এ চুক্তি বলে আল্লাহ তাদের জান মাল ক্রয় করে নেন। আর এরই বিনিময়ে তিনি তাদের দান করবেন জান্নাত। চিরন্তন সুখ আর অফুরান নিয়ামতে ভরা জান্নাতুল নায়িম:

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ● التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন, বিনিময়ে তারা লাভ করবে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়বে, মরবে এবং মারবে। তাওরাত, ইনজিল এবং কুরআনে এ সম্পর্কে হক ওয়াদা রয়েছে। প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহর চাইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছো তার জন্যে সুসংবাদ গ্রহণ করো। এটাই মহাসাফল্য। তারা হয়ে থাকে তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সাজদাকারী, ভালো কাজের আদেশ দানকারী, মন্দ কাজে

বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত হুদুদ (সীমারেখা) হিফাযতকারী। এসব (গুণের অধিকারী) মুমিনদের সুসংবাদ দাও। (আল কুরআন ৯: ১১১- ১১২)

এ ঈমান, যা ইসলাম নামক অট্টালিকার ভিত, প্রত্যেক মুসলিমের সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা দরকার। ঈমানের প্রতিটি দিক এবং সেগুলোর শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে অনাবিল বুঝ ও স্বচ্ছ ধারণা না থাকলে মুসলিমের জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার সমূহ আশংকা থেকে যায়। ঈমানের সাথে শিরক এবং ইসলামের সাথে কুফরের সংমিশ্রণের ছিদ্র পথ উন্মুক্ত থেকে যায়। তাই এই পর্যায়ে নিমণলিখিত মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমের সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা উচিত। তার জেনে নেয়া উচিত:

০১. ঈমান বলতে কি বুঝায়? এর অর্থ ও পরিচয় এবং পরিধিই বা কী?
০২. গায়েব বা অদৃশ্য বিষয় ঈমান আনার তাৎপর্য এবং পন্থা কী?
০৩. মুসলিম জীবনে ঈমানের গুরুত্ব কতটুকু?
০৪. কুরআন মজিদ ও হাদিসে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে?
০৫. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য কী?
০৬. কোন্ কোন্ দিক থেকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে?
০৭. আল্লাহ তায়ালা কি কি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী?
০৮. তকদিরের প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য কী?
০৯. তাওহিদ বলতে কী বুঝায়?
১০. শিরক বলতে কী বুঝায়?
১১. শিরকের অশুভ পরিণতি কী?
১২. আল্লাহ তায়ালা তাওহিদের পক্ষে কি কি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন?
১৩. খালিস তাওহিদের আলোকে বর্তমান মুসলিম সমাজের অবস্থান কোথায়?
১৪. শিরক বর্জন করে খালিস তাওহিদের দিকে ফিরে আসার জন্য আল্লাহ তায়ালা কতোটা গুরুত্ব দেন?
১৫. এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের ফলে মানুষ কি কি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে?

প্রত্যেক মুসলিমকে সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে আরো জানতে হবে:

১৬. আখিরাত কী?
১৭. মৃত্যুর পর তাকে কোথায় রাখা হবে?
১৮. কিয়ামত কিভাবে সংঘটিত হবে?
১৯. ময়দানে হাশরে আল্লাহর বিচার ও আদালতের স্বরূপ কি হবে?
২০. সে আদালত থেকে কারা নাজাত পাবে আর কারা পাবে না?
২১. জান্নাত ও জাহান্নামের স্বরূপ কী?
২২. আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব কতটুকু?

২৩. ফেরেশতা কারা? তাদের সঠিক মর্যাদা কী?
২৪. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব কী?

আমাদেরকে সঠিক ও সুস্পষ্টভাবে আরো অবগত হতে হবে:
২৫. আসমানি কিতাব বলতে কি বুঝায়?
২৬. আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব কী?
২৭. পূর্বেকার কিতাবসমূহ কেন এখন অনুসরণ করা যাবে না? কেনই বা কেবলমাত্র কুরআনকে অনুসরণ করতে হবে?
২৮. কুরআনের প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য কী?
২৯. বর্তমান মুসলিম উম্মাহ কুরআনের প্রতি কিরূপ আচরণ করছে?
৩০. কিতাব ও রিসালাতের মধ্যে সম্পর্ক কী?
৩১. নবুয়্যত ও রিসালাতের তাৎপর্য কী?
৩২. কোন্ ধরনের লোকদের নবী মনোনীত করা হয়েছে?
৩৩. দুনিয়ার প্রতিটি জাতির নিকটই কি নবী এসেছিলেন?
৩৪. দুনিয়ার সকল নবী কি একই দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন?
৩৫. মুহাম্মদ সা.- এর রিসালাতের ব্যাপকতা কতটুকু?
৩৬. মুহাম্মদ সা.- এর পর কি আর কোনো নবী আসবেন? নবুয়্যতের ধারা শেষ হয়ে যাবার কারণ কী?
৩৭. মুহাম্মদ সা.- এর পূর্ববর্তী নবীদের অনুসরণ করা কি জরুরি?
৩৮. রসূলের প্রতি ঈমান ও তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব কী?
৩৯. মুহাম্মদ সা.- এর উম্মতের বর্তমান অবস্থা কী?

তা ছাড়া ঈমান সংক্রান্ত এ কথাগুলোও আমাদের জানা থাকা দরকার:
৪০. ঈমান কি শুধু অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করার নাম? নাকি মৌখিক ঘোষণা এবং কর্মেও ঈমানের প্রতিফলন অপরিহার্য?
৪১. ঈমানের সাথে আমলে সালেহর সম্পর্ক কতটা জরুরি?
৪২. ঈমান ও ইসলামের মধ্যে কি সম্পর্ক ও কতটুকু সম্পর্ক?
৪৩. প্রকৃত ঈমানদার লোকদের বৈশিষ্ট্য কি?
৪৪. মুমিনরা পরকালে কিরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হবে?
৪৫. আর দুনিয়াতেই বা ঈমানদার লোকেরা কী কল্যাণ লাভ করবে?

এ বিষয়গুলো সম্পর্কে কোনো মুসলমানেরই গাফিল থাকা উচিত নয়। এগুলো ঈমানের এমন কতিপয় মৌলিক দিক যেগুলো জানা ও মানা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্যই অপরিহার্য। এগুলো জানা ও মানার মাধ্যমেই মুমিনের হৃদয় মন পার্থিব স্বার্থ ও মোহের উর্ধ্বে উঠে এক বিশাল বিস্তীর্ণ প্রশান্তি ও নিরাপত্তার জগতে অধিবাস স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

সম্মুখে ক্রমধারায় এ বিষয়গুলোই আমরা আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ।

❖ ❖ ❖

২. ঈমানের পরিচয়

১. ঈমান কী?

ঈমান 'আদ দীন আল ইসলাম'- এর (ইসলামি জীবন ব্যবস্থার) একটি মৌলিক পরিভাষা। এটি আরবি শব্দ এবং আম্ন (اَمْنٌ) শব্দমূল থেকে উদগত। এই اَمْنٌ থেকেই গঠিত হয়েছে ঈমান (اِيْمَانٌ), আমানত (اَمَانَةٌ) এবং মুমিন (مُؤْمِنٌ)।

ঈমান শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো: আশ্বাস প্রদান করা। বিশ্বাস করা। আশ্রয় গ্রহণ করা ও আশ্রয় প্রদান করা। নিরাপত্তা গ্রহণ করা ও নিরাপত্তা প্রদান করা। নিশ্চয়তা প্রদান করা ও নিশ্চয়তা লাভ করা। নির্ভয়, নিশংকা, নিশ্চিন্ততা, স্বস্তি ও প্রশান্তি প্রদান করা ও লাভ করা। আস্থা, বিশ্বাস ও স্বস্তি প্রদান করা এবং লাভ করা। প্রত্যয় ও নির্ভীকতা অর্জন করা।

ঈমান থেকেই আমানত শব্দটি এসেছে। ঈমান- এর যে অর্থ, আমানত- এরও সেই একই অর্থ। এর বিপরীত শব্দ হলো খিয়ানত। খিয়ানত শব্দের যে অর্থ এবং খিয়ানত বলতে মানুষ যা বুঝে, তারই বিপরীত হলো ঈমান ও আমানত।

ইসলামের মৌলিক পরিভাষা হিসেবে 'ঈমান' পরিভাষাটির মর্ম হলো- মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহর অস্তিত্ব, এককত্ব, অধিকার, ক্ষমতা ও গুণাবলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট বুঝ, জ্ঞান ও ধারণা অর্জন করে তাঁর কাছে নিজেকে নিরংকুশভাবে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ততা, স্বস্তি ও প্রশান্তি অর্জন করা এবং অন্যসব কিছু থেকে নির্ভয় ও নির্ভীক হয়ে যাওয়া। ইসলামের পরিভাষায় এমন ব্যক্তিকেই বলা হয় মুমিন। মুমিন শব্দটি ক্রিয়া বিশেষ্য। অর্থাৎ স্থাপনকারী, গ্রহণকারী ও অর্জনকারী।

অপরদিকে আল্লাহ পাক নিজেও নিজেকে মুমিন বলে পরিচয় দিয়েছেন (সূরা ৫৯ আল হাশর: আয়াত ২৩)। আল্লাহর মুমিন হবার অর্থ হলো, তিনি আশ্রয়, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা, নিশ্চিন্ততা, নির্ভয়, স্বস্তি ও প্রশান্তি প্রদানকারী।

অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে তাঁর কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা গ্রহণকারীকে তিনি আশ্রয়, নিরাপত্তা, নির্ভয়, স্বস্তি ও প্রশান্তি প্রদান করেন।

এই হলো মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য। এভাবে যিনি ঈমান আনেন মহান আল্লাহ প্রকৃত ক্ষতি থেকে তার নিরাপত্তা, তার মানসিক স্বস্তি ও প্রশান্তি, তার প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্যের জিম্মাদার হয়ে যান। ঈমানের অস্বীকৃতিকে বলা হয় কুফর। কুফর হলো অজ্ঞতা, হঠকারিতা

ও প্রবৃত্তির দাসত্বের পথ। কুফর হলো এক মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর পরিবর্তে অসংখ্য অক্ষম সৃষ্টির প্রভুত্ব স্বীকার করা এবং তাদের আনুগত্য ও দাসত্ব করা।

সুতরাং আল্লাহর বাণী আল কুরআনের দৃষ্টিতে:

১. মহান স্রষ্টা আল্লাহ ও মানুষের মাঝে সম্পর্কের ভিত্তি হলো ঈমান।
২. আল্লাহর জিম্মায় জীবনের প্রকৃত কল্যাণ ও সাফল্য লাভের পূর্বশর্ত হলো ঈমান।
৩. ঈমান ছাড়া হিদায়াত তথা সরল সঠিক পথ লাভ করা সম্ভব নয়।
৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনা, সে তাগুতের প্রতি ঈমান রাখে।
৫. যে ব্যক্তি ঈমান আনেনা, সে জীবনের চরম ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে তথা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার সব পথই বন্ধ করে দেয়।
৬. ঈমান হলো মুক্তির পথ। আর আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি হলো ধ্বংসের পথ।
৭. ঈমান বিহীন সৎকর্ম তলাবিহীন ঝুড়িতে রাখা মনিমানিক্যের মতোই নিষ্ফল।

আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মর্মার্থ হলো: "আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, তাঁর মহান গুণাবালি, তাঁর ইচ্ছা ও অনিচ্ছা, তাঁর আদেশ নিষেধ, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী চলার সুফল এবং অনিচ্ছানুযায়ী চলার কুফল ইত্যাদি মৌলিক বিষয়সমূহের এমন সুস্পষ্ট জ্ঞান ও বুঝ থাকা, যেনো ব্যক্তির হৃদয়- মন আল্লাহর প্রতি নিরংকুশ প্রত্যয়ী হয়ে যায় এবং এর বিপরীত ও প্রতিকূল কোনো কিছুই তার মধ্যে প্রবিষ্ট না হয়। আর এ প্রত্যয়ের ফলে সে যেনো আল্লাহ তায়ালার প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা করে, তাঁর মন যেনো আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাশীল হয়ে যায় এবং সে যেনো পূর্ণাঙ্গ প্রশান্তি লাভ করে।" মহান আল্লাহ এরকম লোকদের সম্পর্কেই বলেন, তাদের ডেকে বলা হবে:

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ● ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ● فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ● وَادْخُلِي جَنَّتِي ●

অর্থ: (মৃত্যুর সময় মুমিনদের বলা হবে:) হে প্রশান্ত আত্মা!। ফিরে আসো তোমার প্রভুর কাছে সন্তুষ্ট চিত্তে এবং তাঁর সন্তোষভাজন হয়ে। প্রবেশ করো আমার (সম্মানিত) দাসদের মধ্যে। আর প্রবেশ করো আমার জান্নাতে। (আল কুরআন ৮৯: ২৭- ৩০)

২. ঈমান বিল গায়েব

ঈমানের বিষয়বস্তুসমূহ সবই গায়েব বা অদৃশ্য ব্যাপার। এ সব গায়েবি ব্যাপারেই এমন জ্ঞান ও বুঝ লাভ করতে হবে, যাতে করে ব্যক্তির অন্তরে পূর্ণাঙ্গ প্রত্যয় জন্ম লাভ করে। ঈমান বিল গায়েব হচ্ছে, যা কিছু মানুষের

অদৃশ্য অজ্ঞাত তা কোনো বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে জেনে নিয়ে মানুষ তার উপর বিশ্বাস পোষণ করবে। আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণরাজি সম্পর্কে মানুষ কিছুই অবগত নয়। তাঁর ফেরেশতারা যে তাঁরই হুকুমের তাবেদারি করে যাচ্ছে তাও কেউ দেখছে না। আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করার পন্থা কি, সে খবরও কারো জানা নেই। আখিরাত এবং আখিরাতের জীবনের সার্বিক অবস্থাও মানুষের অজ্ঞাত। এসব কিছুর জ্ঞান মানুষকে এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে হাসিল করতে হবে, যার বিশ্বস্ততা, সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, আল্লাহভীতি, পাক পবিত্র জীবন ও জ্ঞান গর্ভ আলোচনা মনে বিশ্বাস জন্মাবে যে, তিনি যা বলেন, তা নির্ভুল এবং তাঁর সব কথাই প্রত্যয়ের যোগ্য। একেই বলে 'ঈমান বিল গায়েব'।

নবী- রসূল ব্যতীত অন্য কোনো মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে এরূপ সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি, নবীর মাধ্যমে আল্লাহ, তাঁর গুণরাজি, তাঁর অধিকার, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা, বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা, মানুষের চলার পথ ও পন্থা, আখিরাত ও আখিরাতের জীবনের ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা ও সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রত্যয়ী হওয়ার নামই হলো 'ঈমান বিল গায়েব'। এ জন্যেই মহান আল্লাহ বলেন:

وَأَنزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ●

অর্থ: (হে মুহাম্মদ!) আল্লাহ তো তোমার প্রতি নাযিল করেছেন আল কিতাব (আল কুরআন) এবং হিকমাহ (প্রজ্ঞা) আর তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তুমি জানতে না। তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট। (আল কুরআন ৪: ১১৩)

এ জন্যেই নবী- রসূলগণ হলেন গায়েবে ঈমান আনার মাধ্যম।

৩. ঈমানের গুরুত্ব

মানুষের চলার পথ দু'টি। একটি পথ তৈরি হয়েছে ঈমান দ্বারা। এটিকে বলা হয় 'সিরাতুল মুসতাকিম'। আর একটি পথ তৈরি হয়েছে কুফর দ্বারা। এটি হল 'সিরাতুদ দলালাহ' বা 'ভ্রষ্টপথ'। একটি মুক্তি ও পুরস্কারের পথ, অপরটি শাস্তি ও ধ্বংসের পথ।

কুরআনের মূল দাওয়াত হচ্ছে ঈমানের দিকে। যাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে, সেই রসূল ঈমানের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন। কুরআন সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে, ঈমান ছাড়া কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করা যাবে না।

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ● الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ●

অর্থ: (এই কুরআন) সচেতন লোকদের জন্যে জীবন যাপন পদ্ধতি, যারা ঈমান আনে গায়েব- এর প্রতি। (আল কুরআন ২: ২- ৩)

বস্তুত: ঈমানই হলো সত্য জ্ঞান, পথ নির্দেশিকা, আলোকবর্তিকা, কল্যাণ ও মুক্তি। আর কুফর হচ্ছে, অজ্ঞতা, যুলুম, বাতিল, ভ্রষ্টতা, ধ্বংস, অকল্যাণ ও বঞ্চনা। মহান আল্লাহ বলেন:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ● اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ●

অর্থ: দীন (ইসলাম) গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা ও বল প্রয়োগ (compulsion) নেই। সঠিক পথকে উজ্জ্বল- পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে সবচে' মজবুত ও বিশ্বস্ত হাতলটিই আঁকড়ে ধরবে, যা কখনো ভেঙ্গে যাবার নয়। আর আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। যারা ঈমান আনে তাদের অভিভাবক হলেন আল্লাহ। তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে। আর যারা কুফুরির পথ অবলম্বন করে, তাগুতরা হলো তাদের অভিভাবক। তারা তাদেরকে টেনে নিয়ে যায় আলো থেকে অন্ধকাররাশিতে। মূলত এরাই হবে আগুনের অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল। (আল কুরআন ২: ২৫৬- ২৫৭)

সূরা হুদে আল্লাহ তায়ালা কুফরির পথ অবলম্বনকারীদের অশুভ পরিণতি এবং মুমিনদের শুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করার পর দু'দলের মধ্যে এভাবে পার্থক্য করেছেন:

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ، هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ●

অর্থ: এই দুই পক্ষের উপমা হলো এ রকম, যেমন একজন হলো অন্ধ ও বধির আর অপরজন হলো চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। এরা দুজন কি সমতুল্য? কেন তোমরা বুঝার চেষ্টা করোনা? (সূরা ১১ হুদ: আয়াত ২৪)

কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহ ঈমান ও কুফরের মাঝে এভাবে পার্থক্য রেখা টেনে দিয়েছেন:

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ●

অর্থ: যে ব্যক্তি জানে তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার কাছে মহাসত্য নাযিল হয়েছে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমতুল্য, যে (এ ব্যাপারে) অন্ধ? অনুধাবন করে তো বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই। (সূরা ১৩ আর রা'দ: আয়াত ১৯)

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ●

অর্থ: বলো: জ্ঞানীরা আর অজ্ঞরা কি সমান? (সূরা ৩৯ আয্ যুমার: আয়াত ৯)

أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا، لَّا يَسْتَوُونَ ●

অর্থ: যে ব্যক্তি মুমিন, সে কি ফাসিকের সমতুল্য? না, তারা সমান নয়। (সূরা ৩২ আস্ সাজদা: আয়াত ১৮)

قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ●

অর্থ: হে নবী! তাদের বলো: মন্দ আর ভালো এক নয়, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে তাজ্জব করে। (সূরা ৫ আল মায়েদা: আয়াত ১০০)

তাছাড়া, মুমিনরা হলো আল্লাহর প্রিয়ভাজন আর কাফিররা হলো শয়তানের দল। দুনিয়ায় আল্লাহ মুমিনদের পৃষ্ঠপোষক। আখিরাতে তিনি তাদের ক্ষমা করে জান্নাত দান করবেন। পক্ষান্তরে দুনিয়ায় কাফিরদের পথ প্রদর্শক হচ্ছে শয়তান। পরকালে সে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে। অতপর সে এবং তার অনুসারীরা সকলেই নিক্ষিপ্ত হবে জাহান্নামে।

৪. ঈমানের বিষয়বস্তু

কি কি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ কুরআন ও হাদিসে উল্লেখ হয়েছে। কুরআন ও হাদিসে যতগুলো বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে, এর প্রতিটি বিষয়ই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, একটিও অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং এর প্রতিটি বিষয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা সমভাবে প্রযোজ্য। এখন আমরা প্রথমে কুরআন অতপর হাদিসের আলোকে ঈমানের বিষয়বস্তু আলোচনা করবো।

৫. কুরআনে ঈমানের আলোচনা

এখানে ঈমানের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কুরআনের সমস্ত আয়াতের উদ্ধৃতি দেয়া সম্ভব নয়। যে আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দেয়া হলো, এগুলোতে কুরআন উল্লেখিত ঈমানিয়াতের মৌলিক বিষয়গুলো উল্লেখ হয়েছে:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ● الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ● وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ●

অর্থ: এটি একমাত্র কিতাব, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই, মুত্তাকিদের জন্যে জীবন যাপন পদ্ধতি, যারা ঈমান আনে গায়েব - এর প্রতি, সালাত কায়েম করে এবং আমরা যে রিযিক তাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে (নিজের এবং অন্যদের জন্যে এবং যাকাত প্রদান করে)। যারা ঈমান রাখে তোমার প্রতি নাযিলকৃত কিতাব (আল কুরআন)- এর প্রতি এবং তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি, আর যারা একিন (নিশ্চিত বিশ্বাস) রাখে আখিরাতের প্রতি। (সূরা ২ আল বাকারা: ২- ৪)

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ●

অর্থ: পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে (প্রকৃতপক্ষে) কোনো পুণ্য নেই। বরং পুণ্য তো হলো: মানুষ ঈমান আনবে এক আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাব এবং নবীদের প্রতি। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৭৭)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ●

"দীন (ইসলাম) গ্রহণের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা ও বল প্রয়োগ (compulsion) নেই। সঠিক পথকে উজ্জ্বল- পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে ভ্রান্ত পথ থেকে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে সবচে মজবুত বিশ্বস্ত হাতলটিই আঁকড়ে ধরবে, যা কখনো ভেঙ্গে যাবার নয়। আর আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।" (সূরা ২ আল বাকারা: ২৫৬)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে, আর যারা ইহুদি হয়েছে এবং যারা নাসারা ও সাবি, তাদের মধ্য থেকে যারাই ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, পরকালের প্রতি এবং আমলে সালেহ্ করবে, তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা মনোকষ্টও পাবেনা। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ৬২)

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ●

অর্থ: সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রসূলদের প্রতি। তোমরা যদি ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিশাল পুরস্কার। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১৭৯)

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ●

অর্থ: তাদের প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রসূলদের প্রতি। (সূরা ২ আল বাকারা: ২৮৫)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ●

অর্থ: মুমিন তো তারাই, যারা ঈমান আনে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি। (সূরা ২৪ আন্ নূর: আয়াত ৬২)

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا ●

অর্থ: সুতরাং তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি এবং আমাদের নাযিল করা নূরের (কুরআনের) প্রতি। (সূরা আত তাগাবুন: আয়াত ৮)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা বলে: 'আল্লাহ আমাদের প্রভু', অত:পর একথার উপর অটল- অবিচল থাকে, তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে। (সূরা ৪১ হা-মিম আস্ সাজদা/ফুসসিলাত: আয়াত ৩০)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا ●

অর্থ: মুমিন হলো তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি, অত:পর আর সন্দেহ পোষণ করেনি। (সূরা ৪৯ আল হুজুরাত: ১৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ●

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ঈমান আনো তাঁর রসূলের প্রতি, তিনি তাঁর অনুগ্রহে তোমাদের দেবেন দ্বিগুণ পুরস্কার। (সূরা আল হাদিদ: আয়াত ২৮)

কুরআনের বর্ণনাভংগি মানুষের রচিত গ্রন্থাদি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ঈমানিয়াতের বিষয়সমূহ আলোচনার জন্যে কুরআনের কোনো স্বতন্ত্র অধ্যায় নেই। গুরুত্ব অনুযায়ী কুরআন ঈমানিয়াতের (ঈমান সংক্রান্ত) সবগুলো বিষয় কোথাও এক সাথেই বর্ণনা করে দিয়েছে। আবার কোথাও একটি বা একাধিক বর্ণনা করেছে। কুরআনের বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো, ঈমানিয়াতের 'মূল বিষয়' পাঁচটি:

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান,
২. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান,
৩. আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান,
৪. নবী ও রসূলদের প্রতি ঈমান,
৫. পরকালের প্রতি ঈমান।

৬. হাদিসে ঈমানের আলোচনা

হাদিসেও ঈমানিয়াতের বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আমরা এখানে মোটামুটি কয়েকটি হাদিস উদ্ধৃত করবো, যাতে করে হাদিসের আলোকে ঈমানিয়াতের মৌলিক বিষয়সমূহ আমরা জ্ঞাত হয়ে যাই:

قَالَ فَاَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ •

অর্থ: তিনি (আগন্তুক জিবরিল) বললেন: আমাকে ঈমানের বিষয়ে খবর দিন। রসূল সা. উত্তরে বলেন, তাহলো: আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলদের ও পরকালের প্রতি ঈমান পোষণ করবে আর তকদিরের ভালো ও মন্দে ঈমান রাখবে। তিনি বললেন: আপনি সত্য বলেছেন।"

হাদিসটি বিখ্যাত হাদিসে জিবরিলের ঈমান সংক্রান্ত অংশ। হাদিসের প্রশ্নকর্তা (আগন্তুক) জিবরিল আলাইহিস সালাম। তিনি সাহাবায়ে কিরামকে দীন শিক্ষাদানের জন্য আসেন এবং রসূলুল্লাহ সা.- কে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে এ শিক্ষাদান করেন। হাদিসটির বর্ণনাকারী উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হাদিসটি বুখারি ও মুসলিম উভয় গ্রন্থেই সংকলিত হয়েছে।

عَنْ سُفْيَانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الثَّقَفِىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْ لِىْ فِىْ الْاِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسَأَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ اَوْ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ •

অর্থ: সুফিয়ান বিন আব্দুল্লাহ সাকাফি বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ সা.- এর নিকট আরয করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলুন, যে সম্পর্কে আপনার পরে (অথবা আপনি ব্যতীত) আর

কাউকে যেনো আমার জিজ্ঞাসা করতে না হয়। রসূলুল্লাহ বলেন: "বলো, আমি আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং একথার উপর অটল ও অবিচল থাকো।" (সূত্র সহীহ মুসলিম)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اَلْاِيْمَانُ بِضْعُ وَّسَبْعُوْنَ شُعْبَةٌ فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ لْاِيْمَانِ •

অর্থ: আবু হুরাইরা রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন: ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা রয়েছে। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হলো, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই' একথার ঘোষণা দেয়া। এর নিম্নতম হলো: জনপথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস অপসারিত করা এবং লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি অঙ্গ। (সূত্র: বুখারি ও মুসলিম)

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص ذَاقَ طَعْمُ الْاِيْمَانِ مِنْ رَضِىَ بِااللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً •

অর্থ: আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আববাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, সে ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ পেলো, যে আল্লাহকে নিজের রব, ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা ও মুহাম্মদকে রসূল হিসেবে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করেছে।" (মুসলিম)

মূলত হাদিস কুরআনের আয়াতেরই ব্যাখা। ঈমানি বিষয়বস্তুসমূহ কুরআনে যা বলা হয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যাই হাদিসে এসেছে। প্রথম হাদিসটিতে কুরআনে উল্লেখিত পাঁচটি বিষয়ের সঙ্গে আর একটি বিষয় যোগ করা হয়েছে। তা হচ্ছে তকদিরে বিশ্বাস করা। তকদিরের প্রতি ঈমান আনা মূলত, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনারই অংশ বিশেষ। তৃতীয় হাদিসটিতে ঈমানের শাখা প্রশাখার ব্যাখ্যা আলোচিত হয়েছে। এ হাদিস থেকে বুঝা গেলো, কুরআনে বর্ণিত পাঁচটি ঈমানই মৌলিক বিষয়, বাকিগুলো শাখা প্রশাখা। অবশ্য দ্বিতীয় হাদিসটি দ্বারা বুঝা যায় ঈমানের মৌলিক বিষয় একটিই এবং তা হচ্ছে 'আল্লাহর প্রতি ঈমান'। উপরে উল্লেখিত কুরআনের একটি আয়াত দ্বারাও এ হাদিসটির সমর্থন পাওয়া যায়।

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ •

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা বলে: 'আল্লাহ আমাদের প্রভু', অত:পর একথার উপর অটল- অবিচল থাকে, তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়ে থাকে। (সূরা ৪১ হা মিম আস্ সাজদা/ফুসসিলাত: আয়াত ৩০)

এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হলো, আসলে ঈমানের প্রধান বিষয় একটিই অর্থাৎ 'ঈমান বিল্লাহ' বা আল্লাহর প্রতি ঈমান, আর এ প্রধান বিষয়টির চারটি মৌলিক শাখা রয়েছে। অর্থাৎ, ১. ঈমান বিল মালায়িকা, ২. ঈমান বিল কুতুব, ৩. ঈমান বির রুসূল ও ৪. ঈমান বিল আখিরাত।

অবশ্য আমরা এখানে একটি হাদিস থেকে জানতে পারলাম, ঈমানের সত্তরটিরও অধিক শাখা প্রশাখা রয়েছে। এ বইতে আমরা দেখবো, উপরোক্ত মৌলিক শাখাগুলোর সাথে ঈমানের আরো কি কি শাখা প্রশাখা রয়েছে।

৭. ঈমানের দাবি

যে কেউ জেনে বুঝে সঠিক স্বচ্ছ জ্ঞানের মাধ্যমে মহাবিশ্বের মালিক মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, তার প্রতি অনিবার্যভাবে বর্তায় আল্লাহর প্রতি ঈমানের কয়েকটি অপরিহার্য দাবি। সেই দাবিগুলো হলো:

১. তাকে তার এই ঈমানের সুস্পষ্ট মৌখিক ঘোষণা প্রদান করতে হবে।
২. আল্লাহ তায়ালা আরো যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে বলেছেন, সেসব বিষয়ের প্রতি তাকে ঈমান আনতে হবে, বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।
৩. তাকে তার সামগ্রিক ধ্যান ধারণা, দৃষ্টিভংগি, জীবন পদ্ধতি ও কার্যক্রমে এই ঈমান বা বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে হবে।
৪. যে মহান আল্লাহ তার ঈমান ও বিশ্বাসের মূল ভিত্তি কেবল তাঁরই হুকুম মতো তাকে জীবন যাপন করতে হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাঁর হুকুম পালন করতে হবে। জীবনের কোনো অংশকে তাঁর আনুগত্যের বাইরে রাখা যাবেনা।
৫. তিনি যা যা নিষেধ করেছেন, নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে তাঁর নিষেধ করা সকল বিষয় পরিহার ও বর্জন করতে হবে।
৬. আল্লাহর সর্বশেষ বার্তাবাহক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.- কে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আদর্শ ও অনুকরণীয় মডেল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
৭. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
৮. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্বের নীতিমালার সাথে যা কিছুই সাংঘর্ষিক হবে, সবই বর্জন করতে হবে।
৯. পার্থিব জীবনকে পরকালীন অনন্ত জীবনের জয়- পরাজয়ের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং পার্থিব জীবনকে পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের রাজপথে পরিচালিত করতে হবে।

❖ ❖ ❖

৩. ঈমান বিল্লাহ

‘ঈমান বিল্লাহ’ বা ‘আল্লাহর প্রতি ঈমান’ই বুনিয়াদি ঈমান। বাকি আর যতো ঈমান ও প্রত্যয় আছে, তা ঐ একই মূল কান্ডের শাখা- প্রশাখা মাত্র। তাই প্রত্যেক মুসলিমকেই আল্লাহর প্রতি ঈমান বা ঈমান বিল্লাহর বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট ধারণা নিজ নিজ অন্তরে বদ্ধমূল করে নিতে হবে।

১. ঈমান বিল্লাহর তাৎপর্য

আল্লাহর প্রতি ঈমানের তাৎপর্য হলো, মানুষকে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণরাজি, তাঁর অধিকার, তাঁর ক্ষমতা ও তাঁর একত্ব সম্পর্কে সঠিক ও স্বচ্ছ জ্ঞান লাভ করতে হবে। এগুলোর উপর পূর্ণ প্রত্যয় লাভ করতে হবে। এগুলোর প্রতি মৌখিক স্বীকৃতি, আন্তরিক বিশ্বাস এবং বাস্তব কর্মে এগুলোর প্রতিফলন ঘটাতে হবে। এভাবেই পূর্ণ হয় আল্লাহর প্রতি ঈমান।

২. ঈমান বিয্- যাত

এর অর্থ- আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। এই বিশ্ব জাহান, এর সৃষ্টি, এর সুনিয়ন্ত্রিত বিধি সম্মত ব্যবস্থাপনা, হাওয়ার গতি, বৃষ্টির আগমণ, দিন রাতের আবর্তন, চাঁদ সূর্য ও গ্রহ উপগ্রহের গতিশীলতা, ঋতুর পরিবর্তন, বীজ থেকে বৃক্ষের জন্ম, ইথারের বিস্ময়কর ক্ষমতা, অণু পরমাণুর মহাশক্তি ইত্যাদিতে আল্লাহর অস্তিত্বে পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রত্যয় লাভের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলি রয়েছে।

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ●

অর্থ: মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে রয়েছে জ্ঞান- বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্যে অনেক নিদর্শন। (সূরা ৩ আলে ইমরান: ১৯০)

আল্লাহর খলিল হযরত ইবরাহিম আ. এভাবেই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন। কুরআন মজিদে এ সুন্দর ঘটনাটি উদ্ধৃত হয়েছে:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ● وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ● فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ ● فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ● فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً

قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ● إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ●

অর্থ: স্মরণ করো, ইবরাহিম তার বাপ আযরকে বলেছিল: "আপনি কি মূর্তিকে ইলাহ্ মানেন? আমার মতে আপনি এবং আপনার কওম সুস্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত।" এভাবেই আমরা ইবরাহিমকে মহাকাশ এবং পৃথিবীর পরিচালন ব্যবস্থা দেখিয়েছি, যাতে করে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের একজন হয়। তারপর যখন তার উপর ছেয়ে এলো রাতের আঁধার, সে একটি নক্ষত্র দেখে বললো: এ- ই আমার রব। কিন্তু সেটি যখন অস্ত গেলো, সে বললো: অস্ত যাওয়াদের আমি পছন্দ করিনা। পরে যখন সে দেখলো উজ্জ্বল চাঁদ উদয় হয়েছে, সে বললো: এ- ই হবে আমার রব। অতপর চাঁদও যখন অস্ত গেলো, সে বললো: 'আমার রবই যদি আমাকে সঠিক পথ না দেখান, তাহলে অবশ্যি আমি বিপথগামী লোকদের অন্তরভুক্ত হয়ে যাবো। অতপর যখন সে দীপ্ত সূর্যকে উদয় হতে দেখলো, বললো: এ- ই হবে আমার রব। এ- তো সবার বড়। কিন্তু যখন সেও অস্ত গেলো, এবার সে (ইবরাহিম) বললো: হে আমার কওম! তোমরা যাদেরকে (আল্লাহর সাথে) শরিক করছো আমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। আমি নিষ্ঠার সাথে আমার মুখ ফিরালাম সেই মহান সত্তার জন্যে যিনি সৃষ্টি করেছেন মহাকাশ এবং পৃথিবী। আমি মুশরিকদের অন্তরভুক্ত নই। (আল্লাহর ৬: ৭৪- ৭৯)

বস্তুত: মানুষ বুদ্ধিমান জীব। সত্যিকারের বুদ্ধি ও যুক্তির কাছে আল্লাহর আস্তিত্ব এক মহাসত্য ও অতিশয় বাস্তব ব্যাপার। তাঁর মৌলিক সত্তার অস্তিত্ব ও বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করবার মতো নয়। তাঁর সৃষ্টিধর্মী শক্তি, বিশ্বজাহানের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তাঁর গুণরাজি, তাঁর শক্তি ও তাঁর পূর্ণতার উপলব্ধির মাধ্যমেই তাঁর পরিচয় লাভ করতে হবে:

ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ● لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ●

অর্থ: তিনি আল্লাহ, তোমাদের প্রভু। কোনো ইলাহ্ নেই তিনি ছাড়া। প্রতিটি জিনিসের তিনি স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো। প্রতিটি জিনিসের উপর তিনি উকিল- তত্ত্বাবধায়ক। কোনো দৃষ্টি তাঁকে ধারণ করতে পারেনা, কিন্তু তিনি ধারণ করেন সব দৃষ্টি। আর তিনি সুক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ের খবর রাখেন। (সূরা ৬ আল আন'আম: আয়াত ১০২- ১০৩)

اَللّٰهُ اِسْمٌ لِوَاجِبِ الْوَجُوْدِ

'আল্লাহ' এক অদৃশ্য, অবশ্যাম্ভাবী ও অতিশয় বাস্তব সত্তার নাম। তাঁর সত্তা সমস্ত সৃষ্টি জগতের উর্ধ্বে, অলৌকিক গুণাবলির অধিকারি।

সর্বকালের প্রায় সকল মানুষই কোনো না কোনো ভাবে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো এবং আছে। তবে সকল যুগেই বক্র চিন্তা ভাবনার অধিকারী লোকেরা আল্লাহর শক্তি, ক্ষমতা ও গুণাবলির ব্যাপারে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে ভ্রষ্ট চিন্তার পথ অবলম্বন করেছে।

আল্লাহর অস্তিত্বের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে কুরআন মজিদে অসংখ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। সুতরাং এ ব্যাপারে এখানে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন মনে করি না।

তবে প্রত্যেক মুসলিমকেই পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও প্রত্যয় সহকারে আল্লাহর অস্তিত্বে আস্থা স্থাপন করতে হবে। এটাই ঈমানের বীজ। এখান থেকেই ঈমানিয়াতের যাত্রা শুরু হয়। এখান থেকেই গজিয়ে উঠে ঈমানের মূল, কান্ড ও শাখা- প্রশাখা:

إِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ● فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ● وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ● وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ● وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ، إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ●

অর্থ: আল্লাহই অংকুরিত করেন শস্য- বীজ এবং আঁটি। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনেন এবং মৃতকে বের করে আনেন জীবন্তের থেকে। তিনিই আল্লাহ। সুতরাং কোথায় ফিরে যাচ্ছো তোমরা? তিনিই (রাতের বুক চিরে) ভোরের উন্মেষ ঘটান। তিনিই বানিয়েছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্যে রাত আর হিসাবের জন্যে সূর্য আর চাঁদ। এসবই মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানীর নির্ধারিত। তিনিই তোমাদের জন্যে নক্ষত্রকে বানিয়েছেন স্থল ও

সমুদ্রের অন্ধকারে পথপ্রদর্শক। যেসব লোক জ্ঞান রাখে তাদের জন্যে আমরা নিদর্শন বর্ণনা করেছি বিশদভাবে। তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি আত্মা থেকে। তারপর তোমাদের জন্যে রয়েছে স্থায়ী ও সাময়িক ঠিকানা। যারা বুঝ ও বোধের অধিকারী তাদের জন্যে আমরা নিদর্শন বর্ণনা করেছি বিশদভাবে। তিনিই আসমান থেকে নাযিল করেন পানি। তা দিয়ে আমরা সব ধরণের উদ্ভিদ উদগত করি। তা থেকে আমরা সবুজ পাতা বের করে আনি। তা থেকে উৎপন্ন করি ঘন নিবিড় শস্যদানা। খেজুর গাছের মাথা থেকে বের করে আনি ঝুলন্ত কাঁদি। উৎপন্ন করি আংগুরের বাগান, যয়তুন ও আনার, একই রকম ও বিভিন্ন রকম। লক্ষ্য করে দেখো, এর ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং যখন তা পাকে। যারা ঈমান রাখে তাদের জন্যে এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন। (সূরা ৬ আল আন'আম: আয়াত ৯৫- ৯৯)

৩. ঈমান বিস্ সিফাত

সিফাত মানে গুণরাজি। প্রত্যেক মুসলিমকে আল্লাহর গুণরাজির উপর পরিপূর্ণ ঈমান আনতে হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আমাদের সমাজে আল্লাহর গুণরাজি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল লোক খুবই কম। অনেকে আবার আল্লাহর গুণবাচক নামগুলো শুধু আরবিতেই জানেন, কিন্তু এগুলোর মর্ম ও তাৎপর্য সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখেন না। নিছক আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা দীন ইসলামের তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নয়। কারণ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেনা, আসলে এমন কোনো জাতিই নেই। এমন কি ফেরাউন আর আবু জেহেলরাও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। মূলত ইসলামের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হলো, সে আল্লাহর অস্তিত্বের সঙ্গে তাঁর প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা পেশ করে। এ ধারণাকে ইসলাম সম্পূর্ণ অবিভাজ্যভাবে পেশ করে। সাথে সাথে এ ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে জনগণের মন- মানসিকতা ও নৈতিক চরিত্র গঠন এবং এরই ভিত্তিতে এক মজবুত ও সুদৃঢ় সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি করে।

এ জন্যেই প্রত্যেক মুসলিমকে অবশ্য অবশ্যি আল্লাহর 'আল্লাহ' হওয়ার বৈশিষ্ট্য ও গুণসমূহ জানতে হবে। তাঁর গুণাবলির স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা মগজে বদ্ধমূল করতে হবে। সে অনুযায়ী নিজের দৃষ্টিভঙ্গি ও মন- মানসিকতা তৈরি করতে হবে এবং সেই ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজের চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা চিরকাল ধরে আছেন এবং চিরদিন থাকবেন; তিনি বেনিয়ায, মুখাপেক্ষাহীন, আত্মনির্ভরশীল ও চিরঞ্জীব। তিনি সার্বভৌমত্বের মালিক, একচ্ছত্র শাসক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান। তাঁর জ্ঞান সবার উপর বিজয়ী। তাঁর জ্ঞান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত; তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ সবার জন্যে প্রসারিত। তাঁর

শক্তি সবার উপর বিজয়ী। তাঁর হিকমা ও বুদ্ধিমত্তায় কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। তাঁর আদল ও ইনসাফে যুলুমের চিহ্ন মাত্র নেই। তিনি জীবনদাতা এবং জীবন ধারনের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণাদির সরবরাহকারী। তিনি ভালো-মন্দ ও লাভ- ক্ষতির তাবৎ শক্তির অধিকারী। তাঁর অনুগ্রহ ও হিফাযতের সবাই মুখাপেক্ষী। সমস্ত সৃষ্ট বস্তু তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনশীল। তিনি সবার হিসাব গ্রহণকারী। শাস্তি ও পুরষ্কার দানের অধিকার তাঁরই এবং তাঁর সমস্ত গুণাবলি শুধুমাত্র তাঁরই জন্যে প্রযোজ্য এবং সম্পূর্ণ অভিভাজ্য।

আল্লাহর এসব গুণাবলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ও আন্তরিক প্রত্যয় যদি আজকের মুসলিম সমাজে থাকতো, তাহলে মুসলমানদের এ বিপর্যয় কোনো অবস্থাতেই ঘটতো না। এখানে আমরা আল্লাহর গুণরাজির একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করবো, যাতে করে এ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হতে পারে।

৪. আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহ

আল্লাহ তায়ালা বলেন: اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

অর্থ: তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই। (সূরা ২০ তোয়াহা: আয়াত ৮)

আল্লাহ তায়ালাই সমস্ত সুন্দর গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তিনি নিজেই কুরআন মজিদে তাঁর গুণ ও সিফাত সমূহের বর্ণনা প্রদান করেছেন। কুরআনে তাঁর অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ হয়েছে। এসব নাম তাঁর বিশাল বিস্তৃত কুদরতের প্রকাশবহ। কোনো নাম তাঁর দুর্দন্ড ক্ষমতা ও শক্তির প্রকাশ করে, কোনো নাম তাঁর প্রতিপালক, জীবিকা দানকারী ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারী হবার কথা বুঝায়। আবার কোনো নাম তাঁর সমস্ত কিছুর স্রষ্টা ও মালিক হবার কথা বুঝায়। এমনি করে তাঁর প্রতিটি নামই তাঁর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও কুদরাতের কথা প্রকাশ করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"আল্লাহর এক কম একশত অর্থাৎ নিরানববইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোকে হিফাযত করলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।" (বুখারি)

মূলত, আল্লাহর নাম সমূহের হিফাযত করার অর্থ হলো এগুলো সম্পর্কে জানা, বুঝা, আয়ত্ব করা, এগুলোর দাবি অনুযায়ী আমল করা, নিজ যিন্দেগিতে আল্লাহর সেসব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা এবং এসব নামে আল্লাহকে ডাকার মাধ্যমে তাঁর এসব গুণ ও সিফাতের স্বীকৃতি দেয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ●

অর্থ: সুন্দরতম নামসমূহ আল্লাহর, সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাকো। (সূরা ৭ আ'রাফ: আয়াত ১৮০)

আল্লাহর সবগুলো নাম ও এগুলোর তাৎপর্য আমাদের জানা উচিত। এগুলোর তাৎপর্য অনুযায়ী এসব নামে তাঁকে ডাকা উচিত, তাঁর নিকট দোয়া ও আবেদন- নিবেদন করা উচিত। কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর এসব নাম থেকে কোনো মুমিন ব্যক্তির গাফিল থাকা উচিত নয়। মূলত, গুণবাচক নাম সমূহের মাধ্যমেই আল্লাহর সঠিক পরিচয় জানা সম্ভব। এসব নামের সঠিক তাৎপর্য জানা না থাকলে এসব বিষয়ে শিরক অনুপ্রবেশের আশংকা থাকে।

কুরআন হাদিসে আল্লাহর বহু গুণবাচক নামের উল্লেখ হয়েছে। হাদিসে এর সংখ্যা নিরানববই বলা হয়েছে। আসলে এ নিরানববই সংখ্যাটি আধিক্য বুঝানোর জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে হয়। কুরআনের 'আসমাউল হুসনা' বাক্যাংশ থেকেও তা- ই বুঝা যায়। আমরা এখানে শুধু কুরআন থেকে আল্লাহর কতিপয় গুণবাচক নামের অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করছি:

০১. اَللّٰهُ: এ হলো বিশ্ব স্রষ্টা ও মহাবিশ্বের মালিকের অস্তিত্বের নাম। সমস্ত গুণরাজি, যাবতীয় কল্যাণ ও পুত- পবিত্রতার শিরমনি এ নাম। তিনি ছাড়া এ নাম আর কখনো কারো জন্যে ব্যবহৃত হয়নি এবং হতে পারবে না। সৃষ্টি, ক্ষমতা, জ্ঞান, প্রশংসা ও করুণার উৎস এ নাম। এ নাম সৃষ্টির আগে থেকে ছিলো। সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও থাকবে। এ নামের অস্তিত্ব অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, চিরন্তন, চির শাশ্বত:

اَللّٰهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ●

অর্থ: তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই। (সূরা ২০ তোয়াহা: আয়াত ৮)

اَللّٰهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ●

অর্থ: আল্লাহ, নাই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনন্তকাল সর্বসৃষ্টির ধারক ও রক্ষক। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ২৫৫)

বিশ্বাসীকে গোলামি, দাসত্ব, আনুগত্য, আত্মসমর্পণ, ত্যাগ ও তৎপরতা এসব কিছু আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করতে হবে। সমস্ত কমনা বাসনা ইচ্ছা আকাংখা আল্লাহকেই জানাতে হবে। সাহায্য তাঁর নিকটই চাইতে হবে। তাঁকেই ভয় করতে হবে। সমস্ত প্রেম ও ভালোবাসা তাঁর জন্যে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

০২. اِلٰهٌ: ইলাহ্ শব্দটি মূলত আল্লাহ তায়ালার সিফাত বা গুণবাচক নাম সমূহের কেন্দ্রবিন্দু। ইলাহ থেকেই গঠিত হয়েছে আল্লাহ শব্দ। এটি একটি পরিভাষা, যার অর্থ মানবীয় কোনো ভাষায়ই এক শব্দ বা এক বাক্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায়, ইলাহ্ দ্বারা বুঝায় নিরঙ্কুশ মালিকানা, ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব ও উপাসনার নিরঙ্কুশ অধিকার:

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ●

অর্থ: আসমানেও তিনি একমাত্র ইলাহ্, পৃথিবীতেও তিনিই একমাত্র ইলাহ্, তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী। (সূরা ৪৩ আয্ যুখরুফ: আয়াত ৮৪)

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ● قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ● قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ●

অর্থ: তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। সমস্ত প্রশংসা তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতে। সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে তোমাদের। হে নবী! বলো: "তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি রাতকে কিয়ামতকাল পর্যন্ত তোমাদের উপর স্থায়ী করে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো ইলাহ্ আছে কি, যে তোমাদের আলো এনে দেবে? তোমরা কি (উপদেশ) শুনবেনা?" বলো: "তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি দিনকে তোমাদের উপর কিয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী করে দেন, তবে কোন্ ইলাহ্ আছে, যে তোমাদের রাত এনে দেবে যাতে তোমরা বিশ্রাম গ্রহণ করতে পারো? তোমরা কি ভেবে দেখবেনা?" (আল কুরআন ২৮: ৭০- ৭২)

কুরআন মজিদে 'ইলাহ' শব্দের ব্যপক প্রয়োগ হয়েছে। এসব প্রয়োগের সারকথা হলো এই, আল্লাহর ইলাহ বিশেষণটি দ্বারা সকল ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, রাজত্ব, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং নির্দেশ দানের ক্ষমতা ও উপাসনা লাভের অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহর এ নামের দাবি হলো, মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, নির্দেশ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও রাজত্বকে মেনে নেবে এবং শুধুমাত্র তাঁকেই অভাব পূরণকারী, সমস্যা ও জটিলতা থেকে মুক্তিদানকারী, আশ্রয় দানকারী, সাহায্য সহযোগিতা প্রদানকারী, তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণকারী এবং আহবানে

সাড়াদানকারী মেনে নেবে, তাঁকেই উপাস্য ও আনুগত্য লাভের একমাত্র অধিকারী মেনে নেবে।

‘ইলাহ’র অধিকার বা দাবিকে যারা নফস, সমাজ, রাষ্ট্র, ক্ষমতা ও শক্তিশালী ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা অন্য যে কারো বা কিছুর প্রতি আরোপ করে তারা শিরক করে।

০৩. اَلرَّبُّ: ر ب ب ধাতু থেকে শব্দটির উৎপত্তি। এর মৌলিক ও প্রাথমিক অর্থ হলো ‘প্রতিপালক’। কিন্তু এই মূল অর্থের ভিত্তিতে কুরআনে ও আরবদের ভাষায় এ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তারিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব অর্থকে মৌলিকভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায়:

৩:১. প্রতিপালক, প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারী, প্রশিক্ষণদানকারী ও ক্রমবিকাশ দাতা। যেমন: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

অর্থ: আমার প্রভু! আমাকে সমৃদ্ধ করো জ্ঞানে। (সূরা ২০ তোয়াহা: আয়াত ১১৪)

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ، إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ ●

অর্থ: সে (ইউসুফ) বললো: ‘আমি (এমন কর্ম থেকে) আল্লাহর আশ্রয় চাই। তিনিই আমার রব অতি উত্তম মর্যাদা তিনি আমাকে দান করেছেন (একাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব)। (সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ২৩)

৩:২. দায়িত্বশীল, তত্ত্বাবধায়ক, পর্যবেক্ষক এবং অবস্থার সংশোধন ও পরিবর্তনের দায়িত্বশীল:

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ● الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ● وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ● وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ●

অর্থ: তারা সবাই আমার দুশমন, রাববুল আলামিন ছাড়া। কারণ, তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তিনি আমাকে খাওয়ান, পান করান। আমি রোগগ্রস্ত হলে তিনিই আমাকে নিরাময় করে দেন। (সূরা ২৬ আশ্ শোয়ারা: আয়াত ৭৭- ৮০)

رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ●

অর্থ: তিনিই রব মাশরিক ও মাগরিবের। কোনো ইলাহ্ নেই তিনি ছাড়া। সুতরাং তাঁকেই ধরো কার্যনির্বাহক- উকিল। (সূরা ৭৩ মুযযাম্মিল: আয়াত ৯)

৩:৩. কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনকারী, নেতৃত্ব দানকারী, আনুগত্য লাভের অধিকারী এমন ক্ষমতাশালী যার নির্দেশ ও কর্তৃত্ব সকলকে মেনে চলতে হয়:

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ●

অর্থ: আমরা আল্লাহ ছাড়া আমাদের পরস্পরকে রব হিসেবে গ্রহণ করবোনা। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ৬৪)

৩:৪. মালিক ও মনিব:

رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ●

অর্থ: তিনিই মালিক মহাকাশ ও পৃথিবীর এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর, আর তিনিই মালিক উদয়াচলের। (সূরা ৩৭ আস্ সাফফাত: আয়াত ৫)

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ●

অর্থ: সুতরাং তাদের আরোপিত এসব অপবাদ থেকে আরশের মালিক আল্লাহ অনেক ঊর্ধ্বে, মহান ও পবিত্র। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া: আয়াত ২২)

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ● الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ●

অর্থ: (সেজন্যে) তাদের উচিত (শুধুমাত্র) এই (কাবা) ঘরের রবের (মালিকের) ইবাদত করা। যিনি (তাঁর এই ঘরের উসিলায়) আহার যুগিয়ে তাদের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন এবং তাদের নিরাপদ করেছেন ভয়ভীতি থেকে। (সূরা ১০৬ কোরাইশ: আয়াত ৩- ৪)

এভাবে 'রব' শব্দটি কুরআনে কোথাও পৃথক পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও সবগুলো অর্থের সমন্বয়ে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ●

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি সমগ্র জগতের রব। (সূরা ১ আল ফাতিহা: আয়াত ২)

মোট কথা আল্লাহকে 'রব' মেনে নেয়ার অর্থ হলো: আমি একমাত্র আল্লাহকেই নিজের মালিক, মনিব, মুরবিব, প্রভু, প্রতিপালক, পর্যবেক্ষক, সংরক্ষণকারী, শাসক, উপাস্য, আইনদাতা, নির্দেশদানকারী, আনুগত্যলাভের অধিকারী, তত্ত্বাবধায়ক ও ব্যবস্থাপক মেনে নিয়েছি।

০৪. اَلْحَاكِمُ: মূল শব্দ হলো حكم আর 'হুকুম' অর্থ হলো সার্বভৌমত্ব, শাসন ক্ষমতা, নির্দেশ, আইন ও বিধান। যখন আল্লাহ তায়ালার বিশেষণ হিসেবে 'আল হাকেম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ হয়: আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম সত্তা, শাসন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব শুধু তাঁরই, আইন- বিধান ও হুকুম দানের ক্ষমতা শুধু তাঁরই আছে: وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ

অর্থ: তাদের কাছে তো তাওরাত রয়েছে আর তাতেই আল্লাহর আইন ও বিধান রয়েছে। (সূরা ৫ আল মায়েদা: আয়াত ৪৩)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ●

অর্থ: আল্লাহর ছাড়া আর কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন: তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব ও উপাসনা) করোনা। (সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ৪০)

০৫. اَلْحَكَمُ: 'হাকাম' এবং 'হাকেম' এ শব্দদ্বয় মূলগত অর্থের দিক থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাকেম মানে- হুকুমকর্তা, আইন ও বিধানদাতা আর 'হাকাম' মানে আইন ও বিধান অনুযায়ী বিচারকর্তা ফায়সালাকারী। আল্লাহর বিশেষণ 'আল- হাকাম' মানে- তিনিই একমাত্র বিচারকর্তা, নিরঙ্কুশ ফায়সালাকারী। তাঁর ফায়সালাই সকলকে মেনে নিতে হবে:

أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا ●

অর্থ: (তুমি বলো:) 'আমি কি আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কাউকেও ফায়সালাকারী মানবো? (সূরা ৬ আল আন'আম: আয়াত ১১৪)

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ●

অর্থ: তবে কি তারা জাহেলি যুগের বিধান চায়? যারা আল্লাহর প্রতি একীন রাখে, তাদের কাছে বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহর চাইতে অধিকতর কল্যাণকামী আর কে? (সূরা ৫ আল মায়েদা: আয়াত ৫০)

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ●

অর্থ: তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, ন্যায় ও ইনসাফের সাথে বিচার করবে। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৫৮)

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ●

অর্থ: তাদের মাঝে ফায়সালা করো সেই বিধান দিয়ে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। (সূরা ৫ আল মায়েদা: আয়াত ৪৯)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ●

অর্থ: যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা, তারা কাফির। (সূরা ৫ আল মায়েদা: আয়াত ৪৪)

وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ●

অর্থ: আর তোমার ওয়াদা তো সত্য এবং তুমিই তো সব বিচারকের বড় বিচারক। (সূরা ১১ হুদ: আয়াত ৪৫)

০৬. اَلْحَكِيْمُ: মূল শব্দ 'হিকমা'। এর অর্থ জ্ঞান বিজ্ঞান, কৌশল, প্রকৌশল ও বিজ্ঞতা। আর আল্লাহ তায়ালার 'হাকিম' হওয়ার অর্থ হলো, তিনিই সমস্ত জ্ঞান, বিজ্ঞান, কৌশল, প্রকৌশল ও বিজ্ঞতার উৎস ও আধার। সৃষ্টির কাঠামো ও বান্দাদের যাবতীয় মোয়ামেলার তিনি সুকৌশলে ও বিজ্ঞতার সাথে ফায়সালা করেন: إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

অর্থ: অবশ্যি আল্লাহ সর্বজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (আল কুরআন ৭৬: ৩০)

০৭. اَلْخَالِقُ: অর্থাৎ আল্লাহ সৃষ্টির পরিকল্পনাকারী। অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে তিনিই সর্বোত্তমভাবে সৃষ্টির 'নকশা' প্রস্তুতকারী।

০৮. اَلْبَارِئُ: অস্তিত্ব দানকারী অর্থাৎ তিনিই সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ শূন্যতার ও অনস্তিত্বের অন্ধকার থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন।

০৯. اَلْمُصَوِّرُ: আকৃতি দানকারী। আল্লাহ তায়ালাই গোটা সৃষ্টির পরিকল্পনা তৈরি করেন, অনস্তিত্ব থেকে সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন এবং প্রত্যেক সৃষ্টিকেই উপযুক্ত ও পছন্দসই আকৃতি দান করেন:

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ ●

অর্থ: তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, সৃষ্টির উদ্ভাবক, আকৃতিদাতা, সব সুন্দর নাম তাঁরই। (সূরা ৫৯ হাশর: আয়াত ২৪)

১০. اَلْخَلَّاقُ: যে কোনো সময় যে কোনো প্রকার সৃষ্টি করতে তিনি সক্ষম:

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ●

অর্থ: যিনি মহাকাশ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? তিনিই তো মহাজ্ঞানী মহান স্রষ্টা। (সূরা ৩৬ ইয়াসিন: আয়াত ৮১)

১১. اَلْقَادِرُ: মহাশক্তিধর। অর্থাৎ যে কোনো সময় যে কোনো শক্ত কঠিন ও বিরাট কাজ করার তিনি শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন:

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ●

অর্থ: বলো: ‘তিনি সক্ষম উপর থেকে তোমাদের প্রতি আযাব পাঠাতে, অথবা তোমাদের পদতল থেকে, কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করতে এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেয়ার স্বাদ আস্বাদন করাতে। (আল কুরআন ৬: ৬৫)

১২. اَلْقَدِيْرُ: শক্তি ও ক্ষমতার আধার। তিনি সকল কিছুর উপর পরিপূর্ণ শক্তি, ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ রাখেন:

إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (আল কুরআন ২: আয়াত ২০)

১৩. اَلْمُقْتَدِرُ: মহাশক্তিমান, স্বাধীন, প্রবল পরাক্রমশালী, কোনো কিছুতেই বাধ্য নন:

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ● كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ●

অর্থ: ফেরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও এসেছিল আমাদের সতর্কবাণী। তারা আমাদের সবগুলো নিদর্শনই প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন আমরা তাদের পাকড়াও করি পরাক্রমশালী শক্তিধরের পাকড়াও। (আল কুরআন ৫৪: ৪১- ৪২)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ● فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাত এবং নদ নদী নহরে। যথাযোগ্য আসনে মহাশক্তিধর সর্বময় কর্তৃত্বের মালিকের কাছে। (আল কুরআন ৫৪: ৫৪- ৫৫)

১৪. اَلْوَلِيُّ: পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী, অভিভাবক, বন্ধু:

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ●

অর্থ: যারা ঈমান আনে তাদের অলি হলেন আল্লাহ। তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ২৫৭)

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ●

অর্থ: (ইউসুফ এসময় বিনয়ের সাথে দোয়া করে। দোয়ায়) সে বলে: “আমার প্রভু! তুমি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছো এবং আমাকে সকল কথার (কিংবা সকল বিষয়ের, অথবা স্বপ্নের) তাৎপর্য উপলব্ধি করার শিক্ষা দান করেছো! মহাবিশ্ব আর এই পৃথিবীর একমাত্র স্রষ্টা তুমি! এই পৃথিবীর জীবনে এবং আখিরাতে তুমিই আমার অলি! (সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ১০১)

১৫. اَلْمَوْلٰى: আশ্রয়দাতা, সাহায্যকারী, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক, সমর্থক, বন্ধু:

وَاعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ●

অর্থ: তিনিই তোমাদের মাওলা (অভিভাবক)। কতো যে উত্তম মাওলা তিনি এবং কতো যে উত্তম সাহায্যকারী! (সূরা ২২ আল হাজ্জ: আয়াত ৭৮)

وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ●

অর্থ: কিন্তু তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো, তোমাদের মাওলা (অভিভাবক) তো আল্লাহ। তিনিই উত্তম মাওলা এবং উত্তম সাহায্যকারী। (সূরা ৮ আল আনফাল: আয়াত ৪০)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ●

অর্থ: এর কারণ, আল্লাহ মুমিনদের মাওলা (অভিভাবক), আর কাফিরদের কোনো মাওলা নেই। (সূরা ৪৭ মুহাম্মদ: আয়াত ১১)

أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ●

অর্থ: তুমিই তো আমাদের মাওলা (অভিভাবক, সাহায্যকারী), তাই তুমি আমাদের বিজয় দান করো অবিশ্বাসীদের উপর। (সূরা ২ আল বাকারা: ২৮৬)

১৬. اَلْمَالِكُ: অর্থাৎ আল্লাহ সেই সত্তা- যিনি সব কিছুর প্রকৃত মালিক। তাঁর সম্মুখে সকলেই নিঃস্ব- অসহায়।

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ ●

অর্থ: (হে নবী!) বলো: 'হে আল্লাহ! সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক তুমি। যাকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা দান করো। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ২৬)

১৭. اَلْمَلِكُ: সম্রাট, শাসক, কর্তা। অর্থাৎ আল্লাহই নিখিল জগতের একমাত্র ও প্রকৃত সম্রাট:

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ●

অর্থ: অতীব মহান আল্লাহ প্রকৃত সম্রাট, কোনো ইলাহ্ নেই তিনি ছাড়া। (সূরা ২৩ আল মুমিনুল: আয়াত ১১৬)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ● مَلِكِ النَّاسِ ●

অর্থ: (হে নবী!) বলো: আমি আশ্রয় চাই মানবজাতির প্রভুর কাছে। মানবজাতির সম্রাটের কাছে। (সূরা ১১৪ আন নাস: আয়াত ১- ২)

১৮. اَلرَّحْمٰنُ: অত্যাধিক দয়াপরবশ, দয়ার সাগর, অতিশয় অনুরাগী। অর্থাৎ আল্লাহ সেই মেহেরবান সত্তা, যিনি মানবজাতির প্রতি সীমাহীন অনুরাগী

করুণাময়- দয়াপরবশ। তিনি অনুগ্রহ করে মানুষকে সৃষ্টি করে তাঁর শ্রেষ্ঠ নেয়ামতসমূহ দ্বারা তাদের ভূষিত করেছেন:

الرَّحْمَـٰنُ • عَلَّمَ الْقُرْآنَ • خَلَقَ الْإِنسَانَ • عَلَّمَهُ الْبَيَانَ •

অর্থ: তিনি রহমান (পরম দয়াবান)। (কারণ) তিনি তালিম দিয়েছেন আল কুরআন। সৃষ্টি করেছেন ইনসান। তাকে তালিম দিয়েছেন বয়ান (ভাষা বা ভাব প্রকাশ পদ্ধতি)। (সূরা ৫৫ আর রহমান: আয়াত ১- ৪)

১৯. اَلرَّحِيْمُ: অর্থাৎ তিনি সেই সত্তা যাঁর করুণা ও অনুগ্রহ চির প্রবহমান। তাঁর স্থায়ী রহমতের ধারা কখনো ছিন্ন হয় না। মুমিনদের প্রতি তাঁর রহমতের ধারা দুনিয়ায় এবং আখেরাতেও অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ষিত হতে থাকবে:

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا •

অর্থ: তিনি মুমিনদের প্রতি অতীব দয়াবান। (আল কুরআন ৩৩: ৪৩)

২০. اَلْعَزِيْزُ: মহাপরাক্রমশালী। তিনি সমস্ত ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁর ক্ষমতা সর্বব্যাপী কার্যকর। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কেউ নেই, কিছুই নেই।

فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا •

অর্থ: অথচ ইজ্জত তো পুরোটাই আল্লাহর। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ১৩৯)

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ •

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞানময়। (সূরা ৩১ লুকমান: আয়াত ২৭)

২১. اَلْجَبَّارُ: অর্থাৎ তিনি অতিশয় কঠোর, অত্যন্ত জবরদস্ত, অদম্য শক্তির অধিকারী। সৃষ্টির যে কোনো শক্তি তাঁর সম্মুখে সম্পূর্ণ দুর্বল ও অসহায়। সৃষ্টি জগতকে ধ্বংস করে পুন:সৃষ্টির তিনি দুর্বার ক্ষমতা রাখেন:

هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ •

অর্থ: তিনিই সার্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র, তিনি শান্তি (দাতা), তিনি নিরাপত্তাদাতা, তিনি রক্ষক, তিনি মহাশক্তিধর, তিনি প্রবল-প্রচন্ড, তিনি সর্বোচ্চ- মহান। (সূরা ৫৯ আল হাশর: আয়াত ২৩)

২২. اَلْقَهَّارُ: দুর্দন্ড প্রতাপশালী, অতিশয় ক্ষমতাধর, কঠিন শাস্তিদাতা:

لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ •

অর্থ: (সেদিন জিজ্ঞাসা করা হবে:) আজ সমস্ত কর্তৃত্ব কার? (সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে:) আল্লাহর, যিনি এক, মহাপরাক্রমশালী। (আল কুরআন ৪০: ১৬)

২৩. اَلْقَاهِرُ: অর্থাৎ তিনি বান্দাদের উপর শক্তি, ক্ষমতা ও ইখতিয়ার রাখেন:

هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ●

অর্থ: নিজ বান্দাদের উপর তিনি দুর্জয় ক্ষমতাধর। (সূরা ৬ আল আন'আম: ৬১)

২৪. اَلْقَوِىُّ: অতিশয় শক্তিশালী। তাঁর শক্তির নিকট কারো শক্তিই খাটেনা।

২৫. اَلشَّدِيْدُ: অত্যন্ত শক্ত ও কঠোরভাবে পাকড়াওকারী, তাঁর পাকড়াও থেকে কেউ রেহাই পাবে না:

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ●

অর্থ: ফেরাউনের অনুসারীদের এবং তাদের পূর্ববর্তীদের মতোই এরা অস্বীকার করেছে আল্লাহর আয়াত। ফলে তাদের পাপের জন্যে আল্লাহ তাদের শাস্তি প্রদান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা ৮ আল আনফাল: আয়াত ৫২)

২৬. اَلْمُتَكَبِّرُ: গর্ব, অহংকার এবং শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র অধিকারী। তার শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার কেউ নেই।

২৭. اَلْكَبِيْرُ: অতিশয় বড় ও শ্রেষ্ঠ।

২৮. اَلْعَلِىُّ: চরম উন্নত ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী:

وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ●

অর্থ: মহাকাশ ও পৃথিবীতে সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার কেবল তাঁরই। (সূরা ৪৫ আল জাসিয়া: আয়াত ৩৭)

وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব উঁচু, অতীব মহান। (সূরা ৩১ লুকমান: আয়াত ৩০)

২৯. اَلْمُتَعَال: সর্বাবস্থায় অতি উচ্চ, উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও মহান:

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ●

অর্থ: তিনি গায়েব ও দৃশ্যের জ্ঞানী মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদার মালিক। (সূরা ১৩ আর রা'দ: আয়াত ৯)

৩০. اَلْاَعْلٰى: সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোচ্চ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

অর্থ: তসবিহ্ করো তোমার সর্বোচ্চ প্রভুর নামের। (আল কুরআন ৮৭: ১)

৩১. اَلْعَفُوُّ: অত্যাধিক ক্ষমাশীল, পাপ মোচনকারী।

৩২. اَلْغَفُوْرُ: অতিশয় দয়াদ্র, করুণাময়, ক্ষমাশীল:

عَسَى اللّٰهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُورًا ●

অর্থ: শীঘ্রি আল্লাহ তাদের পাপ মুছে দেবেন, কারণ আল্লাহ পাপ মোচনকারী, ক্ষমাশীল। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৯৯)

৩৩. اَلشَّكُوْرُ: মর্যাদা দানকারী। গুণগ্রাহী ও কৃতজ্ঞতার মূল্য দানকারী:

وَقَالُوا الْحَمْدُ للّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ۖ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ●

অর্থ: তারা বলবে: "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি দূর করে দিয়েছেন আমাদের সব দুঃখ- দুশ্চিন্তা। নিশ্চয়ই আমাদের প্রভু পরম ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (সূরা ৩৫ ফাতির: আয়াত ৩৪)

৩৪. اَلْغَافِرَ: অপরাধ ক্ষমাকারী: غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

অর্থ: যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী। (সূরা ৪০ আল মুমিন/গাফির: ৩)

৩৫. اَلشَّاكِرُ: মূল্য ও মর্যাদাদানকারী, গুণগ্রাহী: وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا

অর্থ: আল্লাহ তো কৃতজ্ঞতার মর্যাদাদানকারী সর্বজ্ঞানী। (আল কুরআন ৪: ১৪৭)

৩৬. اَلْغَفَّارُ: অতিশয় ক্ষমাশীল ও দানশীল:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ●

অর্থ: আমি তাদের বলেছি: তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে মাগফিরাত প্রার্থনা করো, নিশ্চয়ই তিনি মহান ক্ষমাশীল। (সূরা ৭১ নুহ: আয়াত ১০)

৩৭. اَلرَّءُوْفُ: সীমাহীন অনুগ্রহশীল, দয়াশীল ও সহানুভূতিশীল:

وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَاد ●

অর্থ: আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি পরম কোমল- দয়া পরবশ। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ৩০)

৩৮. اَلشَّهِيْدُ: অর্থাৎ তিনি সর্বত্র উপস্থিত, সবকিছুর সাক্ষ্য। প্রতিটি জিনিসের উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ: وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

অর্থ: আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী। (সূরা ৫৮ আল মুজাদালা: আয়াত ৬)

৩৯. اَلسَّمِيْعُ: বান্দার গোপন ও প্রকাশ্য সব কথা তিনি শুনেন।

৪০. اَلْبَصِيْرُ: তাঁর নিখিল সম্রাজ্যের প্রতিটি অণু পরমাণুর উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ। তাঁর বান্দাদের গোপন ও প্রকাশ্য যাবতীয় আমল ও আচরণের উপর তিনি দৃষ্টি রাখেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা ৪০ মুমিন/গাফির: আয়াত ২০)

وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ●

অর্থ: আর আল্লাহ তো তাঁর দাসদের প্রতি দৃষ্টি রাখবেনই। (আল কুরআন ৩: ১৫)

৪১. اَلْعَالِمُ: প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন সবকিছু তিনি জানেন:

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ●

অর্থ: তিনি গায়েব ও দৃশ্যের জ্ঞানী। (আল কুরআন ৫৯: ২২)

৪২. اَلْعَلِيْمُ: অতিশয় জ্ঞানী, জ্ঞানের আধার। বান্দার প্রতিটি কথা, কাজ, চিন্তা কল্পনা ও উত্তেজনা সম্পর্কে তিনি সঠিকভাবে জ্ঞাত:

إِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ জ্ঞানী এবং সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা ৩১ লুকমান: ৩৪)

৪৩. اَلْخَبِيْرُ: অর্থাৎ তিনি সব বিষয়ে খবর রাখেন:

وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ●

অর্থ: তোমরা যা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে খবর রাখেন।" (আল কুরআন ৫৮: ১৩)

৪৪. اَلْمُحِيْطُ: পরিবেষ্টনকারী। অর্থাৎ কোনো কিছুই তাঁর শক্তি ও জ্ঞানের বাইরে নেই:

وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ●

অর্থ: আর আল্লাহ প্রতিটি বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন তাঁর জ্ঞান দিয়ে। (সূরা ৬৫ আত্ তালাক: আয়াত ১২)

وَاللّٰهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ ●

অর্থ: আর আল্লাহ পেছন থেকে (তাদের অজ্ঞাতেই) ঘেরাও করে রেখেছেন তাদের। (সূরা ৮৫ আল বুরূজ: আয়াত ২০)

৪৫. اَلْمُؤْمِنُ: আশ্রয়, নিরাপত্তা ও প্রশান্তি দানকারী।

৪৬. اَلْمُهَيْمِنُ: রক্ষণাবেক্ষণকারী:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ●

অর্থ: তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনিই সার্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র, তিনি শান্তি (দাতা), তিনি নিরাপত্তাদাতা, তিনি রক্ষক, তিনি মহাশক্তিধর, তিনি প্রবল- প্রচন্ড, তিনি সর্বোচ্চ- মহান। (সূরা ৫৯ আল হাশর: আয়াত ২৩)

৪৭. اَلْحَافِظُ: সংরক্ষণকারী, নিরাপত্তাদানকারী, হিফাযতকারী:

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا ●

অর্থ: আল্লাহই সর্বোত্তম হিফাযতকারী। (সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ৬৪)

৪৮. اَلْحَفِيْظُ: আসমান যমিনের প্রতিটি জিনিসকে তিনি হিফাযত করছেন। তিনি বান্দার হিফাযতকারী: إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

অর্থ: নিশ্চয়ই আমার প্রভু সব কিছুর রক্ষক। (সূরা ১১ হুদ: আয়াত ৫৭)

৪৯. اَلنَّصِيْرُ: প্রকৃত মদদগার- সাহায্যকারী:

هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ●

অর্থ: তিনিই তোমাদের মাওলা (অভিভাবক)। কতো যে উত্তম মাওলা তিনি এবং কতো যে উত্তম সাহায্যকারী! (সূরা ২২ আল হজ্জ: আয়াত ৭৮)

৫০. اَلرَّقِيْبُ: অর্থাৎ তিনি বান্দাদের তৎপরতার উপর পূর্ণ দৃষ্টি ও লক্ষ্য রাখেন: إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তত্ত্বাবধানকারী পাহারাদার। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ১)

৫১. اَلْحَفِيُّ: তিনি তাঁর বান্দাদের অবস্থা জ্ঞাত, তাদের প্রতি খেয়াল রাখেন। বান্দাদের প্রতি মেহেরবান: إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا

অর্থ: নিশ্চয়ই তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহশীল। (সূরা ১৯ মরিয়াম: আয়াত ৪৭)

৫২. اَلْمُجِيْبُ: দোয়া শ্রবণকারী ও দোয়া কবুলকারী:

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ●

অর্থ: কোনো আহবানকারী বা দোয়া- প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি (কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি) তার ডাক ও দোয়া- প্রার্থনা শুনি এবং তাতে সাড়া দেই। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ১৮৬)

৫৩. اَلْقُدُّوْسُ: অতিশয় পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রকার ভুল ত্রুটির উর্ধ্বে, অতিশয় পূত- পবিত্র।

৫৪. اَلسَّلٰمُ: অর্থাৎ সর্বপ্রকার কমতি ও দুর্বলতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত- সহীহ সালেম:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ●

অর্থ: তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। তিনিই সার্বভৌম সম্রাট, তিনি সব ত্রুটি থেকে পবিত্র, তিনি শান্তি (দাতা)। (সূরা ৫৯ আল হাশর: আয়াত ২৩)

৫৫. اَلْمَتِيْنُ: অর্থাৎ তিনি সুদৃঢ় ও নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত:

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই রাজজাক (রিযিক সরবরাহকারী) তো হলেন আল্লাহ এবং তিনি মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত। (সূরা ৫১ আয্ যারিয়াত: আয়াত ৫৮)

৫৬. اَلْحَلِيْمُ: অতিশয় উচ্চ ও মহা মর্যাদাবান। পরম ধৈর্যশীল ও সীমাহীন সহিষ্ণু। তিনি শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেন না। বান্দাদেরকে শোধরানো ও অনুশোচনার অবকাশ দিয়ে থাকেন। তিনি কখনো উত্তেজিত ও ধৈর্যহারা হন না। তাঁর সকল কর্মকান্ডই সুপরিকল্পিত এবং সম্মান, সম্ভ্রম ও মর্যাদা ব্যঞ্জক:

إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ●

অর্থ: তিনি অতীব সহনশীল ক্ষমাপরায়ণ। (সূরা ৩৫ ফাতির: আয়াত ৪১)

৫৭. اَلْعَظِيْمُ: অর্থাৎ তিনি নিজ অস্তিত্ব ও গুণাবলিতে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ও মহান:

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ●

অর্থ: অতএব তুমি তোমার মহান প্রভুর নাম নিয়ে তসবিহ করো। (সূরা ৫৬ আল ওয়াকিয়া: আয়াত ৭৪)

৫৮. اَلْوَاسِعُ: তিনি অত্যন্ত মুক্ত ও প্রশস্ততার অধিকারী। বান্দাদের প্রতি তিনি বড়ই উদার ও সহানুভূতিশীল:

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ●

অর্থ: আর আল্লাহ নিজ সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি সর্বজ্ঞানী। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ২৪৭)

৫৯. اَلْحَيُّ: চিরঞ্জীব। ঘুম, তন্দ্রা, অবচেতনা ইত্যাদি থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত।

৬০. اَلْقَيُّوْمُ: চিরন্তন, চিরশ্বাশত। চিরকাল থেকে আছেন, চিরকাল থাকবেন। সর্বসৃষ্টির ধারক:

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ●

অর্থ: সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর তুমি তাওয়াক্কুল করো যাঁর কখনো মউত হবেনা। (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ৫৮)

اَللّٰهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ●

অর্থ: আল্লাহ, নাই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনন্তকাল সর্বসৃষ্টির ধারক ও রক্ষক। ঘুম কিংবা তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা কখনো। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ২৫৫)

৬১. اَلْحَقُّ: তিনি প্রকৃত সত্য, অতি বাস্তব। তাঁর অস্তিত্বকে কেউ অস্বীকার করলে তার কিছুই যায় আসে না:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ●

অর্থ: এগুলো (প্রমাণ করে যে) আল্লাহ মহাসত্য এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকে তারা মিথ্যা। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব উঁচু, অতীব মহান। (সূরা ৩১ লুকমান: আয়াত ৩০)

৬২. اَلْمُبِيْنُ: প্রকাশমান, সত্য প্রকাশকারী:

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ●

অর্থ: আর (তখন) তারা জানতে পারবে আল্লাহই প্রকৃত সত্য, স্পষ্টভাষী। (সূরা ২৪ আন্ নূর: আয়াত ২৫)

৬৩. اَلْغَنِيُّ: মুখাপেক্ষাহীন। তাঁর কোনো অভাব নেই, কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই, তাঁর সবই আছে এবং এই সব কিছু কেবল তাঁরই। তাই সবাই এবং সব কিছু তাঁর মুখাপেক্ষী:

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ●

অর্থ: যে জিহাদ করে, সে তো নিজের জন্যেই জিহাদ করে। আল্লাহ জগতবাসী থেকে মুখাপেক্ষাহীন। (সূরা ২৯ আল আনকাবুত: আয়াত ৬)

৬৪. اَلْحَمِيْدُ: স্বপ্রশংসিত। আপন অস্তিত্ব ও গুণাবলির সৌন্দর্য ও পবিত্রতায় মহীয়ান। সমস্ত প্রশংসা ও পবিত্রতা শুধু তাঁরই জন্যে নির্ধারিত। তিনি কারো প্রশংসা লাভের মুখাপেক্ষী নন:

وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ●

অর্থ: যে কেউ শোকর আদায় করে, সে তো শোকর আদায় করে নিজের কল্যাণের জন্যেই। আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হয়, তার জেনে রাখা উচিত আল্লাহ মুখাপেক্ষাহীন সপ্রশংসিত। (সূরা ৩১ লুকমান: আয়াত ১২)

৬৫. اَلْمَجِيْدُ: অর্থাৎ তিনি অতিশয় মহীয়ান ও মর্যাদাবান:

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ● ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ●

অর্থ: আর তিনি পরম ক্ষমাশীল এবং প্রেম- ভালোবাসা ও মমতার সাগর। মহিমান্বিত আরশের অধিপতি। (সূরা ৮৫ আল বুরূজ: আয়াত ১৪- ১৫)

৬৬. اَلْوٰرِثُ: তিনিই সব কিছুর প্রকৃত ও চিরন্তন মালিক।

৬৭. اَلْمُحْيِ: তিনিই জীবন দানকারী:

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ●

অর্থ: আমরাই হায়াত দেই এবং মউত ঘটাই এবং আমরাই ওয়ারিশ (মালিক)। (সূরা ১৫ আল হিজর: আয়াত ২৪)

৬৮. اَلْفَاطِرُ: সব কিছুর তিনিই একমাত্র স্রষ্টা:

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ●

অর্থ: আর এই পৃথিবীর (একমাত্র স্রষ্টা তুমি! এই পৃথিবীর জীবনে এবং আখিরাতে তুমিই আমার অভিভাবক! তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী হিসেবে আমাকে মৃত্যু দান করো, আর আমাকে সাথি বানিয়ে দাও সালেহ্ লোকদের। (সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ১০১)

৬৯. اَلْاَوَّلُ: তিনি সৃষ্টিজগত সৃষ্টির পূর্ব থেকে আছেন।

৭০. اَلْاٰخِرُ: তিনি সৃষ্টি জগতের ধ্বংসের পরেও থাকবেন।

৭১. اَلظَّاهِرُ: তিনি সর্বত্র প্রকাশমান।

৭২. اَلْبَاطِنُ: তিনি প্রচ্ছন্নও:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ●

অর্থ: তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন এবং প্রতিটি বিষয়ে তিনি জ্ঞানী। (সূরা ৫৭ আল হাদিদ: আয়াত ৩)

৭৩. اَلْبَدِيْعُ: সৃষ্টির সূচনাকারী। অর্থাৎ কোনো প্রকার উদাহরণ ছাড়াই তিনি পয়দা করেন। অদ্বিতীয় স্রষ্টা ও আবিষ্কর্তা:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ●

অর্থ: তিনিই মহাকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী। (সূরা ২ আল বাকারা: ১১৭)

৭৪. اَلرَّفِيْعُ: অতিশয় উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী:

رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ ●

অর্থ: তিনি উঁচু মর্যাদার অধিকারী, আরশের অধিপতি। (সূরা ৪০ মুমিন/গাফির: ১৫)

৭৫. اَلنُّوْرُ: আলোকময়: اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

অর্থ: আল্লাহ মহাকাশ এবং পৃথিবীর নূর। (সূরা ২৪ আন্ নূর: আয়াত ৩৫)

৭৬. اَلْاَكْرَمُ: পরম সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। বান্দার সাথে অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদা ব্যঞ্জক আচরণ করেন:

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ●

অর্থ: পড়ো, আর তোমার প্রভু অতিশয় মহিমান্বিত। (সূরা ৯৬ আল আলাক: আয়াত ৩)

৭৭. اَلصَّمَدُ: মুখাপেক্ষাহীন। প্রয়োজনমুক্ত। সবাই এবং সব কিছুই তার মুখাপেক্ষী: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ● اللَّهُ الصَّمَدُ ●

অর্থ: (হে নবী!) বলে দাও: তিনি আল্লাহ, তিনি এক ও একক। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষাহীন। (সূরা ১১২ আল ইখলাস: আয়াত ১- ২)

৭৮. اَلتَّوَّابُ: অর্থাৎ তিনি বান্দার তওবা কবুল করেন:

ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ●

অর্থ: তখন তিনি তাদের তওবা কবুল করলেন, যাতে করে তারা ফিরে আসে তাঁর দিকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় তওবা কবুলকারী, পরম দয়াবান। (সূরা ৯ আত তাওবা: আয়াত ১১৮)

৭৯. اَلْوَهَّابُ: অতিশয় দাতা ও দানশীল:

وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ●

অর্থ: আর আমাদের দান করো তোমার নিকট থেকে রহমত। নিশ্চয়ই তুমি মহান দাতা। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ৮)

৮০. اَلرَّزَّاقُ: সৃষ্টিকুলকে অধিক অধিক রিযিক দানকারী। প্রয়োজন পূরণকারী, জীবন সামগ্রী সরবরাহকারী।

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই রাজজাক (রিযিক সরবরাহকারী) তো হলেন আল্লাহ এবং তিনি মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত। (সূরা ৫১ আয্ যারিয়াত: আয়াত ৫৮)

৮১. اَلْمُقِيْتُ: সংরক্ষক, দৃষ্টিদাতা: وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا

অর্থ: প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ দৃষ্টি রাখেন। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৮৫)

৮২. اَلْكَرِيْمُ: মুক্ত ও উদার। দাতা। অধিক দাতা। অত্যন্ত সদাচারী:

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ● الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ●

অর্থ: হে মানুষ! কোন্ জিনিস তোমাকে ধোকায় ফেলে রেখেছে তোমার মহান প্রভুর ব্যাপারে? যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাকে, পূর্ণাংগভাবে সাজিয়েছেন, অতপর গড়ে তুলেছেন সুষম করে? (সূরা ৮২ আল ইনফিতার: আয়াত ৬- ৭)

৮৩. اَلْقَرِيْبُ: অতিশয় নিকটবর্তী: إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

অর্থ: অবশ্যি আমার প্রভু অতি কাছে এবং ডাকে সাড়া দানকারী। (সূরা ১১: ৬১)

৮৪. اَلْوَكِيْلُ: কর্মকর্তা। দায়িত্বশীল। যার উপর নির্ভর করা যায়:

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ●

অর্থ: আর তারা বলেছিল: 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকিল- আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম উকিল- (কর্মসম্পাদনকারী)। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১৭৩)

৮৫. اَلْوَدُوْدُ: পরম বন্ধু। দয়া ও মহববতের উৎস:

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ● ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ●

অর্থ: আর তিনি পরম ক্ষমাশীল এবং প্রেম- ভালোবাসা ও মমতার সাগর। মহিমান্বিত আরশের অধিপতি। (সূরা ৮৫ আল বুরূজ: আয়াত ১৫)

৮৬. اَلْمُسْتَعَانُ: তিনিই সেই সত্তা যার নিকট সাহায্য চাওয়া যেতে পারে:

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ●

অর্থ: আর আমার জন্যে ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম। তোমরা যে (মিথ্যা) কাহিনী সাজিয়েছো, তার মোকাবেলায় একমাত্র আল্লাহই (আমার) সাহায্যের মালিক। (সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ১৮)

৮৭. اَلْهَادِىْ: সঠিক পথ প্রদর্শনকারী। কিতাব ও রসূল প্রেরক:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ●

অর্থ: অবশ্যি আল্লাহ তাদেরকে পথ প্রদর্শন করেন সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে, যারা ঈমান আনে। (সূরা ২২ আল হজ্জ: আয়াত ৫৪)

৮৮. اَلْبَرُّ: সহানুভূতিশীল: إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

অর্থ: নিশ্চয়ই তিনি পরম অনুগ্রহশীল, পরম দয়াবান। (সূরা ৫২ তুর: ২৮)

৮৯. اَلْفَتَّاحُ: সঠিক সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা দানকারী। যাবতীয় সমস্যার সমাধানকারী:

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ●

অর্থ: বলো: ‘আমাদের প্রভু আমাদের সবাইকে একত্র করবেন তারপর আমাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন ন্যায়সংগতভাবে। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞানী। (সূরা ৩৪ সাবা: আয়াত ২৬)

৯০. اَللَّطِيْفُ: তিনি অতিশয় সুক্ষ্ম কৌশল অবলম্বনকারী সুক্ষ্মদর্শী:

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী, বাখবর। (সূরা ৩১ লুকমান: আয়াত ১৬)

৯১. اَلْحَسِيْبُ: হিসাব গ্রহণকারী:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ●

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ের হিসাব গ্রহণ করবেন। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৮৬)

৯২. اَلْجَامِعُ: আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন:

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ●

অর্থ: আমাদের প্রভু! নিশ্চয়ই তুমি জমা করবে সকল মানুষকে সেদিন, যে দিনটির (আগমনের ব্যাপারে) কোনো সন্দেহ নাই। (সূরা ৩ আলে ইমরান: ৯)

৯৩. اَلْكَافِ: বান্দার (যে কোনো প্রয়োজনের) জন্য তিনি যথেষ্ট:

أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ●

অর্থ: আল্লাহ কি তার বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন? (সূরা ৩৯ আয্ যুমার: আয়াত ৩৬)

৯৪. اَلْغَالِبُ: পূর্ণ ক্ষমতাশালী ও পরিপূর্ণ বিজয়ী:

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ●

অর্থ: আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেই থাকেন। তবে অধিকাংশ মানুষ তা জানেনা। (সূরা ১২ ইউসুফ: আয়াত ২১)

৯৫. اَلْمُنْتَقِرُ: প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি তাঁর মু'মিন বান্দাদের দুশমনদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন:

فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ●

অর্থ: তারপর আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আর মুমিনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। (সূরা ৩০ আর রূম: আয়াত ৪৭)

৯৬. اَلْقَائِمُ بِالْقِسْطِ: তিনি পরিপূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত:

قَائِمًا بِالْقِسْطِ، لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ●

অর্থ: তিনি ন্যায় ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো ইলাহ নেই তিনি ছাড়া। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১৮)

৯৭. اَلْبَاسِطُ: প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা দানকারী:

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ●

অর্থ: আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছে জীবিকা বিস্তৃত করে দেন। (সূরা ১৩ রা'দ: ২৬)

৯৮. اَلْمُنْعِمُ: নেয়ামত ও অনুগ্রহ দানকারী:

وَمَن يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ●

অর্থ: আর যে কেউ আনুগত্য করবে আল্লাহর এবং এই রসূলের, তারা সঙ্গি হবে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত নবী, সিদ্দিক, শহীদ এবং পুণ্যবানদের। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৬৯)

৯৯. اَلْمُعِزُّ: সম্মান ও ইজ্জত দানকারী।

১০০. اَلْمُذِلُّ: অপদস্থকারী:

وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ●

অর্থ: যাকে ইচ্ছা তুমি ইয্যত দাও এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ২৬)

১০১. ذُوالْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ: মহাসম্মানিত মহাত্ম্যপূর্ণ:

تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ●

অর্থ: অতিশয় মহান কল্যাণময় তোমার প্রভুর নাম, যিনি অতীব মর্যাদাবান মহানুভব। (সূরা ৫৫ আর রহমান: আয়াত ৭৮)

১০২. اَلْوَاحِدُ: তিনি এক, শুধুই এক:

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّار ●

অর্থ: (সেদিন জিজ্ঞাসা করা হবে:) আজ সমস্ত কর্তৃত্ব কার? (সমস্ত সৃষ্টি বলে উঠবে:) আল্লাহর, যিনি এক, মহাপরাক্রমশালী। (সূরা ৪০ গাফির: আয়াত ১৬)

১০৩. اَلْاَحَدُ: তিনি একক। অর্থাৎ তার জাত ও গুণাবলিতে তিনি সম্পূর্ণ এক ও একক। কেউই তাঁর শরিক নেই এবং কারো সাথে তাঁর কোনো আত্মীয়তা নেই। তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। সবাই এবং সব কিছুই এই এক এককের মুখাপেক্ষী:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ● اللَّهُ الصَّمَدُ ● لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ● وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ●

অর্থ: (হে নবী!) বলে দাও: তিনি আল্লাহ, তিনি এক ও একক। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষাহীন। তিনি জন্ম দেন না এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। কেউ নেই তাঁর সমকক্ষ, সমতুল্য। (সূরা ১১২ আল ইখলাস: আয়াত ১- ৪)

৫. ঈমান বিল হুকুক

'হক'- এর বহুবচন 'হুকুক'। এর অর্থ- অধিকারসমূহ। বান্দার উপর আল্লাহর কি কি অধিকার রয়েছে সেগুলো জানা ও সেগুলোর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করাই হলো ঈমান বিল হুকুক। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জানতে হবে আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী জীবন যাপন করার সঠিক পন্থা কি? তাকে আরো জানতে হবে, কি কি জিনিস আল্লাহ পছন্দ করেন যা তাকে পালন করতে হবে এবং কি কি কাজ আল্লাহ অপছন্দ করেন, যা থেকে তাকে বিরত থাকতে হবে।

বস্তুত: মানুষের উপর আল্লাহর প্রধানতম অধিকার হলো, মানুষ প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বকে নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর জন্যে ঘোষণা দেবে। আর এ ব্যাপারে কখনো কোনো অবস্থাতেই অন্য কাউকেও তাঁর সাথে শরিক করবে না। এ শুধু ঘোষণা দিলেই চলবে না। এ হতে হবে তার আন্তরিক প্রত্যয় ও ঈমান। আর তার যিন্দিগিতে বাস্তবভাবে রুপায়িত হতে হবে এ ঘোষণা:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ●

অর্থ: তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে (আল্লাহর জন্যে) নিবেদিত করে একনিষ্ঠভাবে শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে। (সূরা ৯৮ আল বাইয়্যেনা: আয়াত ৫)

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ● أَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ●

অর্থ: আমরা তোমার কাছে এই কিতাব নাযিল করছি সত্যসহ। অতএব কেবল আল্লাহরই ইবাদত করো নিজের আনুগত্যকে তাঁর জন্যে একনিষ্ঠ করে। একনিষ্ঠ আনুগত্য কেবল আল্লাহর জন্যে। (সূরা ৩৯ আয্ যুমার: আয়াত ২- ৩)

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ●

অর্থ: বলো: 'আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আমি যেনো এক আল্লাহর ইবাদত করি এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরিক না করি। (সূরা ১৩ আর রা'দ: আয়াত ৩৬)

এ প্রসঙ্গে নিমেণাক্ত হাদিসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلَ رضـ قَالَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيَّ ص عَلٰى حِمَارٍ لَيْسَ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ اِلاَّ مُؤَ خِّرَةُ الرَّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِىْ مَا حَقَّ اللهِ عَلٰى عِبَادِهِ وَمَا حَقَّ الْعِبَادِهِ عَلَى اللهِ ؟ قُلْتُ اَللهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِهِ اَنْ يَّعْبُدُهُ وَلاَ يَشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَ مَنْ لاَّ يُشْرِكَ بِهِ ●

অর্থ: মুয়ায বিন জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ সা. এর পেছনে একই গাধায় সওয়ার ছিলাম। আমার ও তাঁর মধ্যে খুব সামান্যই ব্যবধান ছিলো। তিনি আমাকে বলেন: 'মুয়ায! তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে? এবং আল্লাহর উপরই বা বান্দাহর কি অধিকার রয়েছে?' আমি বললাম: 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই এ বিষয়ে সর্বাধিক জানেন।' তিনি বলেন: বান্দার উপর আল্লাহর হক ও অধিকার হলো, বান্দা শুধুমাত্র

আল্লাহরই ইবাদত ও দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে কাউকেও এবং কোনো কিছুকেই শরিক করবে না। আল্লাহর নিকট বান্দার হক হলো, ব্যক্তি যদি আল্লাহর সাথে কাউকেও শরিক না করে, তাহলে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন না .....।" (বুখারি ও মুসলিম)

মানুষের উপর আল্লাহর প্রধানতম হক এটাই, মানুষ নিরংকুশ ভাবে আল্লাহর দাসত্বকে মেনে নেবে এবং এ ব্যাপারে কাউকেও শরিক করবে না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, কর্তৃত্ব ও আধিপত্যকে নিরংকুশ ও অবিভাজ্য ভাবে মেনে নিতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আল্লাহর এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপোসহীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকতে হবে। আল্লাহর সিফাত এবং কুরআনের সার্বিক আলোচনা ও রসূল সা.- এর বাণীর আলোকে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ অধিকার আমাদের সার্বিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমাদেরকে ঘোষণা দিতে হবে:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ● لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ●

অর্থ: বলো: আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু আল্লাহ রাববুল আলামিনের জন্যে। তাঁর কোনো শরিক নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেয়া হয়েছে এবং আমিই প্রথম মুসলিম। (আল কুরআন ৬: ১৬২- ১৬৩)

সার কথা হলো, মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার হলো তাঁর ইবাদত ও খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা এবং তাঁর সাথে কাউকেও এবং কোনো কিছুকেই শরিক না করা। অথবা কথাটা এ ভাবে বলা যায়, এক আল্লাহ তায়ালার উপাসনা করা এবং তাঁর সমস্ত হুকুম পালন করাই হলো মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার আর এটাই হলো মানুষের সঠিক মর্যাদা।

৬. ঈমান বিল ইখতিয়ারাত

এ হলো আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার উপর পূর্ণ ঈমান ও আস্থা পোষণ করা। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ঈমান রাখতে হবে, আল্লাহ তায়ালার শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বত্র কার্যকর। মানুষকে জানতে হবে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলার পরিণতি কি? মানুষ যে যতো শক্তিমানই হোক না কেন সে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর ক্ষমতা ও পাকড়াওর বাইরে যেতে পারবে না:

لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ● فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ● يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ● فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ●

অর্থ: আল্লাহর কর্তৃত্বের বাইরে তোমরা কোথাও যেতে পারবেনা। তাহলে (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে তোমরা করবে অস্বীকার? প্রতিরোধ করতে পারবেনা তোমাদের প্রতি পাঠানো আগুনের শিখা এবং ধোঁয়াপুঞ্জ, তাহলে তোমরা (হে জিন ও মানুষ) তোমাদের প্রভুর কোন্ দানকে করবে অস্বীকার? (সূরা ৫৫ আর রাহমান: আয়াত ৩৩- ৩৬)

আল্লাহর প্রভুত্বকে অমান্য করা, তাঁর বিধান লংঘন করা, আল্লাহর নির্দেশের নাফরমানি করা, তাঁর রসূলদের নাফরমানি করা আল্লাহ বরদাশত করেন না। এমন অপরাধীরা যতো বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, আল্লাহর শক্তি ও পাকড়াও থেকে তাদের রেহাই নেই:

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ● إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ● وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ●

অর্থ: আমাকে ছেড়ে দাও আর বিলাস সামগ্রির অধিকারী মিথ্যাবাদীদের। তবে, স্বল্পকালের জন্যে অবকাশ দাও তাদের। জেনে রাখো, আমার কাছে রয়েছে শিকল আর জাহিম (প্রজ্জ্বলিত আগুন)। আর রয়েছে গলায় আটকে যাওয়ার খাদ্য এবং বেদনাদায়ক আযাব। (আল কুরআন ৭৩: ১১- ১৩)

فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ●

অর্থ: ফলে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেন। তিনি অতি শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা। (সূরা ৪০ আল মুমিন/গাফির: আয়াত ২২)

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ● فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ●

অর্থ: আমরা তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি একজন রসূল তোমাদের জন্যে (সত্যের) সাক্ষী হিসেবে, যেমন পাঠিয়েছিলাম ফেরাউনের কাছে একজন রসূল। সে (ফেরাউন) অমান্য করেছিল সেই রসূলকে, ফলে আমরা তাকে পাকড়াও করেছিলাম কঠিন পাকড়াও। (সূরা ৭৩ মুযযাম্মিল: আয়াত ১৫- ১৬)

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ● أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ● وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ● تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ● فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ●

অর্থ: তুমি কি দেখোনি (হে মুহাম্মদ!) তোমার প্রভু হাতিওয়ালা বাহিনীর সাথে কী আচরণ করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? তিনি

তাদের উপর পাঠিয়েছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। তারা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর নিক্ষেপ করেছিল। এভাবে তিনি তাদের করে দিয়েছিলেন চিবানো ভূষির মতো।" (সূরা ১০৫ আল ফীল: আয়াত ১- ৫)

পক্ষান্তরে যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহর দাসত্ব কবুল করে তাঁর দাসত্ব ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করে, আল্লাহ তাঁর অসীম শক্তি ও কুদরাতে তাদেরকে সাহায্য করেন এবং তাদের বিজয় দান করেন। আর তাদের যারা বিরোধিতা করে তাদেরকে পরাজিত ও পর্যদুস্ত করেন। চতুর্দিক থেকে কাফিরদের সম্মিলিত বিরোধিতা ও জিঘাংসার মুখে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামরত রসূলুল্লাহ সা.- এর তখনকার ছোট্ট কাফেলাটি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ●

অর্থ: স্মরণ করো, তোমরা ছিলে কয়েকজন মাত্র। দেশে তোমাদের দুর্বল করে রাখা হয়েছিল। তোমরা আশংকা করছিলে লোকেরা তোমাদের ছোঁ মেরে ধরে ফেলবে। সে অবস্থা থেকে উদ্ধার করে আল্লাহ তোমাদের আশ্রয় দিয়েছেন, নিজ সাহায্যের মাধ্যমে তোমাদের শক্তিশালী করেছেন এবং উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে তোমরা শোকর আদায় করো। (সূরা ৮ আল আনফাল: আয়াত ২৬)

فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ●

অর্থ: তারপর আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আর মুমিনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। (সূরা ৩০ আর রূম: আয়াত ৪৭)

আল্লাহ তায়ালা যে মহাপরাক্রমশালী, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে যে কিছুই নেই, তাঁর নাফরমানি করলে তাঁর পাকড়াও থেকে কেউই রক্ষা পাবে না, যারা আন্তরিকভাবে তাঁর পথে কাজ করে তিনি যে তাদেরকে যে কোনো সঙ্গীন অবস্থায়ও সাহায্য করার ক্ষমতা রাখেন এবং এরূপ ঈমানদারদের বিরোধিতাকারীদেরকে যে তিনি শাস্তি প্রদান করেন, সম্রাটকে সর্বস্বহারা, সর্বস্বহারাকে সম্রাট, সম্মানিতকে লাঞ্ছিত, স্বচ্ছলকে অসচ্চল, অসচ্ছলকে স্বচ্ছল, সুদিনকে দুর্দিন, দুর্দিনকে সুদিন করার যে তিনি অসীম ও দুর্নিবার ক্ষমতা রাখেন, তাঁর এরূপ যাবতীয় গুণরাজির আলোকে তাঁর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও প্রত্যয় স্থাপন করতে হবে, পূর্ণাঙ্গ আস্থা ও ঈমান রাখতে হবে:

قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ●

অর্থ: (হে নবী!) বলো: হে আল্লাহ! সমস্ত কর্তৃত্বের মালিক তুমি। যাকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা দান করো এবং যার থেকে ইচ্ছা তুমি ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা তুমি ইয্যত দাও এবং যাকে ইচ্ছা লাঞ্ছিত করো। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয়ই তুমি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। (আল কুরআন ৩: ২৬)

৭. ঈমান বিল ক্বদর (তকদিরে বিশ্বাস)

বিখ্যাত হাদিসে জিবরিলে উল্লেখ হয়েছে, আগন্তুক জিবরিলের প্রশ্নের জবাবে রসূলুল্লাহ সা. ঈমানের পরিচয় দিয়ে বলেন: "(ঈমান হলো এই যে) তুমি ঈমান আনবে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর অবতীর্ণ কিতাব সমূহের প্রতি, প্রেরিত রসূলদের প্রতি, শেষদিনের প্রতি এবং ঈমান আনবে তকদিরের ভালো মন্দের প্রতি।"

তকদিরের প্রতি ঈমান আনা মূলত আল্লাহর প্রতি ঈমানের এক অপরিহার্য পর্যায় মাত্র।

'তকদিরকে বাংলায় বলা যায় অদৃষ্ট বা ভাগ্য। অর্থাৎ মানুষের জীবনে যা কিছুই সে লাভ করে, তা সুখের হোক কিংবা দুঃখের এবং দুনিয়াতে মানুষের জীবনে যা কিছুই সংঘটিত হয়, এ সবকিছুই পূর্ব থেকে আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে - এ কথার উপর ঈমান আনতে হবে। তকদির সম্পর্কে কুরআন বলে:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ●

অর্থ: পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের জীবনে যে বিপদ মসিবত আসে, তা সংঘটিত করার আগেই লিপিবদ্ধ থাকে, এটা আল্লাহর জন্যে খুবই সহজ। (সূরা ৫৭ আল হাদিদ: আয়াত ২২)

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চিন্তা ও মনের স্বাধীনতা দিয়েছেন। ভালো কিংবা মন্দ যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার মানুষের পূর্ণ ইখতিয়ার রয়েছে। (আর মূলত: এই সিদ্ধান্ত নিতে পারার স্বাধীনতার কারণেই মানুষকে পুরস্কার কিংবা শাস্তি ভোগ করতে হবে।) মানুষের সামনে হিদায়াত ও গোমরাহির পথও পরিষ্কার করে দেয়া আছে। সুতরাং মানুষের সামনে হিদায়াত ও গোমরাহির পথ পরিষ্কার করে দিয়ে তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ স্বাধীনতা দিলে সে কোন্টি গ্রহণ করবে প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে তার সৃষ্টির পূর্বে একথা জানা আল্লাহর পক্ষে মোটেও কঠিন কাজ নয়। তেমনি পৃথিবীতে ও মানুষের জীবনে কখন কি সংঘটিত হবে তাও আল্লাহ তাঁর খোদায়ি কুদরতে পূর্ব থেকে যা জানতেন তা-ই মানুষের তকদির। এসব কিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া সংঘটিত হতে পারে না: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا।

অর্থ: তিনিই সৃষ্টি করেছেন প্রতিটি জিনিস এবং প্রত্যেকের জন্যে নির্ধারণ করেছেন যথোপযুক্ত নির্ধারণ (তকদির)। (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ২)

قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ●

অর্থ: তিনি প্রতিটি বস্তুর জন্যে নির্ধারণ করেছেন পরিমাণ ও মাত্রা। (সূরা ৬৫ আল তালাক: আয়াত ৩)

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ: "যিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপাত নির্ধারণ করেছেন এবং পথ প্রদর্শন করেছেন।" (সূরা ৭৮ আল আ'লা: আয়াত ৩)

وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ●

অর্থ: এবং তাঁর কাছে প্রতিটি বস্তুর পরিণামই নির্ধারিত। (আল কুরআন ১৩: ৮)

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ●

অর্থ: আমরা প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছি পরিমাণ মাফিক। (সূরা ৫৪ ক্বামার: ৪৯)

"একবার রসূলুল্লাহ সা.- কে জনৈক সাহাবি জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল সা. আমরা দুঃখ ও ব্যথা দূর করার জন্যে যে ঝাড় ফুঁক ব্যবহার করে থাকি কিংবা যেসব ঔষধ- পত্র ব্যবহার করে থাকি, অথবা বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে যে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিয়ে থাকি, তা কি আল্লাহর নির্ধারিত তকদির বদলাতে পারে? রসূলুল্লাহ সা. জবাব দিলেন: এসব জিনিসও আল্লাহর নির্ধারিত (অর্থাৎ তকদির)।" (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

এ হাদিস দ্বারাও পরিষ্কার হলো, মানুষ যা কিছুই করবে বা তার জীবনে যা কিছু ঘটবে তা আল্লাহ পূর্ব থেকেই জানতেন আর এটাই মানুষের তকদির।

সুতরাং ঈমানের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে তকদিরের দোহাই পাড়ার প্রশ্ন উঠে না। কারণ তাই যদি হতো, তাহলে আল্লাহর আহকাম, নবীগণের কার্যসূচি, আল্লাহর কিতাব এবং পুরস্কার ও শাস্তির প্রতিশ্রুতি সবই নিরর্থক হতো।

হাদিসে বলা হয়েছে, তকদিরে অবিশ্বাসীকে কিয়ামতের দিন কোনো কিছুর বিনিময়েই কবুল করা হবে না এবং তাকে জাহান্নামে যেতেই হবে।

০৮. এ অধ্যায়ের সারকথা

এক নজরে আলোচিত অধ্যায় নিম্নরূপ:

০১. আল্লাহর প্রতি ঈমান হলো বুনিয়াদি ঈমান।

০২. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা মানে আল্লাহর সঠিক ও সুস্পষ্ট পরিচয় অবগত হয়ে তাঁর প্রতি প্রত্যয়ী ও নির্ভরশীল হওয়া এবং বাস্তব জীবনে এ প্রত্যয়ের প্রতিফলন ঘটানো।

০৩. আল্লাহর সঠিক পরিচয় ও তাঁর প্রতি নির্ভেজাল ঈমানের জন্য আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণরাজি, তাঁর ক্ষমতা, অধিকার ও একত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হবে।

০৪. গোটা সৃষ্টি এবং সৃষ্টির আবর্তন ও বিবর্তনের মধ্যে আল্লাহর অস্তিত্বের যুক্তি ও প্রমাণ রয়েছে।

০৫. আল্লাহর জাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার পর প্রত্যেক মুসলিমকে আল্লাহর প্রভুত্বের গুণাবলি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে।

০৬. কুরআন মজিদ ও হাদিসে আল্লাহর বহু গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে, এগুলো সকলেরই জানা থাকা দরকার, এগুলো আয়ত্তে রাখা দরকার এবং এগুলোর দাবি অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করা দরকার।

০৭. কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহর গুণবাচক নাম সমূহের ব্যাখ্যা।

০৮. নিরংকুশ ভাবে আল্লাহর হুকুমসমূহ মেনে নিয়ে তাঁর গোলাম হয়ে যাওয়াটাই হলো মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার।

০৯. কোনো কিছুই আল্লাহর শক্তির বাইরে নেই। অতি শক্তিশালী সৃষ্টি ও তাঁর নিকট অসহায় ও দুর্বল। মুমিনদের তিনি তাঁর অসীম শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা যে কোনো সংকটময় অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। তিনি তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

১০. তকদিরের প্রতি ঈমান আনা আল্লাহর প্রতি ঈমানেরই অপরিহার্য অংশ।

❖ ❖ ❖

৪. তাওহিদ (আল্লাহর একত্ব)

১. আল্লাহর একত্বের সুস্পষ্ট জ্ঞানার্জন জরুরি

তাওহিদ মানে আল্লাহর একত্ব বা এককত্ব। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালাকে এক বলে জানা, এক বলে স্বীকার করা এবং কেবলমাত্র এক আল্লাহর আনুগত্য দাসত্ব ও উপাসনা করা। আল্লাহ তাঁর অস্তিত্ব ও গুণাবলিতে সম্পূর্ণ এক ও একক। তাঁর সত্তা সম্পূর্ণ অবিভাজ্য ও অখন্ডণীয়। তাঁর গুণরাজি সম্পূর্ণ পুত-পবিত্র এবং শুধুমাত্র তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট। তিনি এক ও অনন্য। কারো সাথে তাঁর কোনো আত্মীয়তা নেই। নেই কারো সাথে তাঁর কোনো রক্তের বন্ধন। নেই কেউ তাঁর সমকক্ষ। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে কারো সামান্যতম অংশীদারিত্বও নেই। তাঁর উপর প্রভাব খাটাতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই:

قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ • اللّٰهُ الصَّمَدُ • لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ • وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ •

অর্থ: (হে নবী!) বলে দাও: তিনি আল্লাহ, তিনি এক ও একক। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ, মুখাপেক্ষাহীন। তিনি জন্ম দেন না এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। কেউ নেই তাঁর সমকক্ষ- সমতুল্য। (সূরা ১১২ আল ইখলাস: আয়াত ১- ৪)

ইসলামের শাহাদাহর কালেমাই তাওহিদের মর্মবাণী: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অর্থাৎ যে মহান সত্তা আল্লাহ নামে পরিচিত তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আরো একটু পরিষ্কার করে বললে এই শাহাদাহর অর্থ এই দাঁড়ায়, উলূহিয়াতকে বিশ্ব প্রকৃতির সমস্ত কিছু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে একটা অবিভাজ্য সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত আবেগ- অনূভূতি, ধ্যান- ধারণা, চিন্তা- কল্পনা, আকিদা- বিশ্বাস, ইবাদত- আনুগত্য এবং প্রশংসা, গুণাবলি, শক্তি- ক্ষমতা ও অধিকারকে কেবলমাত্র সেই একক সত্তার সংগে সম্পর্কযুক্ত করে দিতে হবে। এ শাশ্বত শাহাদাহর কালেমায় তিনটি মৌলিক ধারণা পেশ করা হয়েছে।

১. উলূহিয়াত বা আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা, ২. উলূহিয়াতের ব্যাপারে সমস্ত বস্তুনিচয়ের প্রতি অস্বীকৃতি, ৩. কেবলমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে স্বীকার করা। কুরআন মজিদে আল্লাহর সত্তা, গুণরাজি, ক্ষমতা, অধিকার এবং তাওহিদ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে তার সার নির্যাস হচ্ছে এ শাহাদাহ্।

আবুল আ'লা মওদূদী রহ. তার ইসলাম পরিচিতি (দীনিয়াত) নামক গ্রন্থে কালেমা তাইয়েবার ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন:

এক: সবার আগে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর ধারণা। এ সীমাহীন বিশ্ব প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এর আদি ব্যবস্থাপনা ও অনন্ত সম্পর্কে

ভাবতে গিয়ে আমাদের মন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এক অজানাযুগ থেকে শুরু হয়েছে এর গতি এবং এক অজানা যুগের দিকে চলছে এগিয়ে। এর ভেতরে রয়েছে সীমা সংখ্যাহীন অনন্ত সৃষ্টি এবং আরো পয়দা হয়ে চলেছে। এর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এমন বিস্ময়কর যে, তা উপলব্ধি করতে গিয়ে মানুষ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ছে। এ বিপুল বিশ্বের প্রভুত্ব কেবল তাঁরই পক্ষে সম্ভব যিনি বে- নিয়ায, অন্য নিরপেক্ষ, আত্মনির্ভরশীল ও চিরজীবি। যিনি চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। যিনি একচ্ছত্র শাসক এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান। যার জ্ঞান সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, যার রহমত ও অনুগ্রহ সবার জন্যে প্রসারিত যার শক্তি সবার উপর বিজয়ী। যার হিকমত ও বুদ্ধিমত্তায় কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি নেই। যার আদল ও ইনসাফে যুল্মের চিহ্ন মাত্র নেই। যিনি জীবনদাতা এবং জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারী। যিনি ভালো মন্দ এবং লাভ ক্ষতির তাবৎ শক্তির অধিকারী। যার অনুগ্রহ ও হিফাযতের সবাই মুখাপেক্ষী। যার দিকে সৃষ্টিবস্তু প্রত্যাবর্তনশীল। যিনি স্বাধীন সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। যাঁর কাছে কোনো কিছুই গোপন নেই। যার হুকুম কেউ এবং কোনো কিছুই অমান্য করতে পারে না। যিনি সকল অভাব, ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

দুই: প্রভুত্বের এ সমস্ত গুণ কেবল একটি মাত্র সত্তার জন্যে নির্দিষ্ট হওয়াই অপরিহার্য। একাধিক সত্তার মধ্যে এসব গুণের অস্তিত্ব সমভাবে থাকা অসম্ভব। কারণ সবার উপর বিজয়ী সার্বভৌম শক্তি কেবল একজনই হতে পারেন। এসব গুণ ভাগাভাগি করে বহু খোদার মধ্যে বন্টন করে নেয়াও তেমনি অসম্ভব। কারণ এক খোদা যদি হন সর্বশক্তির অধিকারী, অপর খোদা সর্বজ্ঞ, অপর একজন হন জীবিকা দানকারী। তাহলে প্রত্যেক খোদাকে হতে হয় অপরের মুখাপেক্ষী আর তাদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা না থাকলে মুহূর্তে এ সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। এ- ও সম্ভব হতে পারে না যে, এসব গুণরাজি একজন থেকে আরেকজনের কাছে চলে যাবে। অর্থাৎ এর কোনো গুণ কখনো থাকবে এক খোদার মধ্যে আবার কখনো থাকবে অন্য খোদার মধ্যে। কেননা যে খোদা নিজেকে জীবন্ত রাখার ক্ষমতার অধিকারী নয়, সারা সৃষ্টিকে জীবন দান করা তার পক্ষে অসম্ভব। যে খোদা নিজের খোদায়ি সংরক্ষণ করতে পারে না, এতবড় বিরাট সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব চালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

সুতরাং যতো বেশি করে জ্ঞানের দীপ্তি লাভ করা যাবে, আপনার মনে ততো বেশি প্রত্যয় জন্মাবে, কেবলমাত্র একই সত্তার মধ্যে প্রভুত্বের সমস্ত গুণরাজির সমাবেশ হওয়া অপরিহার্য।

তিন: প্রভুত্বের পরিপূর্ণ ও নির্ভুল ধারণাকে দৃষ্টির সামনে রেখে সকল সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে। যতোসব জিনিস দৃষ্টি পথে আসে, যা কিছু কোনো না কোনো মাধ্যম ছাড়া উপলব্ধি করা যায়, যা কিছু জ্ঞানের পরিধির মধ্যে আসে, তার কোনো কিছুর মধ্যেই এসব গুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশ্ব প্রকৃতির সবকিছু অপরের মুখাপেক্ষী এবং অপর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তারা জন্মে, পরিবর্তিত হয়, মরে ও বাঁচে। কোনো কিছু এক অপরিবর্তিত অবস্থায় স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না। কারুরই নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী কিছু করার ক্ষমতা নেই। সর্বোপরি যে আইন বলবৎ রয়েছে, তার চুল পরিমাণ বতিক্রম করার ক্ষমতা কারুর নেই। তাদের অবস্থা থেকে সত্যি প্রমাণিত হয়, তাদের মধ্যে কেউ ইলাহ নয়। কারুর মধ্যে আল্লাহ হবার সামান্যতম দ্যুতিও দেখা যায় না। তাঁর কার্যকলাপের মধ্যে কারুর বিন্দুমাত্র দখল নেই। এই হচ্ছে কালেমার প্রথমার্ধ 'লা ইলাহা'র অর্থ।

চার: বিশ্ব জগতের সকল কিছুর খোদায়ি অস্বীকার করার পর একথার অংগিকার করতে হবে: সর্বোপরি রয়েছেন আর এক স্বতন্ত্র সত্তা। কেবলমাত্র তিনিই হচ্ছেন সকল খোদায়ি গুণরাজির অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। এ হচ্ছে 'ইল্লাল্লাহ্'র অর্থ।

কালেমা শাহাদাহর ব্যাখ্যা থেকে আমাদের নিকট একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, ঈমান বিল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হচ্ছে: উলূহিয়াতের গুণরাজিতে তিনি সম্পূর্ণ এক ও একক। কেউ এবং কিছুই তার সাথে শরিক নেই - এ কথার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করতে হবে। এ পর্যায়ে এতোটা সুস্পষ্ট ও যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে হবে যেনো ব্যক্তির অন্তর পরিপূর্ণ প্রশান্তি ও প্রত্যয় লাভ করতে পারে।

২. তাওহিদ ও শিরক

তাওহিদের বিপরীত হচ্ছে শিরক। শিরক হলো আল্লাহর সাথে অংশিদার মানা, আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণরাজিতে কাউকে শরিক করে নেয়া। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ বিভিন্নভাবে আল্লাহর প্রভুত্বে শরিক বানিয়েছে। মানুষ কখনো একাধিক ইলাহ বানিয়েছে। কখনো তাঁর স্ত্রী, কন্যা, পুত্র এবং আত্মীয় স্বজন বানিয়েছে। কখনো তাঁর প্রভুত্বকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করেছে। এজন্যে বিভিন্ন দেবতা ও উপদেবতার বিরাট ফিরিস্তি বানিয়েছে। কখনো বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি ও বস্তুতে খোদা বানিয়েছে। কখনো নিজেদের হাতে খোদার মূর্তি তৈরি করেছে। কখনো বিভিন্ন শক্তিশালী মানুষকে খোদার মর্যাদা দেয়া হয়েছে। কখনো মানুষ আত্মার দাসত্ব করেছে, কখনো শয়তানের। কখনো সমাজ ব্যবস্থার গোলামি করছে, কখনো শাসক গোষ্ঠীর। এমনি করে মানুষ অন্ধ বিশ্বাস, ধারণা, অনুমান ও স্বার্থের বশবর্তি হয়ে আল্লাহর এক ও একক সত্তার সঙ্গে শরিক বানিয়ে আসছে।

৩. শিরক প্রবেশের পথ

আমরা আগেই আলোচনা করে এসেছি, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, তাঁর জাত, সিফাত, অধিকার ও ক্ষমতার প্রতি ঈমান আনা। মূলত শিরক প্রবেশের পথও হচ্ছে এগুলোই। (অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করাই হচ্ছে আল্লাহর জাতের সংগে শরিক করা। ঠিক এমনিভাবে মানুষ শিরক করে থাকে আল্লাহর সিফাত, অধিকার ও ক্ষমতার সাথে। শিরকের এসব কয়টি প্রবেশ পথই বন্ধ করা ঈমানের অপরিহার্য শর্ত।

৪. শিরক এক বিরাট জুলুম

আল্লাহর নিরংকুশ সত্তা ও তাঁর অবিভাজ্য উলুহিয়্যাতের গুণাবলির সঙ্গে মানুষ যে শিরক করে আসছে, এ হচ্ছে এক বিরাট যুলুম, জঘন্য অন্যায় ও অবিচার:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ●

অর্থ: স্মরণ করো, লুকমান তার ছেলেকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিল: হে আমার পুত্র! শিরক করোনা আল্লাহর সাথে। কারণ, শিরক তো নি:সন্দেহে একটা বিরাট যুলুম। (সূরা ৩১ লুকমান: আয়াত ১৩)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ●

অর্থ: আল্লাহর সাথে শিরক করা হলে (সে পাপ) আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্য পাপসমূহ যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেবেন। যে আল্লাহর সাথে শিরক করে, সে তো উদ্ভাবন করে নেয় এক মহাপাপ। (সূরা ৪ আন নিসা: আয়াত ৪৮)

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ●

অর্থ: যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ্ ডাকে, এ বিষয়ে তার কাছে কোনো প্রমাণপত্র নেই। তার হিসাব হবে তার প্রভুর কাছে। কাফিররা কখনো সফলতা অর্জন করেনা। (সূরা ২৩ আল মুমিনুল: আয়াত ১১৭)

৫. কুরআনের তাওহিদের যুক্তি ও শিরকের প্রতিবাদ

গোটা কুরআন মজিদের সর্বত্র শিরকের প্রতিবাদ করা হয়েছে। নিরংকুশভাবে নির্ভেজাল তাওহিদি বিশ্বাস, ধ্যানধারণা ও দৃষ্টিভংগি পোষণের আহবান জানানো হয়েছে। কুরআন মজিদে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর সাথে শরিক করার প্রতিবাদ করে সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণ পেশ করার মাধ্যমে বলা হয়েছে:

"মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই আছে সবাই তাঁর। তাঁর কাছে যারা (যেসব ফেরশতা) রয়েছে তারা তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের ব্যাপারে অহংকার করেনা এবং ক্লান্তিও বোধ করেনা। তারা তাঁর তসবিহ করে, রাতদিন। কোনো প্রকার বিরাম ও শৈথিল্য তাদের নেই। ওরা মাটি দিয়ে যেসব ইলাহ্ (মূর্তি ও ভাস্কর্য দেবতা) বানিয়েছে, সেগুলো কি মৃতকে জীবিত করতে পারে? যদি মহাকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অনেক ইলাহ্ থাকতো তাহলে উভয়টাই ধ্বংস হয়ে যেতো। সুতরাং তাদের আরোপিত এসব অপবাদ থেকে আরশের মালিক আল্লাহ অনেক উর্ধ্বে, মহান ও পবিত্র। তাঁর কর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবেনা (প্রশ্ন করার কেউ নেই), অথচ তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা কি তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে ইলাহ্ গ্রহণ করেছে? হে নবী! বলো: "(তাদের ইলাহ্ হবার) প্রমাণ উপস্থিত করো। এটা (আল্লাহর বাণী) উপদেশ যারা আমার কালে আছে তাদের জন্যে এবং উপদেশ তাদের জন্যে যারা ছিলো আমার আগে।" বরং তাদের অধিকাংশই জানেনা প্রকৃত সত্য। ফলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। তোমার আগে আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি, তার কাছে এই অহি করেছি যে: 'অবশ্যি কোনো ইলাহ্ নেই আমি ছাড়া, সুতরাং তোমরা কেবল আমারই ইবাদত করো।' তারা বলে: 'রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন।' সুবহানাল্লাহ, তিনি এ থেকে পবিত্র মহান। তারা (ফেরেশতারা) তো তাঁর সম্মানিত দাস। তারা তাঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেনা। তারা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। তিনি তাদের সামনের ও পেছনের সবকিছু অবগত! তারা শাফায়াত করবে না, তবে আল্লাহ যাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। আর তারা সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে তাঁর ভয়ে। তাদের কেউ যদি বলে: 'আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ্।' আমাদের কাছে তার দণ্ড হলো জাহান্নাম। যালিমদের আমরা এই রকম দণ্ডই দিয়ে থাকি।" (সূরা ২১ আল আম্বিয়া: আয়াত ১৯- ২৯)

مَا اتَّخَذَ اللّٰهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـٰهٍ، إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُونَ ● عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ●

অর্থ: আল্লাহ কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর সাথে আর কোনো ইলাহ্ও নেই। যদি থাকতোই, তবে তো প্রত্যেক ইলাহ্ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে আলাদা হয়ে যেতো এবং তারা একে অপরের উপর প্রাধান্য বিস্তারে উঠে পড়ে লাগতো। তারা যা আরোপ করে, তা থেকে আল্লাহ সম্পূর্ণ পবিত্র ও মহান। তিনি গায়েবের জ্ঞানী এবং দৃশ্যেরও। তারা তাঁর সাথে যা শরিক করে তিনি তা থেকে অনেক উপরে। (সূরা ২৩ আল মুমিনুন: আয়াত ৯১- ৯২)

قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ●

অর্থ: বলো: তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকো, আল্লাহ আমার কোনো অনিষ্ট করতে চাইলে, তারা কি আমার সেই অনিষ্ট দূর করে দিতে পারবে? অথবা তিনি যদি আমার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করতে চান, তারা কি সেই অনুগ্রহ প্রতিরোধ করতে পারবে? বলো: আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট, তাওয়াক্কুলকারীরা তাঁর উপরই তাওয়াক্কুল করে। (সূরা ৩৯ আয্ যুমার: আয়াত ৩৮)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ● ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ●

অর্থ: তুমি কি দেখোনা, আল্লাহ রাতকে দিনের এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং তিনি সূর্য আর চাঁদকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে রেখেছেন? প্রত্যেকেই চলছে একটি নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত। আর তোমরা যা আমল করো, আল্লাহ তার খবর রাখেন। এগুলো (প্রমাণ করে যে) আল্লাহ মহাসত্য এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকে তারা মিথ্যা। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব উঁচু, অতীব মহান। (আল কুরআন ৩১: ২৯- ৩০)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

অর্থ: হে মানবজাতি! তোমরা ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব ও উপাসনা) করো তোমাদের রবের, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের পূর্বের লোকদেরও। এভাবেই তোমরা রক্ষা পেতে পারো। (তিনি তোমাদের সেই মহান রব) যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বানিয়ে দিয়েছেন ফরশ (বিছানা) আর আকাশকে বানিয়েছেন ছাদ এবং তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন আর তার সাহায্যে উৎপন্ন করেছেন নানা রকম ফলফলারি, যা তোমাদের জন্যে রিযিক (জীবিকা)। সুতরাং তোমরা আল্লাহর জন্যে কাউকেও প্রতিপক্ষ (সমকক্ষ) সাব্যস্ত করোনা। কারণ, তোমরা তো জানো (তিনি এক এবং একক)। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ২১- ২২)

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۘ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ●

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ একমাত্র ইলাহ্। তাঁর সন্তান থাকবে- এমন বিষয় থেকে তিনি পবিত্র। মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তো তাঁর। উকিল হিসেবে আল্লাহই কাফী (যথেষ্ট)।" (আল কুরআন ৪: ১৭১)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ●

অর্থ: তারা আল্লাহ এবং জিনদের মাঝেও আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থির করে। অথচ জিনরা জানে, অবশ্যি তাদেরকে হাজির করা হবে বিচারের জন্যে। (আল কুরআন ৩৭: ১৫৮)

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ●

অর্থ: কিন্তু তারা তাঁর দাসদের মধ্য থেকে তাঁর অংশ (অংশীদার) সাব্যস্ত করে নিয়েছে। মানুষ একেবারেই সুস্পষ্ট অকৃতজ্ঞ। (আল কুরআন ৪৩: ১৫)

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ●

অর্থ: তিনি তো মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীর স্রষ্টা। কী করে থাকতে পারে তাঁর সন্তান? তাঁর তো স্ত্রীও থাকতে পারেনা। কারণ, সব কিছু তো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি বিষয়ে তিনি জ্ঞাত। (আল কুরআন ৬: ১০১)

কুরআন মজিদে এতদসংক্রান্ত অনেক আয়াত রয়েছে। আসমান ও যমিন এবং এতদোভয়ের মাঝখানে যা কিছু আছে এসব কিছুর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে মানুষ যদি চিন্তা করে তাহলে স্বতঃই মানুষের মন এক লা- শারীক আল্লাহর প্রতি আস্থাশীল ও নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। কারণ বিশ্ব নিখিলের সুশৃংখল পরিচালনা ও প্রতিটি সৃষ্টির রহস্য কলাকৌশলই মানুষের সামনে তাওহিদের অনির্বাণ সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ● وَفِي أَنفُسِكُمْ، أَفَلَا تُبْصِرُونَ ●

অর্থ: পৃথিবীতেই রয়েছে নিদর্শন বিশ্বাসীদের জন্যে, আর তোমাদের নিজেদের মধ্যেও। তোমরা কি ভেবে দেখবে না? (সূরা ৫১ আয যারিয়াত: ২০- ২১)

৬. আজকের মুসলিম উম্মাহর ঈমানের অস্থিতন্ত্রে শিরক

বর্তমান মুসলিম উম্মাহ ঈমানের দিক থেকে খুবই শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছে। মুসলিম উম্মাহর রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে আজ শিরক। শিরক এখন মুসলিম সমাজের ঈমানের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। যে দিকে তাকাই শুধু শিরক

ছড়িয়ে আছে। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বত্র শিরকের ছড়াছড়ি। একদিকে ঈমানের দাবি অন্যদিকে নির্ভেজাল তাওহিদের সাথে শিরকের মিশ্রণ ঘটিয়ে মুসলিম উম্মাহ আজ ঘুণে খাওয়া খুটির মতো ধ্বংসোম্মুখ হয়ে আছে। আল্লাহর সত্তার সাথে যদিও আমরা শিরক করছিনে, কিন্তু তাঁর গুণরাজির সাথে আমরা করছি বিশ্বাসঘাতকতা। একবার আল্লাহর সিফাতসমূহ বা তাঁর খোদায়ি গুণরাজিকে সম্মুখে আনুন। গভীরভাবে এগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। এগুলোর মর্ম উপলব্ধি করুন। এরপর আমাদের সার্বিক জীবনে এগুলোর যথার্থ বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করুন। এভাবে দেখতে গেলে, অবশ্যি দেখবেন, আমাদের শিরায় শিরায় শিরক প্রবহমান। আমরা কেউ আত্মপূজায় লিপ্ত হয়েছি, কেউ মৃত আত্মার পূজায় লিপ্ত হয়েছি। কেউ সমাজ পূজায় লিপ্ত হয়েছি। কেউ ক্ষমতা পূজায় লিপ্ত হয়েছি, কেউ জনগণের পূজায় লিপ্ত হয়েছি। কেউ সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে অন্যত্র ন্যস্ত করছি। আবার কেউ রসম রেওয়াজের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছি। কেউ জাতি পূজায় লিপ্ত হয়েছি। কেউ মিনার পূজায় লিপ্ত হয়েছি। আবার কেউ নিজেদেরকে প্রভুত্বের আসনে বসিয়ে দিয়েছি।

কুরআন ও সুন্নাহর কাঠগড়ায় আমাদের দাঁড় করিয়ে দিলে দেখা যাবে, আমাদের জীবনে শিরকের প্রভাব কতো ব্যাপক। যে সমস্ত জিনিস শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত, সে সব ব্যাপারে অন্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া, অন্যের আনুগত্য করা, অন্যের নিকট চাওয়া এবং সেগুলো অন্যের প্রতি আরোপ করাই হচ্ছে শিরক। আর এসব জিনিস ব্যাপক। এ ব্যাপারে সঠিক অধ্যয়ন করা উচিত। তা না হলে শিরক নামক এ অমার্জিত পাপের অধিকারী হয়ে পড়ার ভয় খুবই বেশি। সতর্ক হওয়ার জন্যে মুসলিম সমাজে প্রচলিত কিছু শিরকের উদাহরণ তুলে ধরছি।

১. প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব কেবলমাত্র আল্লাহর। আইন ও বিধান রচনার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। এসব ব্যাপারে মুসলিমদের অন্য কারো অধিকার স্বীকার করাই হচ্ছে আল্লাহর সাথে তাকে অংশিদার মানা:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ، أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ●

অর্থ: আল্লাহর ছাড়া আর কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন: তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব ও উপাসনা) করোনা। এটাই জীবন যাপনের সরল সঠিক পথ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বিষয়টি জানেনা। (আল কুরআন ১২: আয়াত ৪০)

يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ، قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ للّٰهِ ●

অর্থ: তারা বলে: আমাদের কি (ক্ষমতায়) কোনো অধিকার আছে? (হে নবী!) তাদের বলো: হুকুম দানের ক্ষমতা পুরোটাই আল্লাহর। (আল কুরআন ৩: ১৫৪)

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ● .....فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ● .....هُمُ الْفَاسِقُونَ ●

অর্থ: যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা, তারা কাফির। .....তারা যালিম। .....তারা ফাসিক। (আল কুরআন ৫: ৪৪- ৪৫ ও ৪৭)

এই মানদন্ডে মুসলিম উম্মাহর সমাজ ও রাষ্ট্রসমূহকে দেখুন। দেখবেন আল্লাহর প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব, নির্দেশ দান এবং আইন ও বিধান রচনার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়ে গেছে।

২. দাসত্ব, ইবাদত- বন্দেগি, পূজা- উপাসনা এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কিছু শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত:

فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ●

অর্থ: যে কেউ তার প্রভুর সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে, সে যেনো আমলে সালেহ্ করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকেও শরিক না করে। (আল কুরআন ১৮: ১১০)

أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ●

অর্থ: তিনি নির্দেশ দিয়েছেন: তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব ও উপাসনা) করোনা। (আল কুরআন ১২: ৪০)

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ●

অর্থ: তোমরা সবাই এক আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করোনা। (আল কুরআন ৪: ৩৬)

إِيَّاكَ نَعْبُدُ ●

"আমরা শুধুই তোমারই আনুগত্য, দাসত্ব ও উপাসনা করি।" (আল কুরআন ১: ৫)

এ ব্যাপারে কুরআনে আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে। এসব আয়াতের আলোকে আমাদের বাস্তব যিন্দেগিকে যাচাই করে দেখতে হবে, সত্যিই কি আমরা আল্লাহর একক দাস হতে পেরেছি? কিন্তু অতিব দুঃখের বিষয় ইবাদতের ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজে অনেক অংশিদারিত্ব জন্ম নিয়েছে।

৩. দেখুন, হাদিসে বলা হয়েছে: اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

অর্থাৎ দোয়া হচ্ছে মুখ্য ইবাদত। দোয়া মানে ডাকা বা আহবান করা, ফরিয়াদ করা, প্রার্থনা করা। আর কুরআনে মজিদে বলা হয়েছে:

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ●

অর্থ: যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ্ ডাকে, এ বিষয়ে তার কাছে কোনো সত্যায়নপত্র নেই। তার হিসাব হবে তার প্রভুর কাছে। কাফিররা কখনো সফলতা অর্জন করেনা। (আল কুরআন ২৩: ১১৭)

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ ●

অর্থ: সত্যের দাওয়াত তাঁরই জন্যে (তাঁরই দিকে) হবে। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদের ডাকে, তারা তাদের ডাকে কিছুমাত্র সাড়া দেয়না। (আল কুরআন ১৩: ১৪)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ●

অর্থ: মসজিদসমূহ আল্লাহর, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকেও ডেকোনা। (সূরা ৭২ জিন: আয়াত ১৮)

এসব আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো, দোয়া- প্রার্থনা হচ্ছে ইবাদত। আর দোয়া প্রার্থনা শুধু আল্লাহরই জন্যে নিবেদিত হতে হবে। শুধুমাত্র আল্লাহকেই ডাকতে হবে, শুধু তাঁকেই আহবান করতে হবে। কিন্তু আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র কি? মৃত বুযুর্গদের ডাকা আমাদের ইবাদতের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও দোয়ার বিচিত্র গতি প্রকৃতি মুসলিম সমাজকে শিরকের অতল গহবরে ডুবিয়ে দিয়েছে। দোয়া কিভাবে করতে হবে কুরআন ও হাদিসে তার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। সেগুলোর উপর আমলই যথেষ্ট।[১]

০৪. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক। মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য চাওয়া শিরক। (শুধুমাত্র জীবিত ব্যক্তির আয়ত্তাধীন জিনিস, যেসব নিয়ামত আল্লাহ তাকে দান করেছেন সেসব জিনিসের ব্যাপারে তার সাহায্য চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তার উপর এবং তার সাহায্যের উপর কোনো অবস্থাতেই নির্ভর করা যাবে না):

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ●

অর্থ: আমরা শুধু তোমারই দাসত্ব করি আর শুধুমাত্র তোমারই নিকট সাহায্য চাই। (সূরা ১ আল ফাতিহা: আয়াত ৫)

---

১. কুরআনের সবগুলো দোয়া জানার জন্যে গ্রন্থকারের 'আল কুরআনের দোয়া' গ্রন্থটি দেখুন।

যারা মৃত পীর, আওলিয়া, দরবেশ, কুতুব ও মৃত বুযুর্গদের কাছে সাহায্য চায় তাদের সর্বযুগে একই কথা ছিলো:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ●

অর্থ: যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদেরকে অলি হিসেবে গ্রহণ করেছে, তারা বলে: আমরা তো তাদের ইবাদত করি কেবল এ জন্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছে দেবে। (সূরা ৩৯ আয্ যুমার: আয়াত ৩)

وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ●

"তারা বলে: এরা আল্লাহর কাছে আমাদের শাফায়াতকারী।" (আল কুরআন ১০: ১৮)

এবার এর আলোকে আমাদের সমাজকে যাচাই বাছাই করে দেখুন আমরা কোথায় অবস্থান করছি?

০৫. আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করা যাবে না, শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়েই ভীত হতে হবে:

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ●

অর্থ: কখনো তাদের ভয় করোনা। মুমিন হয়ে থাকলে তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১৭৫)

০৬. তাওয়াক্কুল, ভরসা বা নির্ভর শুধু আল্লাহর উপর করতে হবে। তা না হলে ঈমানের রাজপথে শিরক প্রবেশ করবে:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ●

অর্থ: আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। (সূরা ৫ আল মায়েদা: আয়াত ২৩)

০৭. নযর, মান্নত, কুরবানি, যবেহ শুধুমাত্র আল্লাহর নামে হতে হবে। অন্য কারো নামে হলেই শিরক হয়ে যাবে:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ● لَا شَرِيكَ لَهُ ●

অর্থ: বলো: আমার সালাত, আমার ইবাদত, আমার জীবন এবং আমার মৃত্যু আল্লাহ রাববুল আলামিনের জন্যে। তাঁর কোনো শরিক নেই। (সূরা ৬ আল আন'আম: আয়াত ১৬২- ১৬৩)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ "সুতরাং তুমি সালাত আদায় করো এবং কুরবানি করো কেবল তোমার প্রভুর উদ্দেশ্যে।" (সূরা ১০৮ আল কাউসার: আয়াত ২)

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ●

অর্থ: স্মরণ করো, ইমরানের স্ত্রী বলেছিল: 'আমার প্রভু! আমার গর্ভে যা (যে সন্তান) আছে, তাকে একান্তভাবে তোমার জন্যে মানত করলাম। সুতরাং তুমি আমার পক্ষ থেকে তাকে কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি সব শুনো, সব জানো। (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ৩৫)

হাদিসে বলা হয়েছে: لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ "আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যে যবেহ করে, তার প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন।"

কিন্তু, আমাদের সমাজের চিত্র কি? দরগাহের উদ্দেশ্যে, মৃত ও জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বহু মুসলমান আজ মান্নত পেশ করে, এমনকি যবেহ করে অন্যের নামে। রাস্তা ঘাটে বহু গরু- ছাগল পাওয়া যাবে যা মৃত ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করে দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তির ওরশে অসংখ্য পশু উৎসর্গ করা হয়। দরগাহের নামে মান্নত করা হয়। টাকা পয়সা দেয়া হয়। এগুলো কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন। শিরক কিভাবে অনুপ্রবেশ করেছে আমাদের সমাজে। এসব কিছু দেখে শুনে মনে হয়, আল্লাহর গুণাবলি ও ক্ষমতা সম্পর্কে আমরা যেনো মোটেই ওয়াকিফহাল নই।

আল্লাহর সমস্ত সিফাতই আমাদের সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অপরিহার্য। এসব গুণরাজি ও সিফাতসমূহের হক সঠিকভাবে আদায় করতে না পারলে, এরি ভেতর দিয়ে শিরক প্রবেশ করবে আমাদের জীবনে। দেখুন আল্লাহর গুণরাজির মধ্যে রয়েছে: তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন ও দেখেন। এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি কোনো পাপ বা অপরাধমূলক কাজ এ জন্যে প্রকাশ্যে না করে যে লোকে তা যদি দেখে বা জানে, তাহলে তিনি লজ্জিত হবেন, অথবা অপদস্থ হবেন অথবা শাস্তি পাবেন। কিন্তু কাজটা তিনি গোপনে করলেন বা করেন। তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর কতোগুলো সিফাতের সাথে শিরক করলেন তা কি চিন্তা করে দেখেছেন। আল্লাহ যে গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু দেখেন ও জানেন, আল্লাহ যে তার প্রতিটি কাজের হিসাব গ্রহণ করবেন, পাপের শাস্তি যে আল্লাহ তাকে দেবেন। পাপ ও অন্যায় করা যে আল্লাহর নিষেধ করা কাজ এবং তা যে তার নিজের আত্মারই গোলামি করা মাত্র এবং আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে যে ভয় করা যায় না এসব ব্যাপারে সে ব্যক্তি শিরকে লিপ্ত হলো।

সুতরাং মহান আল্লাহর যাত ও সিফাতসমূহের উপর, তাঁর প্রভুত্বের উপর আমাদের যে ঈমান, তা যেনো নিরংকুশভাবে তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

তা যেনো পুরোপুরি তাওহিদ ভিত্তিক হয়ে যায়; কোনো অবস্থাতেই শিরকের ছোঁয়া তাতে না লাগে- এ ব্যাপারে আমাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। আল্লাহর সঠিক পরিচয় আমাদেরকে জ্ঞাত হতে হবে এবং এই তাওহিদি ঈমানের ভিত্তিতে আমাদের আমলসমূহকে পরিপূর্ণ দুরস্ত করে নিতে হবে:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ ۖ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا ●

অর্থ: আর বলো: "সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি সন্তান গ্রহণ করেন না। তাঁর কর্তৃত্বে কেউ অংশীদারও নেই। তাঁর কোনো অসহায়ত্বও নেই যে, তাঁর কোনো অলির প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহানত্ব ঘোষণা করো।" (আল্লাহু আকবার)। (আল কুরআন ১৭: ১১১)

৭. কুরআনে তাওহিদের ঘোষণা

কুরআন মজিদ তাওহিদের ঘোষণায় ভরপুর। শিরকের উৎখাত ও তাওহিদের প্রতিষ্ঠার জন্যেই রসূল সা.- এর আগমন ঘটে ও কিতাব অবতীর্ণ হয়। তাই কুরআন মজিদের সর্বত্রই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে এক লা- শারীক আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করা হয়েছে। পাঠকবৃন্দের সব সময় যিকর ও স্মরণ করার জন্যে কতিপয় তাওহিদের ঘোষণা নিম্নে প্রদত্ত হলো। এগুলি আপনি অধ্যয়ন করুন। এগুলোর মর্ম উপলব্ধি করুন এবং সব সময় এগুলো পাঠ করুন। এগুলোর পাঠ আপনার ঈমানকে দৃঢ়তা দান করবে:

وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ●

অর্থ: তোমাদের ইলাহ্ এক ও একক ইলাহ্। কোনো ইলাহ্ নেই তিনি ছাড়া। তিনি রহমানুর রহিম। (আল কুরআন ২: ১৬৩)

اَللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ●

অর্থ: আল্লাহ, নাই কোনো ইলাহ তিনি ছাড়া। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি অনন্তকাল সর্বসৃষ্টির ধারক ও রক্ষক। (সূরা ২ আল বাকারা: ২৫৫; সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ২)

• لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "নেই কোনো ইলাহ্ তিনি ছাড়া, অসীম ক্ষমতাধর মহা প্রজ্ঞাবান তিনি।" (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ৬, ১৮)

• شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ "আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, নিশ্চয়ই কোনো ইলাহ্ নেই তিনি ছাড়া।" (সূরা ৩ আলে ইমরান: আয়াত ১৮)

وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ "কোনো ইলাহ্ নেই আল্লাহ ছাড়া।" (আল কুরআন ৩: ৬২)

إِنَّمَا اللّٰهُ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ "নিশ্চয়ই আল্লাহ একমাত্র ইলাহ্।" (আল কুরআন ৪: ১৭১)

• وَمَا مِنْ إِلَـٰهٍ إِلَّا إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ

অর্থ: এক ইলাহ্ (আল্লাহ) ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। (আল কুরআন ৫: ৭৩)

• إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ "অবশ্যি তিনি একমাত্র ইলাহ্। (আল কুরআন ৬: ১৯)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ "কারোই কোনো কর্তৃত্ব নেই আল্লাহর ছাড়া।" (কুরআন ৬: ৫৭)

• لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـٰهٍ غَيْرُهُ

অর্থ: আমরা নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে। সে তাদের বলেছিল: হে আমার কওম! তোমরা এক আল্লাহর দাসত্ব করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ্ নেই। (আল কুরআন ৭: ৫৯,৬৫,৭৩,৮৫)

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ "তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু।" (আল কুরআন ৭: ১৫৮)

• لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ، سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

অর্থ: তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তারা যাদেরকে তাঁর শরিক বানায় তিনি তাদের থেকে অনেক ঊর্ধ্বে। (সূরা ৯ আত তাওবা: আয়াত ৩১)

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ "তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। (আল কুরআন ৯: ১২৯)

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللّٰهَ

অর্থ: (হে নবী! জানিয়ে দাও,) তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব, পূজা, উপাসনা, প্রার্থনা) করোনা। (সূরা ১১ হুদ: আয়াত ২,২৬)

• اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

অর্থ: এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা। (সূরা ১৩ আর রা'দ: ১৬)

لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ "আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, সুতরাং তোমরা আমাকে ভয় করো।" (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ২)

إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ "তোমাদের ইলাহ্ এক ও একক ইলাহ্।" (কুরআন ১৬: ২২)

• وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: আমরা প্রতিটি জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দেয়ার জন্যে যে: তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব, প্রার্থনা, উপাসনা) করো এবং তাগুতকে ত্যাগ করো। (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৩৬)

إِنَّمَا هُوَ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ অর্থ: তিনি তো একমাত্র ইলাহ্। তাই তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করো। (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৫১)

● لَّا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَـٰهًا آخَرَ

"আল্লাহর সাথে আর কাউকেও ইলাহ্ বানিয়ে নিয়োনা।" (আল কুরআন ১৭: ২২)

● وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

অর্থ: তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন: তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব, উপাসনা ও প্রার্থনা) করোনা, ইবাদত করবে কেবল তাঁরই। (সূরা ১৭ ইসরা/বনি ইসরাঈল: আয়াত ২৩)

● مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

অর্থ: দেখো, তিনি কতো সুন্দর দ্রষ্টা এবং শ্রোতা! তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো অলি নেই। তিনি নিজ কর্তৃত্বে কাউকে শরিক করেন না। (সূরা ১৮ আল কাহাফ: আয়াত ২৬)

● اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

অর্থ: তিনি আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। সুন্দরতম নামসমূহ তাঁরই। (সূরা ২০ তোয়াহা: আয়াত ৮)

● إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। অতএব কেবল আমারই ইবাদত করো। (সূরা ২০ তোয়াহা: ১৪ এবং ২১ আম্বিয়া: ২৫)

● إِنَّمَا إِلَـٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ

অর্থ: নিশ্চয়ই তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই। (সূরা ২০ তোয়াহা: আয়াত ৯৮)

● لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ

অর্থ: তুমি ছাড়া কোনো উদ্ধারকারী নেই, তুমি পবিত্র, মহান। (সূরা ২১ আল আম্বিয়া: আয়াত ৮৭)

● وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـٰهٍ

অর্থ: তাঁর সাথে আর কোনো ইলাহ্ নেই। (সূরা ২৩ আল মুমিনুন: আয়াত ৯১)

● فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

অর্থ: অতীব মহান আল্লাহ প্রকৃত সম্রাট, কোনো ইলাহ্ নেই তিনি ছাড়া। সম্মানিত আরশের তিনি মালিক। (সূরা ২৩ মুমিনুন: ১১৬ ও ২৭ নামল: ২৬)

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ ●

অর্থ: যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ্ ডাকে, এ বিষয়ে তার কাছে কোনো সত্যায়নপত্র নেই। (সূরা ২৩ আল মুমিনুন: আয়াত ১১৭)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ●

অর্থ: তারা আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকেও ইলাহ্ (বানিয়ে নিয়ে) ডাকে না। (সূরা ২৫ আল ফুরকান: আয়াত ৬৮)

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ●

অর্থ: সুতরাং তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ্ ডেকোনা, ডাকলে দণ্ডপ্রাপ্তদের অন্তরভুক্ত হয়ে পড়বে। (সূরা ২৬ আশ্ শোয়ারা: আয়াত ২১৩)

أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ●

অর্থ: তারপরও তাঁর সাথে আরো ইলাহ্ আছে কি? তারা তাঁর সাথে যাদেরকে শরিক করে, তাদের থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে। (আল কুরআন ২৭: ৬৩,৫৯,৬৪,৬১,৬২)

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

অর্থ: তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। সমস্ত প্রশংসা তাঁর দুনিয়া ও আখিরাতে। সার্বভৌমত্ব তাঁরই এবং তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেয়া হবে তোমাদের। (সূরা ২৮ আল কাসাস: আয়াত ৭০)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ ●

অর্থ: এগুলো (প্রমাণ করে যে) আল্লাহ মহাসত্য এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ডাকে তারা মিথ্যা। (সূরা ৩১ লুকমান: আয়াত ৩০)

وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ●

অর্থ: প্রবল প্রতাপশালী আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। (সূরা ৩৮ সোয়াদ: আয়াত ৬৫ ও ৩৯ আয্ যুমার: আয়াত ৪ এবং ৪০ আল মুমিন/গাফির: আয়াত ১৬)

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ●

অর্থ: তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তাঁর জন্যে আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে তোমরা কেবল তাঁকেই ডাকো। (সূরা ৪০ আল মুমিন/গাফির: ৬৫)

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَـٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَـٰهٌ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ●

অর্থ: আসমানেও তিনি ইলাহ্, পৃথিবীতেও তিনিই ইলাহ্, তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী। (সূরা ৪৩ আয্ যুখরুফ: আয়াত ৮৪)

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ●

অর্থ: জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। সুতরাং তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের ত্রুটির জন্যে। (সূরা ৪৭: ১৯)

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ●

অর্থ: মসজিদসমূহ আল্লাহর, সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকেও ডেকোনা। (সূরা ৭২ জিন: আয়াত ১৮)

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ●

অর্থ: হে মুহাম্মদ! বলো: নিশ্চয়ই আমি আমার প্রভুকে ডাকি তাঁর কাছেই দোয়া করি, কিন্তু তাঁর সাথে কাউকেও শরিক করিনা। (সূরা ৭২ জিন: আয়াত ২০)

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ● اللَّهُ الصَّمَدُ ● لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ● وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ●

অর্থ: (হে নবী!) বলে দাও: তিনি আল্লাহ, তিনি এক ও একক। তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষাহীন। তিনি জন্ম দেন না এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। কেউ নেই তাঁর সমকক্ষ সমতুল্য। (সূরা ১১২ আল ইখলাস: আয়াত ১- ৪)

বস্তুত: এই সব ঘোষণার মূলকথা হচ্ছে একটিই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ্ নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই, সকলকে শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও গোলামি বরণ করে নেয়া উচিত। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' একথারই সুস্পষ্ট ঘোষণা আর তাওহিদের এই ঘোষণাই হচ্ছে ইসলামের পবিত্র ও সুদৃঢ় শাহাদাহ:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ● تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ● وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ● يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ●

অর্থ: তুমি দেখছো না, আল্লাহ কিভাবে উপমা দিচ্ছেন: একটি উত্তম কথা যেনো একটি উত্তম গাছ, যার মূল মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত আর যার

শাখা- প্রশাখা আকাশে বিস্তীর্ণ। সেটি তার প্রভুর অনুমতিক্রমে প্রতিনিয়ত ফল দিয়ে থাকে। আল্লাহ মানুষের জন্যে উপমা দেন যেনো তারা উপদেশ গ্রহণ করে। আর একটি মন্দ কথার উপমা হলো একটি মন্দ গাছ, যার মূল বিচ্ছিন্ন মাটির উপরিভাগে, তার কোনো স্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ মুমিনদের মজবুত অটল রাখেন মজবুত অটল কথার ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবনেও এবং আখিরাতেও, আর বিভ্রান্ত করে দেন যালিমদের এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। (সূরা ১৪ ইবরাহিম: আয়াত ২৪- ২৭)

৮. মানব জীবনের তাওহিদ বিশ্বাসের নৈতিক সুফল

এতোক্ষণ যাবত আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর গুণরাজি, ক্ষমতা ও অধিকার এবং তাঁর একত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা করা গেলো, সে অনুযায়ী যদি মানুষের মনে ঈমান দৃঢ়বদ্ধমূল হয়ে যায়, মানুষ এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ প্রত্যয়ী হয়, তবে এ ধরনের লোকদের জীবন হবে দুনিয়ার অন্য সব লোকদের থেকে ভিন্নতর। তাদের জীবনধারায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে সর্বপ্রকার মহত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি। তারা হবে মানব সমাজের উজ্জ্বল নক্ষত্র, আদর্শ মানুষ। কেবলমাত্র তাওহিদে বিশ্বাসের ফলেই এসব গুণাবলি মানুষের মধ্যে জন্ম নিতে পারে। অন্য কোনো পন্থায় তা সম্ভব নয়।

এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ফলে মানুষের মধ্যে যে অসাধারণ নৈতিক গুণাবলি সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলো:

এক. দৃষ্টির প্রশস্ততা: এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগি সম্পন্ন হতে পারে না। সে এমন এক ইলাহর প্রতি বিশ্বাসী, যিনি যমিন ও আসমানের স্রষ্টা, মাশরিক ও মাগরিবের মালিক। সমস্ত পৃথিবীর প্রতিপালক। এমন ঈমানের পর সারা সৃষ্টির কোনো বস্তুই তার দৃষ্টিতে নিজের থেকে আলাদা মনে হয় না। আপন সত্তার মতোই সে এ সব কিছুকে একই মালিকের আধিপত্যের ও একই বাদশার প্রভুত্বের অধীন মনে করে। সে মনে করে আমারই মতো আসমান ও যমিনের সমস্ত বস্তু এক আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পিত:

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ●

অর্থ: মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যারাই আছে সবাই ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে। (আল কুরআন ৩: ৮৩)

এমন ব্যক্তির নিকট সহানুভূতি, প্রেম ও খেদমত কোনো বিশেষ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। আল্লাহর বাদশাহি যেমন অনন্ত অসীম, তার দৃষ্টিভঙ্গিও তেমনি সীমা বন্ধনহীন হয়ে যায়, সংকীর্ণতার কোনো প্রশ্রয়ই আর তার মন

মানসিকতায় ঠাঁই পায় না। এরা এতো উদার ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়, এদেরকে দিগ্বলয়ী ও বিশ্বপ্রকৃতিবাদী বললেও আরো বলার থেকে যায়।

দুই. আত্ম- মর্যাদা ও আত্ম- সম্মানবোধ: তাওহিদি ঈমান মানুষের মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্ম- সম্মানবোধ ও আত্ম- মর্যাদার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। কারণ তার বিশ্বাসই তো হচ্ছে:

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا •

অর্থ: সমস্ত ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর। (আল কুরআন ২: ১৬৫)

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللّٰهِ •

অর্থ: সাহায্য তো কেবলী আল্লাহর কাছ থেকেই আসে। (আল কুরআন ৮: ১০)

সে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কর্তৃত্ব, আইন ও বিধান মেনে চলে না:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ •

"আল্লাহর ছাড়া আর কারো কোনো কর্তৃত্ব নেই।" (আল কুরআন ১২: ৪০)

সে মানুষের পক্ষ থেকে কল্যাণের আশা করে না। আর অকল্যাণের ভয়ও করে না। সে আল্লাহ ছাড়া আর কারুর জীবিকাও চায় না। সে মনে করে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে কেউ তাকে মারতে পারবে না আর আল্লাহ তাকে মারতে চাইলে তাকে কেউ বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না।

এমন ব্যক্তির ঈমান তাকে অপর যে কোনো শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত, আত্ম-নির্ভরশীল ও নির্ভীক করে তুলবেই। তার শির কোনো সৃষ্টির সামনে অবনমিত হয় না। তার হাত কারুর সামনে প্রসারিত হয় না। তার অন্তরে কারো আধিপত্য স্থান পায় না। এক আল্লাহ ছাড়া আর কারুর নিকট সে প্রার্থনাও করে না, প্রত্যাশাও করে না।

"এমনি করে আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠতম উম্মতের মর্যাদা দিলাম যেনো সমগ্র মানব জাতির জন্য তোমরা সাক্ষ্য হও।" (আল কুরআন ২: ১৪৩)

তিন. বিনয় ও নম্রতা: কিন্তু এই মুমিন ব্যক্তির আত্মসম্ভ্রম ও আত্মসম্মানবোধ তার নিজ শক্তি সম্পদ ও যোগ্যতার গর্ব ও অহংকার নয়। বরং এ হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে নিজের এবং তামাম সৃষ্টি জগতের সম্পর্ককে সঠিকভাবে উপলব্ধি করার ফলশ্রুতি। তাই তার আত্মসম্ভ্রমের সাথে বিনয়, নম্রতা ও কোমলতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। কারণ তার ঈমান রয়েছে, আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার সামনে সে সম্পূর্ণ অসহায় ও দুর্বল:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ •

অর্থ: তিনি নিজ বান্দাদের উপর প্রচন্ড ক্ষমতাশালী। (আল কুরআন ৬: ১৮)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ●

অর্থ: একমাত্র আল্লাহই মালিক যা কিছু রয়েছে মহাকাশে আর যা কিছু রয়েছে এই পৃথিবীতে। (আল কুরআন ২: ২৮৪)

وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ●

অর্থ: তোমাদের সাথে যতো নিয়ামত রয়েছে সবই তো আল্লাহর প্রদত্ত। (আল কুরআন ১৬: ৫৩)

এমনি ঈমান ও প্রত্যয় লাভকারী মন মানসিকতা থেকে স্বতই সমস্ত মিথ্যা গর্ব ও অহংকার নির্মূল হয়ে যায় এবং এ ঈমান তাকে আপাদমস্তক আল্লাহর প্রতি বিনয়ী করে তোলে:

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ●

অর্থ: রহমানের দাস তো তারাই যারা জমিনের উপর চলাফেরা করে বিনয়ি হয়ে। অজ্ঞ লোকেরা যখন তাদের সাথে বিতর্ক করতে চায়, তারা বলে: সালাম। (আল কুরআন ২৫: ৬৩)

চার. অলীক ও ভ্রান্ত প্রত্যাশা বর্জন: এ ব্যক্তির বিশ্বাস রয়েছে, আত্মার পরিশুদ্ধি ও সৎকর্ম ছাড়া তাঁর মুক্তি ও সাফল্যের আর কোনো পথ নেই। কারণ সে এমন এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, যিনি আত্ম-নির্ভরশীল, কারুর সাথে তাঁর কোনো বিশেষ সম্পর্ক নেই। তিনি পূর্ণ ন্যায় বিচারক। তাঁর খোদায়িত্বে কারুরই প্রভাব ও হস্তক্ষেপ চলে না। এমনি জ্ঞান যাদের রয়েছে, তারা যাবতীয় অলীক প্রত্যাশা ও মিথ্যা ভরসার চক্র থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। কারুর সুপারিশ লাভের মিথ্যা ভরসায় সে নিশ্চিন্ত থাকে না। কারণ তার ঈমান সাক্ষ্য দেয়:

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ●

অর্থ: এমন কে আছে, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর সম্মুখে শাফায়াত করার সাধ্য রাখে? (আল কুরআন ২: ২৫৫)

بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ●

অর্থ: বরং মহাকাশ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর, এবং সবাই তাঁর অনুগত। (আল কুরআন ২: ১১৬)

পাঁচ. আশা ও মনতুষ্টি: সাথে সাথে এ ঈমান মানুষের মধ্যে এমনি এক আশাপ্রদ মনোভাব সৃষ্টি করে, যা কোনো অবস্থাতেই নৈরাশ্য ও নিরুৎসাহ দ্বারা পরাভুত হয় না। মুমিনের ঈমান হচ্ছে আশা আকাংখার এক অফুরন্ত ভান্ডার। সেখান থেকে সে আন্তরিক শক্তি, মানসিক স্বস্তি ও আত্মিক প্রশান্তির উপকরণ লাভ করতে থাকে। তাকে যদি দুনিয়ার সমস্ত দরজা থেকেও বিমুখ করা হয়, সমগ্র সাজ সরঞ্জাম থেকে বঞ্চিত করা হয়, উপায় উপকরণাদি একে একে তার সঙ্গ ত্যাগ করে, তবু এক আল্লাহর অবলম্বন কখনো তার সঙ্গ ত্যাগ করে না। আল্লাহর উপর নির্ভর করে হামেশাই সে আশা- আকংখায় উদ্দীপিত থাকে। এর কারণ হচ্ছে, যে আল্লাহর প্রতি সে ঈমান এনেছে, তিনি বলে দিয়েছেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ●

অর্থ: আমার দাসেরা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে সওয়াল (জিজ্ঞাসা) করে, (হে মুহাম্মদ! তুমি তখন তাদের বলো:) আমি তাদের নিকটেই আছি। কোনো আহবানকারী বা দোয়া- প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি (কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি) তার ডাক ও দোয়া- প্রার্থনা শুনি এবং তাতে সাড়া দেই।" (আল কুরআন ২: ১৮৫)

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ●

অর্থ: আমার রহমত সব কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত। (আল কুরআন ৭: ১৫৬)

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ●

অর্থ: (হে নবী! লোকদেরকে আমার একথা) বলে দাও: "হে আমার দাসেরা! যারা নিজেদের প্রতি যুলুম- অবিচার করেছো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, আল্লাহ সমস্ত পাপই ক্ষমা করে দেবেন।" (আল কুরআন ৩৯: ৫৩)

আল্লাহ তাকে আরো বলে দিয়েছেন, দুনিয়ার সাজসরঞ্জাম যদি তোমার সহযোগিতা না করে, তবে তাদের ভরসা বর্জন করে তুমি আমাকে আঁকড়ে ধরো। অতপর ভয়ভীতি আশংকা তোমার কাছেও ঘেষবে না:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ●

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা বলে: 'আল্লাহ আমাদের প্রভু', অত:পর একথার উপর অটল- অবিচল থাকে, তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলে: আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিতও হবেন না। (আল কুরআন ৪১: ৩০)

এবং তিনি আরো বলেছেন: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: আর মুমিনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। (আল কুরআন ৩০: ৪৭)

ছয়. সবর, তাওয়াক্কুল ও দৃঢ়তা: এই ঈমানবিল্লাহ পরম ধৈর্য ও আল্লাহর উপর নির্ভরতার চরম শিখরে উন্নীত করে দেয় মুমিনকে। এ পর্যায়ে পৌঁছে মুমিনের হৃদয় এক কঠিন প্রস্তর ভূমির ন্যায় মজবুত ও সুদৃঢ় হয়ে যায়। সারা দুনিয়ার বিপদাপদ, শত্রুতা, দুঃখ, কষ্ট, ক্ষয়ক্ষতি ও বিরুদ্ধ শক্তি একত্র হয়েও তাকে নিজের স্থান থেকে টলাতে পারে না। এক আল্লাহর প্রতি ঈমান ছাড়া এই শক্তি মানুষ আর অন্য কোনো পন্থায় অর্জন করতে পারে না:

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ●

অর্থ: এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে, সে সবচে মজবুত বিশ্বস্ত হাতলটিই আঁকড়ে ধরবে, যা কখনো ভেঙ্গে যাবার নয়।" (আল কুরআন ২: ২৫৬)

বিপদ মুসিবতে সে কখনো ধৈর্যহারা হয় না। কারণ সে জানে:

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ●

অর্থ: কোনো মসিবতই আসেনা আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। (৬৪ তাগাবুন: ১১)

শুধু দুঃখই নয়, সুখও আল্লাহর নিকট থেকেই এসে থাকে:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ •

অর্থ: তুমি বলো: 'সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে।' (আল কুরআন ০৪: ৭৮)

এজন্য মুমিন ব্যক্তি চরম দুঃখ মুসিবতেও সুদৃঢ় কেল্লার মতো অটল অবিচল থাকে। সে পূর্ণরূপে আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়। সব কিছুর জন্যই সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়:

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ●

"তারা বলেছিল: "আমরা আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করলাম, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই যালিম লোকদের নির্যাতনের পাত্র বানিয়োনা।" (আল কুরআন ১০: ৮৫)

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ●

অর্থ: মুমিনরা কেবল আল্লাহর উপরই তাওয়াক্কুল করুক। (আল কুরআন ৩: ১৬০)

নিজের সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সে ভেঙ্গে পড়ে না। অপরের উন্নতি ও ধন ভান্ডারের চাকচিক্য দেখে তাঁর ঈর্ষাও হয় না, লিপ্সাও হয় না। কারণ সে জানে:

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ●

অর্থ: বলো: অনুগ্রহ অবশ্যি আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। (আল কুরআন ৩: ৭৩)

اَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ●

অর্থ: মূসা বললো: 'তিনি তোমাদেরও রব এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও রব।' (আল কুরআন ১৩: ২৬)

إِنَّ الْأَرْضَ للَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ●

অর্থ: পৃথিবী আল্লাহর, তিনি তাঁর দাসদের যাকে চাইবেন এর উত্তরাধিকারী করবেন। (আল কুরআন ৭: ১২৮)

সাত. বীরত্ব- বীর্যবত্তা: এ ঈমান দ্বারা মুমিনের মধ্যে আর একটি গুণ অস্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হয়, তাহলো, সাহসিকতা, নির্ভীকতা ও বীরত্ব-বীর্যবত্তা। মানুষকে আসলে দুটি জিনিস ভীরু ও কাপুরুষ বানিয়ে দেয়। এক: নিজের প্রাণ, পরিবার পরিজন ও ধনমালের প্রতি ভালোবাসা। দুই: ভয়ভীতি। কিন্তু এ দু'টির একটি জিনিসও এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীকে কাবু করতে পারে না। মুমিনের শিরা উপশিরায় এই বিশ্বাসের ধারা প্রবাহিত যে, আল্লাহ সবার চাইতে বেশি ভালোবাসা পাবার অধিকারী:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا للَّهِ ●

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে, তারা সর্বাধিক ভালোবাসে আল্লাহকে। (আল কুরআন ২: ১৬৫)

সুতরাং আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসার কারণে বীরের মতো এগিয়ে যেতে, জীবন, পরিবার পরিজন, ধনসম্পদ কিছুরই পরোয়া মুমিনরা করে না। কারণ তারা আগেই প্রশিক্ষণ লাভ করেছে:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ●

অর্থ: তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন, মউত তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি তোমরা উঁচু মজবুত দুর্গে অবস্থান করলেও। (আল কুরআন ০৪: ৭৮)

মুমিন শুধু জীবনের মালিকই আল্লাহকে মনে করেনা, বরং সেই সাথে মুমিনের ধন সম্পদের মালিকও আল্লাহ:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন, বিনিময়ে তারা লাভ করবে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, মরবে এবং মারবে। (আল কুরআন ৯: ১১১)

এমন মুমিনদের অন্তরে তো ভয়ভীতি আসার প্রশ্নই উঠে না। তারা আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয়ই করে না: وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ

"তোমার জন্যে অধিকতর সংগত হলো আল্লাহকে ভয় করা। (কুরআন ৩৩: ৩৭)

পার্থিব কোনো শক্তিকে কেন তারা ভয় করবে? কারণ তারা তো জানে:

وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ●

অর্থ: আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তারা কারো কোনো ক্ষতি করতে পারবেনা। (আল কুরআন ২: ১০২)

সুতরাং আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো, এক আল্লাহর প্রতি ঈমানই এমন শক্তি যা মানুষের মধ্যে পরম সাহসিকতা, নির্ভীকতা, বীরত্ব- বীর্যবত্তা ও শৌর্যশীলতা স্বতঃই সৃষ্টি করে দেয়।

আট. বিবেক, বোধশক্তি, চরিত্র ও আচরণ: এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার ফলে বিবেক, বোধশক্তি চরিত্র ও আচার- ব্যবহারে মুমিন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ গুণাবলি অর্জন করে। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা উত্তম নাম ও শ্রেষ্ঠ গুণাবলির অধিকারী। মুমিনের আকিদা বিশ্বাসই তাঁর মনে আত্ম- মর্যাদাবোধ, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা, শিষ্টাচার ও ভদ্রতা, ভালো কাজ করার আগ্রহ এবং পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা অর্জন করার প্রেরণা সৃষ্টি করে। তাছাড়া তাঁর ঈমানই তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে, আখিরাতই কর্মফল প্রাপ্তির সঠিক স্থান এবং সেখানে নেক আমল ও পবিত্র জীবনযাপনের যে পুরস্কার পাওয়া যাবে তার তুলনায় পার্থিব জীবনের দুঃখ কষ্ট অতি নগণ্য। এ ধরনের অনুভূতি সৃষ্টির ফলে মুমিনের অন্তরে গভীর প্রশান্তি নেমে আসে। ফলে সারা জীবন পার্থিব সুখ সম্পদ থেকে বঞ্চিত থেকেও সে কোনো অভিযোগ করে না:

رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ "আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়েছেন তাদের প্রতি আর তারাও সন্তুষ্ট হয়েছে তাঁর প্রতি।" (আল কুরআন ৯৯: ৮)

নয়. সত্য ও ন্যায়ানুভূতি: যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিজের যিম্মাদার এবং আখিরাতের মুক্তি তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, দুনিয়ার কামনা বাসনা সবই তার কাছে তুচ্ছ। আল্লাহর মর্জি মোতাবেক কাজ করাই তার জীবনের উদ্দেশ্য হয়ে যায়। তখন অন্যায় ও মিথ্যার মধ্যে বিরাট পার্থিব লাভ দেখলেও সে ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করে।

পক্ষান্তরে ন্যায় ও সত্য যতো তিক্ত কষ্টকরই হোক না, এতে যতো পার্থিব লোকসানই থাকুক না কেন, তা হয় তার নিকট পরম সমাদৃত। এ ব্যক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তার ইন্দ্রিয় নিচয়ে সত্য ছাড়া আর অন্য কিছু প্রবেশই করতে পারে না। এ ব্যাপারে সে এত সতর্ক যে সব সময় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে:

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ●

অর্থ: আমাদের রব! বক্র করোনা আমাদের হৃদয়গুলোকে আমাদেরকে হিদায়াত দান করার পর, আর আমাদের দান করো তোমার নিকট থেকে রহমত। (আল কুরআন ৩: ৮)

দশ. দায়িত্ববোধ: এ ধরনের ঈমানদারদের বিবেক এতটা সতর্ক হয়ে থাকে যে দায়িত্ববোধ তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও গাফিল রাখে না। নিজ মালিক ও রবের প্রতি, আত্মীয়- স্বজনের প্রতি, সমাজের প্রতি ও পরস্পরের প্রতি তার ঈমান তার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছে, তা থেকে সে এক মুহূর্তের জন্যেও বিচ্যুত হয় না। দায়িত্ব পালনে সে কোনো প্রকার বিরোধিতাকেই তোয়াক্কা করে না। সর্ব প্রকার প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলায় সে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তার দায়িত্ব পালন করতে বদ্ধপরিকর থাকে এবং তার মধ্যে যেনো কোনো প্রকার বিচ্যুতি না আসে সে জন্য তাঁর প্রভুর নিকট প্রার্থনা করে:

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ●

অর্থ: আমাদের প্রভু! আমাদের দৃঢ়তা দান করো, আমাদের কদমকে মজবুত রাখো এবং এই কাফির লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো। (আল কুরআন ২: ২৫০)

একাদশ. দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি ও বদান্যতা: আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ব্যক্তির আত্মা এতো উদার ও দয়ার্দ্র হয় যে, কোনো কাফির ব্যক্তির জন্য তা কল্পনাই করা সম্ভব নয়। তাঁর ঈমানই তাকে দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং দানবীর করে তোলে। তাকে শিক্ষাই দেয়া হয়েছে: "দয়ালুদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন।" "পৃথিবীর লোকদের প্রতি তুমি দয়া প্রদর্শন করো, তাহলে আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হবেন।" তাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে:

লোকদের ক্ষমা করে দাও এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও। এ ব্যক্তিকে আল্লাহ যে ধন সম্পদ দিয়েছেন, সে সেগুলোকে তার একার মনে করে না: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

অর্থ: তাদের অর্থ- সম্পদে রয়েছে অধিকার সাহায্যপ্রার্থী এবং বঞ্চিতদের। (আল কুরআন ৫১: ১৯)

দ্বাদশ. নৈতিক সংশোধন ও কর্ম সংগঠন: সবচাইতে বড় ব্যাপার হচ্ছে, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান মানুষকে আল্লাহর বিধানের অনুসারী করে তোলে। এ ব্যক্তি বিশ্বাস করে, আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছু সম্পর্কে অবগত আছেন। তিনি আমাদের শাহরগ অপেক্ষা নিকটবর্তী। রাতের অন্ধকারে অথবা নিঃসঙ্গ নির্জনতায়ও যদি আমরা কোনো পাপের কাজ করি তা তিনি জানেন। আমাদের অন্তরের গভীরে যদি কোনো অসদাকাংখা জন্ম নেয়, তার খবরও তিনি রাখেন। সবার কাছ থেকে আমরা পালিয়ে বাঁচতে পারলেও আল্লাহর সম্রাজ্যের বাইরে আত্মগোপন করার সাধ্য আমাদের নেই। এ ঈমান ও প্রত্যয় যতো বেশি শক্তিশালী হয় মানুষ ততো বেশি আল্লাহর আদেশ নিষেধের অনুগত হয়ে যায়। এভাবে মুমিনদের কাজ কর্মে পরহেযগারি সৃষ্টি হয়, পারস্পরিক লেনদেন সুস্থ ও পরিশুদ্ধ হয়। আইন ও আনুগত্যের চেতনা জাগ্রত হয়, সংযম শৃংখলার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং তারা এক প্রচন্ড অদৃশ্য শক্তিবলে ভেতরে ভেতরে মুক্ত শুদ্ধ হয়ে একটি সৎ ও সুসংহত সমাজ গঠনের উপযোগী হয়ে ওঠে। বস্তুত: এ হচ্ছে এক আল্লাহর প্রতি ঈমানের অলৌকিক ফল। শুধুমাত্র এক আল্লাহর ভয়ই মানুষকে এ পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ●

অর্থ: তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো, অবশ্যি আল্লাহ তোমাদের কর্মের উপর দৃষ্টি রাখেন। (আল কুরআন ২: ২৩৩)

এতোক্ষণ যাবত যা কিছু আলোচনা করা হলো, তা থেকে পরিষ্কার হলো, এক লা- শরীক আল্লাহর প্রতি ঈমানই হচ্ছে ইসলামের কেন্দ্র ও মূল এবং সর্বশক্তির উৎস। মানুষের ইহকালীন ও পরকলীন মুক্তি, কল্যাণ ও সফলতার চাবিকাঠি।

৯. এ অধ্যায়ের সারকথা

এ অধ্যায়ে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি, তার সার কথা হলো:

০১. আল্লাহর প্রতি ঈমান হবে সম্পূর্ণ অবিভাজ্য। তাঁর খোদায়ি গুণাবলিতে কাউকেও এবং কোনো কিছুকেই শরিক করা যাবে না। আর এটাই হচ্ছে তাওহিদের মূল কথা।

০২. তাওহিদের কালেমা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর’ ৩টি অংশ রয়েছে:
   ক. আল্লাহর প্রভুত্বের ধারণা।
   খ. ইলাহ হবার ক্ষেত্রে সব কিছুর প্রতি অস্বীকৃতি।
   গ. একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ্ হিসেবে স্বীকার করা।

০৩. তাওহিদের বিপরীত হচ্ছে শিরক। মানুষ অজ্ঞতাবশত: অথবা স্বার্থের বশবর্তী হয়ে সর্বযুগেই আল্লাহর সাথে শিরক করে আসছে।

০৪. শিরকের প্রবেশের পথসমূহ।
০৫. শিরক হচ্ছে বিরাট যুলুম। এ অপরাধ আল্লাহ মাফ করবেন না।
০৬. তাওহিদের যুক্তি প্রমাণ ও শিরকের অসারতা।
০৭. বর্তমান মুসলিম উম্মাহ্ বিভিন্নভাবে তাওহিদের সাথে শিরকের মিশ্রণ ঘটিয়েছে। আর বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অদঃপতনের কারণ এটাই।
০৮. কুরআন মজিদ থেকে তাওহিদের ঘোষণার উদ্ধৃতি।
০৯. এক আল্লাহর প্রতি ঈমান বা খালেস তাওহিদ বিশ্বাস মানব জীবনকে অসাধারণ ভাবে প্রভাবিত করে। যেমন:

এক. হৃদয় মন ও দৃষ্টিকে অসাধারণভাবে উদার ও প্রশস্ত করে দেয়।
দুই. ব্যক্তির মধ্যে আত্মসম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তোলে।
তিন. ব্যক্তিকে আল্লাহর ব্যাপারে অসাধারণ নম্র ও বিনয়ী করে তোলে।
চার. ব্যক্তির মস্তিষ্ক থেকে সকল অলীক প্রত্যাশা ও নির্ভরতার অপনোদন করে।
পাঁচ. মনতুষ্টি ও গভীর আশা ব্যক্তিকে সদা সতেজ রাখে।
ছয়. সবর, তাওয়াক্কুল দৃঢ়তা লাভ করা যায়।
সাত. শ্রেষ্ঠত্ব, বীরত্ব ও বীর্যবত্তা অর্জন করা যায়।
আট. ব্যক্তি চরিত্রবান ও সদাচারী হয় এবং তার মধ্যে তীক্ষ্ম বিবেক ও বোধশক্তি জন্ম লাভ করে।
নয়. সে সদা সত্য ও ন্যায়ের প্রতি অটল থাকে।
দশ. দায়িত্ববোধ তাকে সদা সতর্ক রাখে।
এগার. দয়া, ক্ষমা ও বদান্যতা হয় তার ভূষণ।
বারো. সর্বোপরি এ ঈমান মানুষকে নৈতিকভাবে সংশোধন করে এক সুসংহত সমাজের পিলারে পরিণত করে।

❖ ❖ ❖

৫. ঈমান বিল আখিরাত

আখিরাত হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। বাংলায় 'পরকাল' ও 'পরজীবন'ও বলা যায়। মৃত্যুর পর থেকে এ জীবন শুরু হয়ে আর শেষ হয় না। অনন্তকাল এ জীবন চলতে থাকবে। সে জীবনে আর কারুর মৃত্যু ঘটবে না। পরকাল সম্পর্কে কুরআন যে ধারণা পেশ করেছে, তার সংক্ষিপ্ত নমুনা হলো:

১. মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষ একটা বিশেষ স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করবে। এটাকে বলা হয় 'আলমে বরযখ'।
২. একদিন নিখিল বিশ্ব ধ্বংস করে দেয়া হবে। কুরআনে এটাকে 'সায়াত' ও 'কিয়ামত' বলা হয়েছে,
৩. এ ধ্বংসের পর পরই দুনিয়ার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্তকার সকল মানুষকে এক স্থানে পুনরুত্থিত করা হবে। এটাকে বলা হয় 'হাশর'।
৪. এ স্থানে আল্লাহ মানুষের পাপ পুণ্যের হিসাব নেবেন।
৫. হিসেবের পর পাপিদের জাহান্নামে এবং নেককারদের জান্নাতে পাঠানো হবে।
৬. জাহান্নাম কঠিন শাস্তির জায়গা।
৭. জান্নাত পরম সুখের স্থান।

এখন আমরা উল্লেখিত বিভিন্ন অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত অথচ একটি পরিষ্কার ধারণা পেশ করার চেষ্টা করবো। তবে একটা কথা প্রথমেই বলে রাখা ভালো। তা হলো, কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করেন: পরকালীন জীবনের সম্ভাবনা কতটুকু? এর উত্তরে আমরা বলবো: যিনি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেন না, পরকালের প্রতি তার ঈমানের প্রশ্নই উঠে না। আর যিনি সমস্ত যুক্তি সহকারে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন, পরকালের প্রতি ঈমান আনার জন্যে তার আর কোনো যুক্তিরই প্রয়োজন হয়না। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার পরও পরকাল অবিশ্বাস করে, তার জন্য কুরআন বলে:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ●

অর্থ: অবশ্যি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা, যারা আল্লাহর সাথে মোলাকাত হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করেছে। হঠাৎ যখন তাদের সামনে কিয়ামত উপস্থিত হয়ে যাবে তখন তারা বলবে: 'হায় আক্ষেপ, আমরা কেন এ জিনিসকে অবহেলা করেছিলাম। (আল কুরআন ৬: ৩১)

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ●

অর্থ: যারা আমাদের আয়াত এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, নিষ্ফল হয়ে গেছে তাদের সমস্ত কর্ম। (আল কুরআন ৭: ১৪৭)

পরকালীন জীবনের প্রক্রিয়া শুরু হয় মৃত্যুর মাধ্যমে।

দুনিয়ায় এ যাবত যতো মানুষ এসেছে, মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে আর যতো মানুষ আসবে, তাদেরও মৃত্যুবরণ করতে হবে:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ●

অর্থ: প্রত্যেক ব্যক্তিই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। (আল কুরআন ২৯: ৫৭)

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ●

অর্থ: তোমরা যেখানেই অবস্থান করো না কেন, মউত তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি তোমরা উঁচু মজবুত দুর্গে অবস্থান করলেও। (আল কুরআন ৪: ৭৮)

১. আলমে বরযখ

দুনিয়ায় মানুষের যে মুত্যু হয়, তা শুধু দেহ ও রূহের বিচ্ছেদ মাত্র। রূহ বিনাশ হয় না। মৃত্যুর পর সমস্ত মানুষের রূহ (life) একটা বিশেষ জগতে অবস্থান করে। এ জগতকে কুরআনে বলা হয়েছে 'বরযখ'। হাদিসে বরযখ জগতকে বুঝানোর জন্য অপ্রকৃত অর্থে 'কবর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দুনিয়ায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত মানবীয় রূহসমূহ যে জগতে অবস্থান করে তাই হচ্ছে 'আলমে বরযখ' বা 'বরযখ জগত'।

বরযখ জগত সম্পর্কে কুরআন মজিদে বলা হয়েছে:

وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ●

অর্থ: আর তাদের এ জগতের আড়ালেই আছে বরযখ পুনরুত্থান কাল পর্যন্ত। (আল কুরআন ২৩: ১০০)

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ●

অর্থ: যাদেরকে ফেরেশতারা মৃত্যু ঘটায় নিজেদের প্রতি যুলুম করতে থাকা (পাপিষ্ঠ) অবস্থায়, তখন তারা আত্মসমর্পণ করে দিয়ে বলবে: 'আমরা কোনো মন্দ কাজ করতাম না।' হ্যাঁ, আল্লাহ ভালো ভাবেই জানেন তোমরা কী করতে? (আল কুরআন ১৬: ২৮)

ডুবে মরার পর ফেরাউনের অনুসারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ●

অর্থ: সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে পেশ করা হয় জাহান্নামের সামনে। আর যেদিন কায়েম হবে কিয়ামত, সেদিন বলা হবে: 'ফেরাউনের অনুসারীদের নিক্ষেপ করো কঠিনতম আযাবে।' (আল কুরআন ৪০: ৪৬)

এ সম্পর্কে হাদিসেও ব্যাপক আলোচনা রয়েছে, এসব আলোচনার ভিত্তিতে আমাদের নিকট পরিষ্কার হলো যে, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান পর্যন্ত মানবাত্মা আলমে বরযখে অবস্থান করে। সেখানে পাপাত্মারা আযাবের ভয়াবহতা অনুভব করে আর পুন্যাত্মারা সুখ ও আনন্দের পরম শিহরণ অনুভব করে। আলমে বরযখ ও বরযখের এ স্বরূপের উপর ঈমান আনতে হবে।

২. নিখিল বিশ্বের ধ্বংস- কিয়ামত- হাশর

একদিন বর্তমান নিখিল বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছুই ফানাহ হয়ে যাবে। হাদিসে বলা হয়েছে:

"ইসরাফিল শিংগা মুখে নিয়ে আরশের পানে তাকিয়ে আছেন। কখন ফু' দেয়ার হুকুম হয় তার অপেক্ষায় আছেন। তিনবার শিংগায় ফু' দেয়া হবে। প্রথম ফু' আসমান ও যমিনের সমস্ত সৃষ্টিকে কাঁপিয়ে দেবে। দ্বিতীয় ফু' শুনতেই সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। পরে যখন এক আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, তখন যমিনকে বদলিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক রূপ দেয়া হবে। ওক্কাজ বাজার থেকে কেনা মিহি চাদরের মতো যমিনকে এমনিভাবে বিছিয়ে দেয়া হবে, তার কোথাও একবিন্দু ভাঁজ বা খাঁজ থাকবে না। পরে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে একটু ধাক্কা মতো দেবেন। এ ধাক্কার আওয়ায শুনে সমস্ত মৃতই নিজ স্থান থেকে পরিবর্তিত যমিনের বুকে উঠে দাঁড়াবে। আর এই ফু'কই পুনরুত্থানের ফু'ক।"

কিয়ামতের দৃশ্য কি হবে কুরআন মজিদে তার ব্যাপক ও ভয়াবহ চিত্র অংকিত হয়েছে। কিয়ামতের দৃশ্য অংকিত হয়েছে এমন কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করছি:

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ● فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ● وَخَسَفَ الْقَمَرُ ● وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ●

অর্থ: সে প্রশ্ন করে, কখন আসবে কিয়ামতকাল? (হাঁ) তখনই আসবে, যখন মানুষের চোখ স্থির হয়ে যাবে। চাঁদ হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন, এবং যখন জমা (একত্রিত) করে দেয়া হবে সূর্য ও চাঁদকে। (আল কুরআন ৭৫: ৬- ৯)

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ● وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ●

অর্থ: পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই বিলীন হয়ে যাবে। বাকি থাকবে কেবল তোমার মহা মর্যাদাবান, মহানুভব প্রভুর মুখমন্ডল (সত্তা)। (আল কুরআন ৫৫: ২৬)

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ●

অর্থ: যেদিন আকাশ ফেটে যাবে সেদিন হয়ে যাবে তা রক্তবর্ণ চামড়ার মতো।" (আল কুরআন ৫৫: ৩৭)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ● وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ ● وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ●

অর্থ: যখন গুটিয়ে নিয়ে আলোহীন করে দেয়া হবে সূর্যকে। যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে খসে পড়বে তারকারাজি। যখন চালিয়ে দেয়া হবে পাহাড় পর্বত। (আল কুরআন ৮১: ১- ৩)

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ● وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ● وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ●

অর্থ: যখন তারকারাজির আলো নিভে যাবে। যখন বিদীর্ণ হয়ে যাবে আকাশ। এবং যখন পর্বতমালাকে উঠিয়ে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া হবে। (আল কুরআন ৭৭: ৮- ১০)

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ●

অর্থ: সেদিন এই পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে যাবে অন্য একটি পৃথিবীতে এবং মহাকাশও, তখন সমস্ত মানুষ উপস্থিত হয়ে যাবে আল্লাহর সামনে, যিনি এক এবং মহাপরাক্রমশালী। (আল কুরআন ১৪: ৪৮)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ●

অর্থ: যখন (দ্বিতীয়বার) শিঙায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন সাথে সাথে তারা ভূ- গর্ভ থেকে উঠে ছুটে আসবে তাদের প্রভুর দিকে। (আল কুরআন ৩৬: ৫১)

إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ●

অর্থ: সেটাও হবে মহাবিকট শব্দ, যা সংঘটিত হবার সাথে সাথে সবাইকে হাজির করা হবে আমাদের সামনে। (আল কুরআন ৩৬: ৫৩)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ● فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ● إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ●

অর্থ: (হে মুহাম্মদ!) এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে সেই সময়টি সম্পর্কে - তা কখন অনুষ্ঠিত হবে? (কিন্তু) এ ব্যাপারে বলার কী জ্ঞান তোমার আছে? এর জ্ঞান তো শুধুমাত্র তোমার প্রভুর নিকটই সীমাবদ্ধ। (আল কুরআন ৭৯: ৪২- ৪৪)

ব্যস্, কুরআনের আয়াতগুলো থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো: কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। যমিনকে পরিবর্তিত ও সুসমতল করে দেয়া হবে এবং সেখানে সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে। এটাকে বলা হয় হাশর। সেদিনটি কবে অনুষ্ঠিত হবে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তা জানেনা।

৩. আল্লাহর আদালত ও তার স্বরূপ

এ সম্পর্কে কুরআন মজিদে ও হাদিসে অত্যন্ত ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। আলোচনার সার কথা হচ্ছে, হাশর বা সব মানুষকে একত্রিত করার পর আল্লাহ

তাঁর আদালত বসাবেন। মানুষের বিচার করবেন। দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বলেছে আর যা কিছু করেছে তার সব কিছুই রেকর্ড রাখা হয়েছে। দু'জন সম্মানিত ফেরেশতা এসব কিছুর রেকর্ড করছেন। এ রেকর্ডের ভিত্তিতেই- অর্থাৎ মানুষের দুনিয়ার কৃতকর্মের (আমলের) এবং সচোক্ষে দেখা সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সেদিন ফায়সালা হবে। সকলের প্রতি মহান আল্লাহ পূর্ণ ন্যায়বিচার করবেন। কারো প্রতি বিন্দু পরিমাণ যুলুম করবেন না। নেককার লোকদের কিতাব বা রেকর্ড (আমলনামা) ডান হাত দেয়া হবে আর পাপীদের রেকর্ড বাম হাতে দেয়া হবে। পাপীদের অঙ্গ-প্রতঙ্গ সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে আর নেককারদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেবে তাদের পক্ষে। সেদিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই কারো পক্ষে সুপারিশ করতে পারবে না। সকলেই নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। হাশরের ময়দানে নেককার লোকদের মুখমন্ডল হবে উজ্জ্বল আর পাপীদের চেহারা হবে ম্লান। পাপীরা থাকবে প্রচন্ড যন্ত্রণাময় অবস্থায় আর পুণ্যবানরা থাকবে আল্লাহর ছায়ায়। পূণ্যবানগণ নবী সা. কে প্রদত্ত কাওসার নামক ঝর্ণা ধারার পানীয় পান করবে। আল্লাহর ইনসাফের দণ্ড থেকে সেদিন কেউই বঞ্চিত হবে না। প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী বিনিময় ও পুরস্কার প্রদান করা হবে। অত:পর পাপীদের নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামে আর নেককারদের জান্নাতে। এ ব্যাপারে কুরআন মজিদ বলছে:

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ۚ الْحَقُّ

অর্থ: সেদিনকার ওজন (ন্যায়বিচার) মহাসত্য ও বাস্তব। (আল কুরআন ৭: ৮)

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ●

অর্থ: কিয়ামতকালে আমরা স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের দণ্ড। তখন কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবেনা। কারো কর্ম যদি শস্য পরিমাণ ওজনেরও হয়, সেটাও আমরা ওজনের আওতায় নিয়ে আসবো। হিসাবগ্রহণকারী হিসেবে আমরাই যথেষ্ট। (আল কুরআন ২১: ৪৭)

وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ● اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ●

অর্থ: আমরা প্রতিটি মানুষের কর্ম তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি এবং আমরা কিয়ামতের দিন তার জন্যে বের করবো একটি কিতাব (রেকর্ড, আমলমানা), সেটি সে পাবে উন্মুক্ত। (তাকে বলা হবে): পড়ো তোমার কিতাব (রেকর্ড)। আজ তুমি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে হিসাবের জন্যে যথেষ্ট। (আল কুরআন ১৭:১৩- ১৪)

كِرَامًا كَاتِبِينَ ● يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ●

অর্থ: তারা হলো মর্যাদাবান নিবন্ধনকারী (recorder)। তারা জানে তোমরা যা- ই করো।" (আল কুরআন ৮২: ১১- ১২)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ●

অর্থ: যে বিষয়ে তোমার এলেম নেই তার অনুসরণ করোনা। নিশ্চয়ই কান, চোখ, অন্তর এর প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত চাওয়া হবে। (আল কুরআন ১৭: ৩৬)

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থ: আমরা আজ তাদের মুখ সীলমোহর করে দেবো এবং আমাদের সাথে কথা বলবে তাদের হাত আর সাক্ষ্য দেবে তাদের পা সে সম্পর্কে, যা তারা কামাই করেছিল। (আল কুরআন ৩৬: ৬৫)

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ●

অর্থ: আজ কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবেনা এবং তোমরা যা আমল করতে কেবল তারই প্রতিদান দেয়া হবে। (আল কুরআন ৩৬: ৫৪)

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ●

অর্থ: সেদিন রূহ (জিবরিল) এবং ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে থাকবে সফ (সারি) বদ্ধ হয়ে। তারা কোনো কথা বলবেনা (বলার সাহস করবেনা); তবে দয়াময় রহমান কাউকেও অনুমতি দিলে (সে বলবে) এবং সে বলবে যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত কথা। (আল কুরআন ৭৮: ৩৮)

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ●

অর্থ: যালিমদের জন্যে কোনো সুপারিশকারীও থাকবে না, যার সুপারিশ গ্রহণ করা যেতে পারে।" (আল কুরআন ৪০: ১৮)

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ● إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ●

অর্থ: সেদিন মাল সম্পদ এবং সন্তান- সন্ততি কোনো উপকারে আসবেনা, তবে উপকার লাভ করবে সে, যে হাজির হবে শুদ্ধ শান্ত কল্ব নিয়ে। (সূরা ২৬: ৮৮- ৮৯)

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ●

অর্থ: আর সতর্ক হও সেই দিনটির ব্যাপারে, যেদিন কেউ কারো কিছুমাত্র কাজে আসবেনা, যেদিন কারো শাফায়াত কবুল করা হবেনা, যেদিন কারো কাছ থেকে কোনো বিনিময় গ্রহণ করা হবেনা এবং যেদিন (পাপিষ্ঠদের) কোনো প্রকার সাহায্যও করা হবেনা। (আল কুরআন ২: ৪৮)

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ● وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ● وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ● لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ●

অর্থ: সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে, তার মা থেকে এবং বাপ থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। সে দিনটি হবে এতোই ভয়াবহ যে, সেদিন কেউই নিজের ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে ভাববারই চিন্তা করবেনা। (আল কুরআন ৮০: ৩৪- ৩৭)

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ ●

অর্থ: অপরাধীদের চেনা যাবে তাদের লক্ষণ দেখেই। (আল কুরআন ৫৫: ৪১)

يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ●

অর্থ: সেদিন প্রতিটি মানুষই দেখতে পাবে তার দুই হাত কী কামাই করে (অর্থাৎ- সে কি কৃতকর্ম) সম্মুখে (বিচার দিনের জন্যে) পাঠিয়েছে? আর (তখন) কাফির বলবে: 'হায়, আমি যদি মাটি হতাম!' (আল কুরআন ৭৮: ৪০)

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ● فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ● وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ● وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ● فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ●

অর্থ: সেখানে যার কিতাব (কৃতকর্মের রেকর্ড বা আমলনামা) দেয়া হবে তার ডান হাতে, তার কাছ থেকে নেয়া হবে একটা সহজ হিসাব, এবং সে তার পরিবার- পরিজনের কাছে ফিরে যাবে হাসি খুশি আর আনন্দ উৎফুল্ল চিত্তে। তবে যার কিতাব (কৃতকর্মের রেকর্ড বা আমলনামা) দেয়া হবে তার পেছন দিক থেকে, সে ডাকবে মৃত্যুকে। (আল কুরআন ৮৪: ৭- ১১)

الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ● يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ●

অর্থ: সেদিন বন্ধুরা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে, মুত্তাকিরা ছাড়া। হে আমার (মুত্তাকি) দাসেরা! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। (আল কুরআন ৪৩: ৬৭- ৬৮)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ● وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ

رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ● وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ● وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ● قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ● وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ● وَقَالُوا الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ● وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ●

অর্থ: আর শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, সাথে সাথে আসমান ও জমিনে যারাই আছে সবাই মরে পড়ে যাবে। তবে আল্লাহ যাদের (জীবিত রাখতে) চাইবেন, তাদের কথা ভিন্ন। তারপর শিংগায় আরেকটি ফুৎকার দেয়া হবে। তখন সাথে সাথে সবাই জীবিত হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে এবং তাকাতে থাকবে (অথবা, অপেক্ষা করতে থাকবে)। পৃথিবী উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে তার প্রভুর নূরে। কিতাব (আমলের রেকর্ড) এনে হাজির করা হবে এবং নবীদের এবং সাক্ষীদের এনে হাজির করা হবে। আর তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেয়া হবে হক ফায়সালা এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার যুলুম করা হবেনা। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার আমলের প্রতিদান দেয়া হবে পুরোপুরি। আর মানুষ যা করে তা তো তিনিই (আল্লাহই) সর্বাধিক জানেন। (বিচার ফায়সালার পর) যারা কুফুরি করেছে (বলে প্রমাণিত হবে), তাদের দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের অভিমুখে। যখন তারা সেখানে পৌঁছুবে, জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে এবং এর ব্যবস্থাপকরা তাদের জিজ্ঞেস করবে: 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রসূলরা (আল্লাহর বার্তা বাহকরা) আসেননি? তারা কি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেননি এবং তোমাদের সতর্ক করেননি যে, তোমাদেরকে একসময় এই দিনটির সম্মুখীন হতে হবে?' তারা বলবে: 'হাঁ, তাঁরা এসেছিলেন, কিন্তু আযাবের সিদ্ধান্ত কাফিরদের জন্যে অবধারিত হয়ে গেছে।' বলা হবে: 'দাখিল হও জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে। চিরকাল তোমরা সেখানেই থাকবে। কতো যে নিকৃষ্ট অহংকারীদের আবাস।' যারা তাদের

প্রভুর অবাধ্য হওয়া থেকে আত্মরক্ষা করে জীবন যাপন করেছে, তাদের দলে দলে নিয়ে যাওয়া হবে জান্নাতের অভিমুখে। যখন তারা সেখানে পৌঁছুবে, খুলে দেয়া হবে জান্নাতের সব দরজা। সেখানকার ব্যবস্থাপকরা বলবে: 'আপনাদের প্রতি সালাম, আপনারা উত্তম কাজ করে এসেছেন। সুতরাং চিরদিনের জন্যে প্রবেশ করুন এখানে (এই জান্নাতে)।' তারা বলবে: 'সমস্ত শুকরিয়া আল্লাহর, তিনি আমাদেরকে দেয়া ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন এবং আমাদেরকে ওয়ারিশ বানিয়েছেন এই পৃথিবীর। এখন জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা আমরা আবাস বানাবো। পুণ্যকর্মীদের পুরস্কার কতো যে উত্তম!' আর তুমি দেখতে পাবে, ফেরেশতারা আরশের চারপাশে বৃত্ত বানিয়ে ঘোষণা করছে তাদের প্রভুর প্রশংসার তসবিহ্। এভাবেই নিখাদ ন্যায্যভাবে ফায়সালা করে দেয়া হবে মানুষের মাঝে, আর ঘোষণা করা হবে: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাববুল আলামিনের। (আল কুরআন ৩৯: ৬৮- ৭৫)

৪. জান্নাত ও জাহান্নাম

দুনিয়াতে যারা আল্লাহর মর্জি অনুযায়ী চলবে, আল্লাহ পরকালে তাদের জান্নাত দানে পুরস্কৃত করবেন। জান্নাত এক অফুরন্ত সুখ- সম্ভোগ ও আনন্দের স্থান। জান্নাতবাসীদের সেখানে অফুরন্ত নেয়ামত দান করা হবে। সেখানে তারা চিরদিন ও চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। সেখানে কারো মৃত্যু ঘটবে না। রোগ শোক থাকবে না, সেখানে মানুষের যা ইচ্ছে হবে এবং যা কিছু তারা দাবি করে সবই তারা পাবে।

পক্ষান্তরে, দুনিয়াতে যারা আল্লাহর নাফরমানি করবে, আল্লাহর দেয়া সমস্ত নেয়ামত ভোগ করে আল্লাহর মর্জির বিরুদ্ধে চলবে, আল্লাহ তাদের জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করবেন। জাহান্নাম সীমাহীন কষ্ট ও শাস্তির স্থান। এর রয়েছে বিভিন্ন স্তর এবং রয়েছে বিচিত্র শাস্তি। কুরআনে এ শাস্তির এতো লোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে, তা যদি মানুষ চিন্তা করতো তা হলে সব মানুষই সৎ হয়ে চলতো:

فَأَمَّا مَنْ طَغٰى ● وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ● فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوٰى ● وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ● فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى ●

"আর যে বিদ্রোহ করেছিল এবং (আখিরাতের চাইতে) অগ্রাধিকার দিয়েছিল দুনিয়ার জীবনকে, তার আবাস হবে জাহিম (দোযখ)। আর যে তার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়াবার ভয়ে ভীত ছিলো এবং নিজেকে আত্মার দাসত্ব ও মন্দ কামনা- বাসনা থেকে বিরত রেখেছিল, জান্নাতই হবে তার আবাস। (আল কুরআন ৭৯: ৩৭- ৪১)

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ●

অর্থ: অকৃতজ্ঞদের জন্যে আমরা তৈরি করে রেখেছি শিকল, বেড়ি, আর জ্বলন্ত আগুন। (আল কুরআন ৭৬: ৪)

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ● لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ● لَّابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ● لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ● إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ●

অর্থ: অবশ্যি জাহান্নাম অতর্কিত আক্রমণের এক গোপন ঘাটি। আল্লাহদ্রোহী সীমালংঘনকারীদের বাসস্থান। যুগ যুগ ধরে (অনন্তকাল) তারা অবস্থান করবে সেখানে। সেখানে তারা না ঠান্ডা, আর না পানযোগ্য কিছু আস্বাদন করবে। তবে পান করবে শুধু ফুটন্ত পানি আর ক্ষত থেকে নির্গত পুঁজ। (আল কুরআন ৭৮: ২১- ২৫)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ●

অর্থ: পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, আমরা অবশ্যি তাদের দাখিল করবো জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। (আল কুরআন ৪: ১২২)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ● جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ● سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ●

অর্থ: তাদেরই জন্যে রয়েছে পরিণামের ঘর। তা হলো চিরস্থায়ী জান্নাত, তাতেই তারা দাখিল হবে এবং তাদের বাবা- মা, স্বামী- স্ত্রী ও সন্তান- সন্ততিদের মধ্যে যারা নিজেদের এসলাহ (সংশোধন) করেছে তারাও। প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশতারা তাদের কাছে দাখিল হবে। তারা বলবে: 'সালামুন আলাইকুম- আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কতো যে উত্তম পরিণাম আপনাদের! (আল কুরআন ১৩: ২২- ২৪)

গোটা কুরআন মজিদে ও হাদিসে পরকালের ব্যাপক ও বিস্তারিত চিত্র অংকিত হয়েছে। এখানে আমরা পরকালের মৌলিক ধারণা পেশ করারই চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই পরকালের এ সার্বিক অবস্থার উপর ঈমান আনতে হবে এবং পরকালের মুক্তির ব্যবস্থা দুনিয়া থেকেই করে যেতে হবে।

৫. ঈমান বিল আখিরাতের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা

পরকালের পতি ঈমান না আনা আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনারই শামিল। পরকালের প্রতি বে- ঈমান হওয়ার অর্থই হচ্ছে: আল্লাহ তায়ালা যে মানুষকে

তাঁর গোলামি ও খেলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন এবং এ দায়িত্ব সম্পর্কে যে তাঁর নিকট জবাবদিহি করতে হবে তা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া ও অস্বীকার করা। অথচ মানুষকে কোনো অবস্থাতেই দায়িত্বহীন করে সৃষ্টি করা হয়নি:

اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ●

অর্থ: মানুষ কি ধরে নিয়েছে যে, তাকে এমনিতেই ছেড়ে দেয়া হবে? (আল কুরআন ৭৫: ৩৬)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ●

অর্থ: তোমরা কি ধরে নিয়েছিলে যে, আমরা বিনা কারণেই তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম? আর তোমাদেরকে (জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে) আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবেনা? (আল কুরআন ২৩: ১১৫)

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ●

অর্থ: নিশ্চয়ই কান, চোখ, অন্তর এর প্রত্যেকটি সম্পর্কেই কৈফিয়ত চাওয়া হবে। (আল কুরআন ১৭: ৩৬)

আখিরাত অবিশ্বাসের ফলে মানুষের দুনিয়ার জীবন লক্ষ্যহীন হয়ে যায়। দুনিয়ার চাকচিক্যই তার লক্ষ্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার ফলাফলকেই সে চূড়ান্ত ফলাফল মনে করে নেয়। জীবনের প্রকৃত ও চূড়ান্ত ফলাফলকে তারা থাকে ভুলে। শেষ পর্যন্ত তাদের পরকালীন চিরন্তন জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়। কুরআন বলে:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ●

অর্থ: আর যারা ঈমান রাখেনা আখিরাতের প্রতি, আমরা তাদের চোখে তাদের কর্মকান্ডকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি, ফলে তারা বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায়। (আল কুরআন ২৭: ৪)

وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا: "এবং দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করে রেখেছিল।" (আল কুরআন ৭: ৫১)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ●

অর্থ: তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকটাই জানে, আর আখিরাত সম্পর্কে তারা একেবারেই গাফিল- অজ্ঞ। (আল কুরআন ৩০: ৭)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ● الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ● أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ●

অর্থ: হে নবী! বলো: আমরা কি তোমাদের সংবাদ দেবো, আমলের দিক থেকে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত কারা? তারা হলো সেইসব লোক, যারা দুনিয়ার জীবনে নিজেদের প্রচেষ্টাকে পরিচালিত করে ভ্রান্ত পথে, অথচ তারা মনে করে তারা খুব সুন্দর কাজ করছে। এরাই তাদের প্রভুর আয়াত এবং তাঁর সাথে সাক্ষাত হওয়াকে অস্বীকার করে। (আল কুরআন ১৮: ১০৩- ১০৫)

পরকাল অবিশ্বাসীরা সঠিক পথ অবলম্বন করতে পারে না। তারা সত্যকে অস্বিকার করে এবং তাদের মন হয় অহংকারী। কুরআন বলে:

وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ، ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ● وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ●

অর্থ: আর তারা ভ্রান্ত পথ দেখলেই সেটাকে চলার পথ হিসেবে গ্রহণ করবে। এর কারণ তারা আমাদের আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে ব্যাপারে তারা গাফিল। যারা আমাদের আয়াত এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে, নিষ্ফল হয়ে গেছে তাদের সমস্ত আমল। (আল কুরআন ৭: ১৪৬- ১৪৭)

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ●

অর্থ: সুতরাং যারা আখিরাতের প্রতি ঈমান আনেনা, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা দাম্ভিক। (আল কুরআন ১৬: ২২)

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ●

অর্থ: সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠ ছাড়া আর কেউ- ই অস্বীকার করেনা সেই দিবসকে। (আল কুরআন ৮৩: ১২)

পরকালীন জীবনের প্রতি অবিশ্বাসী পরকালের চিরন্তন কল্যাণ থেকে হয় সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কারণ দুনিয়াটাই তো হচ্ছে তার কাছে সব কিছু:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ● وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ●

অর্থ: কিন্তু তোমরা প্রাধান্য দিয়ে চলছো দুনিয়ার হায়াতকে অথচ আখিরাতই হলো সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী। (আল কুরআন ৮৭: ১৬- ১৭)

পক্ষান্তরে পরকাল বিশ্বাসের ফলে মানুষের জীবনের লক্ষ্যবস্তু সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে যায়। এ দুনিয়ার চাকচিক্যকে সে মোটেই পরোয়া করে না। আখিরাতটাই তার সবকিছু। তার দৃষ্টিকোণই সম্পূর্ণ ভিন্নতর হয়ে দাঁড়ায়। যে দুনিয়ায় নিজেকে আল্লাহর দাস ও প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বশীল মনে করে। সে নিজের মধ্যে মালিকের নিকট দায়িত্বের জবাবদিহিতার অনুভূতি লালন করে। মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন করাই তার জীবনের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়। এ জন্যে ইচ্ছা ও পরিবেশের দাসত্বকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও কুরবানি করে মালিকের মর্জি অনুযায়ী চলাই হয় তার জীবনের মূল লক্ষ্য। এ পথেই তার জীবনের সমস্ত

চেষ্টা সাধনা নিয়োজিত হয়ে যায়। এটাকেই সে পরকালীন চিরন্তন জীবনের মুক্তির উপায় বলে মনে করে। আর এ দুনিয়ায় সে পরকালের মুক্তির জন্যেই পাগলপারা হয়ে কাজ করে। তাই দুনিয়াটা হয়ে যায় তার নিকট নগণ্য। তার লক্ষ্য পথের প্রতিবন্ধক হলে গোটা দুনিয়ার সম্পদকে উপেক্ষা করতেও সে পরোয়া করে না। দুনিয়াটা তার কাছে একটা খেল- তামাসার জায়গা মাত্র।

এভাবে সঠিক লক্ষ্য পথে এবং যথার্থ দৃষ্টিকোণ নিয়ে অগ্রসর হওয়ার ফলে দুনিয়ার জীবনে সে চরম উপেক্ষিত হলেও তার পরকালীন চিরন্তন জীবন হয় সাফল্য মন্ডিত। সে হয় পরম সফলকাম:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ● فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

অর্থ: আর যে তার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়াবার ভয়ে ভীত ছিলো এবং নিজেকে আত্মার দাসত্ব ও মন্দ কামনা- বাসনা থেকে বিরত রেখেছিল, জান্নাতই হবে তাদের আবাস। (আল কুরআন ৭৯: ৪০)

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ●

অর্থ: এই দুনিয়ার জীবনটা খেলতামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আখিরাতের জীবনই চিরন্তন জীবন। (আল কুরআন ২৯: ৬৪)

اِعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ●

অর্থ: জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবনটা হলো খেল তামাশা, চাকচিক্য, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধনমাল ও সন্তান- সন্ততির প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। এর উপমা হলো বৃষ্টি, যার উৎপাদিত শস্য চারা কৃষকদের উৎফুল্ল করে। তারপর তা শুকিয়ে যায়। ফলে তুমি দেখতে পাও তা হলুদ বর্ণ হয়ে গেছে, অবশেষে তা পরিণত হয় খড়কুটায়। আর আখিরাতে রয়েছে কঠোর আযাব, মাগফিরাত (ক্ষমা) এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবনটা প্রতারণার সামগ্রি ছাড়া আর কিছু নয়। (আল কুরআন ৫৭: ২০)

প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, আখিরাতে অবিশ্বাস মানুষের পার্থিব জীবনকে হিংসা- বিদ্বেষ, লোভ- লালসা, নিষ্ঠুরতা- কঠোরতা, স্বার্থপরতা, গর্ব- অহংকার ও প্রতারণায় নিমজ্জিত করে দেয়। আর এর ফলশ্রুতিতে পরকালীন জীবনকে করে দেয় ধ্বংস ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত। পক্ষান্তরে পরকালীন চিত্রের প্রতি ঈমান ও প্রত্যয় মানুষের পার্থিব জীবনকে করে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহমুখী আর চিরস্থায়ী পরকালীন জীবনে এনে দেয় পরম সাফল্য ও কল্যাণের অফুরন্ত ধারা:

لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ● مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، وَبِئْسَ الْمِهَادُ ● لَـٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ●

অর্থ: যারা কুফুরি করেছে, বিশ্বের বুকে তাদের অবাধ বিচরণ যেনো তোমাদের প্রতারিত না করে। এ তো স্বল্পকালীন ভোগমাত্র। তারপরই তাদের আবাস হবে জাহান্নাম, আর তা যে কতো নিকৃষ্ট ঠিকানা! তবে যারা তাদের প্রভুকে ভয় করবে, তাদের জন্যে থাকবে জান্নাতসমূহ, যেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। এ হবে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে মেহমানদারি। আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে পুণ্যবানদের জন্যে তাই সর্বোত্তম। (আল কুরআন ৩: ১৯৬- ১৯৮)

৬. এ অধ্যায়ের সারকথা

এ অধ্যায়ে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি, তার সারকথা হলো:

১. সব মানুষের মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুর পর থেকেই মানুষের পরকালীন জীবন আরম্ভ হয়। এ জীবন আর কখনো শেষ হবে না।

২. মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের আত্মা 'বরযখ' নামক একটা বিশেষ জগতে অবস্থান করে। বরযখকে অপ্রকৃত অর্থে হাদিসে 'কবর' বলা হয়েছে। এখানে নেককাররা বেহেশতের আনন্দ অনুভব করবেন আর পাপীরা দোযখের আযাব অনুভব করবে।

৩. একটা সময় আসবে যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ সময়টি আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। শিংগায় ফুঁক দেয়ার সাথে সাথেই এ প্রলয় সংঘটিত হবে। তিনবার ফুঁক দেয়া হবে। প্রথম ফুঁকে নিখিল বিশ্ব কেঁপে উঠবে। সব কিছু ঘুরতে থাকবে। দ্বিতীয় ফুঁকে সব কিছুর বিলয় ঘটবে এক আল্লাহ ছাড়া। তৃতীয় ফুঁকে সব মানুষকে পুনরুত্থিত করে হাশর করা হবে এবং এ পৃথিবীকেই বানানো হবে হাশর ময়দান।

৪. হাশর ময়দানে আল্লাহর আদালত বসবে। সেখানে পাপীরা শাস্তি ভোগ করবে। নেককার লোকেরা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবে। কাউছার নামক ঝর্ণার পানি তারা পান করবে। দুনিয়াতে প্রত্যেক মানুষের আমলের রেকর্ড রাখা হয়। সে অনুযায়ী আল্লাহ মানুষের বিচার করবেন। সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার করবেন তিনি । কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম তিনি করবেন না। সেখানে শুধু মানুষের নেক আমলই কাজে আসবে। অন্য কেউ এবং কিছুই কাজে আসবে না। সেখানে কেউ কারো পক্ষে সুপারিশও করতে পারবে না তবে আল্লাহ যদি কাউকেও অনুমতি দেন।

৫. বিচারের পর পাপী ও নাফরমান বলে যারা সাব্যস্ত হবে, তাদেরকে এমন এক স্থানে নেয়া হবে, যার নাম জাহান্নাম। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান। এটার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এখানে শুধু শাস্তি আর শাস্তি, দাউ দাউ করা আগুন এবং আরো নানা রকম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এদের কোনো প্রকার সুখাদ্য ও সুপেয় দেয়া হবে না। এদের খাদ্য হবে পূজ ক্ষতের ক্ষরণ, যাক্কুম গাছ ইত্যাদি। তারা চিরদিন এ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

৬. ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর নেককার লোকদের মিছিল করে নিয়ে যাওয়া হবে এমন এক স্থানে যার নাম জান্নাত। এ হচ্ছে অতিশয় আরাম, আনন্দ ও সম্ভোগের স্থান। সেখানে আল্লাহ তাদের অফুরন্ত লোভনীয় পুরস্কার দান করবেন। তাদের যা ইচ্ছা হবে, যা তারা দাবি করবে, সবই তারা পাবে। সর্বোপরি তারা আল্লাহকে দেখতে পাবে। এখানে তারা চিরদিন থাকবে।

৭. পরকালের প্রতি ঈমানের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। কারণ যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের কাছে এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া বড় হয়ে দেখা দেয়। এখানকার লাভ লোকসানকেই তারা আসল লাভ লোকসান মনে করে। এখান থেকেই সব ফায়দা হাসিল করার জন্যে তাদের মধ্যে গর্ব অহংকার, লোভ লালসা, নিষ্ঠুরতা স্বার্থপরতা, হিংসা- বিদ্বেষ, কামনা- বাসনা ও আত্মপূজার ব্যাধি দেখা দেয় এবং তাদের মালিক আল্লাহ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ গাফিল থাকে। তাই তাদের পরকাল সম্পূর্ণ ধ্বংস ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়। চিরস্থায়ী শাস্তির মধ্যে হয় তারা নিক্ষিপ্ত।

৮. পরকাল বিশ্বাসীরা হয় পুরোপুরিভাবে আল্লাহমুখী। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে গোটা দুনিয়া প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালেও তারা তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। আল্লাহর অসন্তুষ্টির আশংকা থাকলে তারা যেকোনো বিরাট স্বার্থ ত্যাগ করতেও পরোয়া করে না। এর কারণ হচ্ছে, তাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে, পরকালে তারা তাদের দুনিয়ার ক্রিয়া কান্ডের জন্য আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং তাদের গোটা যিন্দেগি ন্যায় ও পবিত্রতা দ্বারা পরিচালিত হয়। এরই ফলশ্রুতিতে আখিরাতে তারা আল্লাহর আযাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। জান্নাতের চিরসুখ ও আনন্দ হাসিল করবে। এমনি করে তাদের পরকালীন চিরন্তন জীবন হবে স্বার্থক ও সাফল্য মন্ডিত:

- تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا

অর্থ: আখিরাতের সেই ঘর আমরা তৈরি করে রেখেছি তাদের জন্যে, যারা পৃথিবীতে উদ্ধত হতে চায়না এবং সৃষ্টি করতে চায়না ফাসাদ। (আল কুরআন ২৮: ৮৩)

❖ ❖ ❖

৬. ঈমান বিল মালায়িকা

ইসলামের বুনিয়াদি ঈমানের মধ্যে মালায়িকা বা ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান একটি। কুরআন মজিদে তাদের অতিপ্রাকৃত জীব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশাল সৃষ্টি জগত পরিচালনার কাজে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার জন্যে তাদের সৃষ্টি করেছেন। তারা নারী বা পুরুষ নয়। তাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘুম- নিদ্রা ও কামনা- বাসনা নেই। তাদের আকৃতি ও সংখ্যা মানুষকে জানানো হয়নি। তারা শুধু আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং তাঁর গুণগান বর্ণনায় নিয়োজিত রয়েছে। এটাই হচ্ছে ফেরেশতাদের সম্পর্কে কুরআনি ধারণা।

কিন্তু বিভিন্ন যুগে মানুষ ফেরেশতাদের সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের জন্ম দিয়েছে। কেউ তাদের আল্লাহর সন্তান- সন্তুতি, কেউ তাদের আল্লাহর রাজ্যের অংশীদার, কেউ সুপারিশকারী, কেউ বিভিন্ন প্রকার দেবতা, কেউ নিয়্যত পুরণকারী ইত্যাদি বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু কুরআন এসব কিছুরই প্রতিবাদ করেছে এবং তাদের সঠিক মর্যাদা দান করেছে। সে অনুযায়ী তাদের প্রতি ঈমান আনতে হবে। তার চাইতে বেশিও নয় কমও নয়। আর ফেরেশতাদের প্রতি সঠিক ধারণা পোষণের জন্যেই কুরআনে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি সঠিক ধারণা পোষণে ব্যর্থ হলে খালিস তাওহিদের সাথে শিরকের মিশ্রণ হয়ে পড়ে। তাই ফেরেশতাদের সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা ঈমানের বুনিয়াদি অঙ্গ।

১. ফেরেশতাদের সঠিক মর্যাদা

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، سُبْحَانَهُ، بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ● لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ● يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ● وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ●

অর্থ: তারা বলে: ‘রহমান সন্তান গ্রহণ করেছেন।’ সুবহানাল্লাহ, তিনি এ থেকে পবিত্র মহান। তারা (ফেরেশতারা) তো তাঁর সম্মানিত দাস। তারা তাঁকে অতিক্রম করে কোনো কথা বলেনা। তারা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। তিনি তাদের সামনের ও পেছনের সবকিছু অবগত! তারা শাফায়াত করবেনা, তবে আল্লাহ যাদের ব্যাপারে সন্তুষ্ট। আর তারা সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে তাঁর ভয়ে। তাদের কেউ যদি বলে: ‘আল্লাহ ছাড়া আমিও একজন ইলাহ্।’ আমাদের কাছে তার দণ্ড হলো জাহান্নাম। যালিমদের আমরা এ রকম দণ্ডই দিয়ে থাকি। (আল কুরআন ২১: ২৬- ২৯)

لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ●

অর্থ: তারা অমান্য করেনা তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয়। যা নির্দেশ দেয়া হয় তারা তাই করে। (আল কুরআন ৬৬: ০৬)

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ •

অর্থ: বজ্রধ্বনি প্রশংসার সাথে তাঁর তসবিহ করে এবং ফেরেশতারাও করে তাঁর ভয়ে। (আল কুরআন ১৩: ১৩)

কুরআনের ভাষণ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলো, ফেরেশতারা শুধুমাত্র দাস বা গোলাম মাত্র। তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। আল্লাহর হুকুম ছাড়া তারা কারো জন্যে কোনো সুপারিশ করবে না। আল্লাহর আদেশ উচ্চারিত হওয়ার পূর্বে তারা টুশব্দটিও করবে না।

তারা যথাযথভাবে শুধু আল্লাহর নির্দেশ পালন করে যায়। কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। তারা প্রশংসা, তসবিহ ও গুণকীর্তনে লিপ্ত থাকে এবং সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।

২. মানুষের চাইতে ফেরেশতার মর্যাদা বেশি নয়

হযরত আদম আ.- কে সৃষ্টি করার পর ফেরেশতাদের নির্দেশ দেয়া হয় তাঁকে সাজদা করতে:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا ●

অর্থ: (আরো স্মরণ করো) যখন আমরা ফেরেশতাদের বলেছিলাম: 'সাজদা করো আদমকে। (আল কুরআন ২: ৩৪)

এতে প্রমাণ হলো, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মানুষের চাইতে আর কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। ফেরেশতারা যদিও 'ইবাদুম মুকরামুন' বা সম্মানিত বান্দা, কিন্তু তারাও মানুষের সামনে সাজদায় নত হয়েছে। সুতরাং মানুষের মধ্যে আত্ম- সম্ভ্রম থাকা উচিত এবং বিনীতভাবে এক লা- শারীক আল্লাহর সম্মুখে সাজদায় অবনত হওয়া উচিত।

৩. ফেরেশতাদের বিভিন্ন দায়িত্ব

কুরআন মজিদে ফেরেশতাদের কিছু কিছু দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন:

এক. নবী রসূলদের নিকট আল্লাহর বাণী ও বিধি ব্যবস্থা পৌঁছে দেয়া:

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ●

অর্থ: বলো (হে মুহাম্মদ): যে কেউ শত্রুতা করবে জিবরিলের সাথে, তার জেনে রাখা উচিত, জিবরিল তা (এই কুরআন) আল্লাহর হুকুমেই তোমার কলবে নাযিল করছে। (২ আল বাকারা: আয়াত ৯৭)

ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ● مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ●

অর্থ: সে বড় শক্তিধর এবং আরশের মালিকের কাছে মর্যাদার অধিকারী, সেখানে তাকে মান্য করা হয়,[২] এবং সে খুবই বিশ্বস্ত। (৮১ আত তাকভির: আয়াত ২০- ২১)

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ● نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই এ কুরআন রাববুল আলামিনের নাযিলকৃত। এটি নিয়ে নাযিল হয়েছে রুহুল আমিন (জিবরিল)। (আল কুরআন ২৬: ১৯২- ১৯৩)

দুই. বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় কর্মচারীর দায়িত্ব পালন: ফেরেশতারা আল্লাহ তায়ালার বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় কর্মচারীর দায়িত্বও পালন করে। কুরআন বলে:

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ● وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ● وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ● فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ● فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ●

অর্থ: শপথ সেই (ফেরেশতাদের), যারা অত্যন্ত কঠোর ও নির্মমভাবে টেনে হিঁচড়ে বের করে নেয় (কাফির ও দুষ্কৃতকারীদের প্রাণ)। আর শপথ সেই (ফেরেশতাদের) যারা অত্যন্ত কোমলভাবে বের করে আনে (মুমিনদের আত্মা)। এবং শপথ সেইসব (ফেরেশতা, কিংবা গ্রহের) যারা সাঁতরে চলে। আর শপথ সেইসব (ফেরেশতা, নক্ষত্র, কিংবা ঘোড়ার) যারা নির্দেশক্রমে সবেগে ধাবিত হয়। আর শপথ সেই (ফেরেশতাদের) যারা তাদের প্রভুর নির্দেশক্রমে কার্য সম্পাদন করে থাকে। (আল কুরআন ৭৯: ১- ৫)

তিন. মানুষের জান কবজ করা: এক দল ফেরেশতা আছে, যাদের দায়িত্ব হলো মানুষের জান কবজ করা। কুরআন বলে:

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ●

অর্থ: বলো: ‘তোমাদের ওফাত ঘটাবে মালাকুল মউত (মউতের ফেরেশতা) যাকে তোমাদের মৃত্যু ঘটাবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। তারপর তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হবে তোমাদের প্রভুর কাছে। (আল কুরআন ৩২: ১১)

---

02. অর্থাৎ- ফেরেশতারা তার হুকুম মেনে চলে।

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ، يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ●

অর্থ: ফেরেশতারা যাদের ওফাত ঘটায় পবিত্র জীবন- যাপন করা অবস্থায়। তারা (তাদের ওফাত ঘটাতে এসে) বলে: 'সালামুন আলাইকুম- আপনাদের প্রতি বর্ষিত হোক শান্তি, আপনারা দাখিল হোন জান্নাতে আপনাদের উত্তম আমলের বিনিময়ে। (১৬ আন নহল: আয়াত ৩২)

চার. মানুষের আমলের রেকর্ড সংরক্ষণ করা: একদল ফেরেশতা মানুষের আমলের রেকর্ড সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত। কিয়ামত পর্যন্ত তারা এ দায়িত্ব পালন করবেন। সকল মানুষের কাজেরই তারা হিসাব রাখেন:

كِرَامًا كَاتِبِينَ ● يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ●

অর্থ: তারা হলো মর্যাদাবান নিবন্ধনকারী (recorder)। তারা জানে তোমরা যাই করো। (৮২ আল ইনফিতার: আয়াত ১১- ১২)

পাঁচ. আল্লাহর পথের মুজাহিদদের সাহায্য- সহায়তা করা: যেসব মর্দে মুমিন আল্লাহর দীন প্রবর্তনের জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করে- তাদের সাহায্যার্থে আল্লাহ ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন:

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ●

অর্থ: যখন তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলে, তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করে বলেছিলেন: 'আমি তোমাদের সাহায্য করবো এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে, তারা যাবে একের পর এক। (সূরা ০৮ আল আনফাল: আয়াত ০৯)

ছয়. অপরাধী জাতির উপর আল্লাহর আযাব কার্যকর করা: যেসব জাতিকে আল্লাহ তায়ালা তাদের অপরাধ ও দুষ্কৃতির জন্যে শাস্তি দিতে চান, সেখানে তিনি ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন। অতপর তারা সে জাতির উপর আল্লাহর আযাব কার্যকর করে:

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ● قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ● لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ● مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ●

"ইবরাহিম বললো: হে প্রেরিত ফেরেশতারা! আপনারা বিশেষ কী দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন? তারা বললো: আমাদের পাঠানো হয়েছে অপরাধী (লুত) সম্প্রদায়ের প্রতি। তাদের উপর পোড়া মাটির ঢিল নিক্ষেপ করার জন্যে, সেগুলো সীমালংঘনকারীদের জন্যে চিহ্নিত আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে।" (আল কুরআন ৫১: ৩১)

সাত. ঈমানের পথে অটল নরশার্দুলদের উৎসাহিত করা: যে সমস্ত লোক ঈমানের পথে অটল অবিচল থেকে বাতিলের মোকাবেলা করে যায়, আল্লাহ তায়ালা তাদের উৎসাহিত করা ও দৃঢ়তা দান করার জন্যে ফেরেশতা পাঠিয়ে দেন:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ● نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ● نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা বলে: 'আল্লাহ আমাদের প্রভু', অত:পর একথার উপর অটল- অবিচল থাকে, তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলে: 'আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিতও হবেন না। আপনারা খুশি হয়ে যান সেই জান্নাতের জন্যে যার ওয়াদা আপনাদের দেয়া হয়েছিল। আমরা দুনিয়ার জীবনেও আপনাদের অলি (বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক) এবং আখিরাতেও। সেখানে আপনাদের জন্যে মওজুদ রয়েছে যা আপনাদের মন চাইবে এবং আপনাদের জন্যে মওজুদ রয়েছে যা আপনারা আদেশ করবেন সবই। এ হলো পরম ক্ষমাশীল দয়াবানের পক্ষ থেকে আতিথ্য।' (আল কুরআন ৪১: ৩০- ৩২)

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ●

অর্থ: স্মরণ করো, তোমাদের প্রভু ফেরেশতাদের প্রতি অহি করে বলেছিলেন: আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা মুমিনদের অবিচল রাখো। (০৮ আল আনফাল: আয়াত ১২)

৪. চারজন বড় ফেরেশতা

হাদিসে চারজন ফেরেশতার নাম উল্লেখিত হয়েছে। এর মধ্যে দু'জনের নাম কুরআনেও আছে। হাদিসে এদের দায়িত্বের কথাও উল্লেখ আছে।

জিবরিল: এই ফেরেশতার কথা কুরআনে অধিক উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে বিভিন্ন নামে তাঁর উল্লেখ হয়েছে। যেমন: ক. জিবরিল, খ. রূহ, গ. রসূলুন করিম, ঘ. রূহুল কুদুস, ঙ. রূহুল আমিন ইত্যাদি। নবী রসূলদের নিকট আল্লাহর বাণী ও বিধান পৌঁছে দেয়া তাঁর একটা বড় দায়িত্ব।

মিকাঈল: এই ফেরেশতার নামও কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে তিনি বৃষ্টি ও রিযিক বিতরণের দায়িত্ব পালন করেন।

ইসরাফিল: ইনি শিংগায় ফুঁক দেবেন।

আজরাঈল: ইনি মানুষের জান কবজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত।

৫. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আল্লাহর প্রতি ঈমানের পরিপূর্ণতা এবং তার আবশ্যিক পরিশিষ্ট মাত্র। এর উদ্দেশ্য শুধু ফেরেশতাদের অস্তিত্বের প্রতি স্বীকৃতি দানই নয়, বরং প্রকৃত গুরুত্ব হচ্ছে, বিশ্ব ব্যবস্থায় তাদের সঠিক মর্যাদা উপলব্ধি করা, যাতে করে আল্লাহর প্রতি ঈমান খালেস তাওহিদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিরক ও গায়রুল্লাহর ইবাদতের তামাম মিশ্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো: মানুষকে জগত- সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মচারীদের প্রতি স্বীকৃতি দান করা। এছাড়া মানুষ আল্লাহর বিশাল সাম্রাজ্যে নিজের মর্যাদাকে সঠিকভাবে উপলব্ধির করতে পারবে না এবং সে সম্পর্কে সচেতনও হতে পারবেনা:

مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ●

অর্থ: যে কেউ শত্রু হবে আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর রসূলদের এবং জিবরিল ও মিকালের, অবশ্যি আল্লাহও হবেন সেই কাফিরদের শত্রু। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ৯৮)

৬. এ অধ্যায়ের সারকথা

১. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ইসলামের বুনিয়াদি ঈমানসমূহের একটি। তাদের ব্যাপারে অজ্ঞতাবশত মানুষ বিভিন্ন শিরকি ধারণা পোষণ করে। সুতরাং এসব ভ্রান্ত ধারণা বর্জিত প্রকৃত ও যথার্থ পরিচয় লাভ করার জন্যেই ঈমানিয়াতে তাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ হয়েছে।

২. ফেরেশতাদের সঠিক মর্যাদা হলো, তারা আল্লাহ তায়ালার দাস ও হুকুমের তাবেদার মাত্র। তাঁর সম্মুখে তারা সদাভীত- সন্ত্রস্ত। আল্লাহ তাদের সম্মানিত করেছেন। তাদের আকার আকৃতি মানুষের অজ্ঞাত। তবে তারা নারীও নয় পুরুষও নয়। আল্লাহর সম্রাজ্যের তারা কর্মচারী মাত্র।

৩. ফেরেশতাদের মর্যাদা মানুষের চাইতে বেশি নয়।

৪. আল্লাহ তায়ালার বিশ্ব ব্যবস্থাপনা পরিচালনার কাজে বিশ্বস্ত অনুগত আজ্ঞাবহ হিসেবে তারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে।

৫. চারজন ফেরেশতা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের উপর আল্লাহর সাম্রাজ্য পরিচালনার বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে।

৬. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের প্রতি ঈমান আল্লাহর প্রতি ঈমানের পরিপূর্ণতা ও আবশ্যিক অংশ। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান ব্যতীত মানুষ নিজেদের সঠিক মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে না।

❖ ❖ ❖

৭. আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান

১. কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান

আল্লাহ তায়ালার অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান বুনিয়াদি ঈমানসমূহের অন্যতম। ইসলামের পরিভাষায় কিতাব বলতে বুঝায় এমন গ্রন্থকে, যা মানুষের হিদায়াতের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলদের মাধ্যমে নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ কিতাব হচ্ছে সেই 'আসমানি কালাম' যা মানুষের নিকট পৌঁছে দিতে, যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে এবং যাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে দুনিয়ায় পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু কিতাবের ভাষা ও অর্থ কোনোটাতেই পয়গম্বরগণের নিজস্ব বুদ্ধি ও চিন্তা এবং ইচ্ছা ও আকংখার বিন্দুমাত্র সংমিশ্রণ থাকে না। কিতাব হচ্ছে নিরেট ও বিশুদ্ধ আল্লাহর কালাম। প্রত্যেক নবী নিজে যে ভাষায় কথা বলতেন, তার নিকট সে ভাষায় কিতাব নাযিল হয়েছে। নবী ও কিতাবের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নবী ব্যতীত কিতাব মানব সমাজে রূপায়িত হওয়া সম্ভবই ছিলো না।

২. সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে হবে

কুরআন মজিদের ভাষ্য অনুযায়ী এমন কোনো জাতি নেই, যাদের কাছে নবী ও কিতাব প্রেরণ করা হয়নি। সমস্ত নবী ও কিতাব একই উৎস অর্থাৎ এক লা- শরীক আল্লাহর নিকট থেকে হিদায়াত হিসেবে এসেছে। সর্বশেষ কিতাব হচ্ছে আল কুরআন। এটা সর্বশেষ রসূল মুহাম্মদ সা.- এর প্রতি নাযিল হয়। পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি। কুরআনে কয়েকখানা কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। যেমন: সূহুফে ইবরাহিম, তাওরাত, যবুর ও ইনজিল। কুরআনে যেসব কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি বিশেষভাবে এবং যেগুলোর নাম উল্লেখ হয়নি সেগুলোর প্রতি সাধারণভাবে সকল মুসলিমকে অবশ্যি ঈমান আনতে হবে। কুরআন বলে:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ●

অর্থ: আমরা আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এবং তাদের সাথে আমরা নাযিল করেছি কিতাব আর মিজান (মানদণ্ড), যাতে করে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। (আল কুরআন ৫৭: ২৫)

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ●

অর্থ: তাদের প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর রসূলদের প্রতি। (আল কুরআন ২: ২৮৫)

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ●

অর্থ: আর তারা ঈমান রাখে তোমার প্রতি নাযিলকৃত কিতাব (আল কুরআন) - এর প্রতি এবং তোমার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি। (সূরা ০২ আল বাকারা: আয়াত ০৪)

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ●

অর্থ: তিনি নাযিল করেছেন তোমার প্রতি আল কিতাব, যা মহাসত্য এবং তার পূর্বের (কিতাবের) সত্যায়নকারী। (আল কুরআন ০৩: ০৩)

প্রত্যেক মুসলিমকে যেমন মুহাম্মদ সা.- এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব আল কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে হবে, তেমনি পূর্বেকার সমস্ত নবীগণের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনতে হবে। যে ব্যক্তি এর কোনো একটি গ্রন্থও অবিশ্বাস করে, তার এ অবিশ্বাস ঈমানের সমস্ত বিষয় বস্তুকে অস্বীকার করারই শামিল।

৩. পূর্বেকার কিতাবসমূহ অনুসরণ করা যাবেনা

ঈমানের (বিশ্বাসের) স্তর পেরিয়ে অনুসরণের স্তর শুরু হওয়ার সাথে সাথেই কুরআনের পূর্বেকার কিতাবসমূহকে বর্জন করতে হবে। অতীতের কিতাব সমূহের মধ্যে যে কয়টির অস্তিত্ব বর্তমান আছে, আল্লাহ তায়ালা কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, লোকেরা সেগুলোকে সম্পূর্ণ বিকৃত করে ফেলেছে। আল্লাহর বাণীর সাথে তারা নিজেদের অনেক কথা ও ইচ্ছা বাসনা মিশিয়ে একাকার করে দিয়েছে। এখন সেসব কিতাবের শুধুমাত্র অনুবাদই বর্তমান আছে। মূল বক্তব্য এবং ভাষা আর নেই। এখন এসব কিতাব থেকে মানুষের কথা এবং আল্লাহর বাণী পৃথক করার কোনো উপায় নেই। এছাড়াও সেসব কিতাব ছিলো নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট জাতির জন্যে নির্ধারিত।

৪. কুরআনই একমাত্র অনুসরণীয় কিতাব

পূর্বেকার সমস্ত আসমানি কিতাবের অনুসরণ বর্জন করতে হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলিমকে কেবলমাত্র আল্লাহর সর্বশেষ কালাম আল- কুরআনকে অনুসরণ করতে হবে। পূর্বেকার কিতাবসমূহের নৈতিক ও ঈমানি হিদায়াতসমূহ এবং কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানব জাতির জীবন যাপনের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা এ কিতাবে সংযোজিত করা হয়েছে। ঈমান, হিকমাহ্ ও বিধানগত দিক থেকে এ কিতাব পূর্ণাঙ্গ হিদায়াত:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

অর্থ: রমযান মাস হলো সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন, যা মানবজাতির জন্যে 'জীবন যাপনের ব্যবস্থা' এবং জীবন যাপন ব্যবস্থা হিসেবে সুস্পষ্ট, আর (এ কুরআন ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায়, সঠিক- বেঠিক, এবং সত্যাসত্যের) অকাট্য মানদণ্ড (criterion)। (আল কুরআন ০২: ১৮৫)

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ। ফাসিকরা ছাড়া আর কেউই এগুলোকে অস্বীকার করেনা। (আল কুরআন ২: ৯৯)

৫. কুরআনের প্রতি কেমন ঈমান আনতে হবে

নিম্নরূপ বিস্তারিত ধারণাসহ কুরআন মজিদের প্রতি ঈমান আনতে হবে। এবং সে ঈমানের ভিত্তিতে কুরআনের সাথে নিজ আচরণ কেমন হবে, তা ঠিক করে নিতে হবে:

০১. সর্বপ্রথম আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে একথা মেনে নিতে হবে যে, কুরআন আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব:

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ●

অর্থ: তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আলো (অর্থাৎ রসূল মুহাম্মদ) এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব (আল কুরআন)। (আল কুরআন ৫: ১৫)

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই এ কুরআন রাববুল আলামিনের নাযিলকৃত। (আল কুরআন ২৬: ১৯২)

وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ ●

অর্থ: এ (কুরআন) এক কল্যাণময় উপদেশ, যা আমরা নাযিল করেছি। (আল কুরআন ২১: ৫০)

قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ●

অর্থ: আল্লাহ নাযিল করেছেন তোমাদের প্রতি একটি যিকির (আল কুরআন)। (আল কুরআন ৬৫: ১০)

০২. কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে হবে যে, কুরআনই গোটা মানব জাতির হিদায়াত ও পথনির্দেশের মূল উৎস। ব্যক্তি জীবন থেকে আরম্ভ করে গোটা দুনিয়াকে এ কিতাবের মানদন্ডে পরিচালনা ও যাচাই করতে হবে:

هَٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ●

অর্থ: এই (কুরআন) মানবজাতির জন্যে একটি সুস্পষ্ট বার্তা এবং সতর্ক লোকদের জন্যে জীবন পদ্ধতি ও উপদেশ। (আল কুরআন ০৩: ১৩৮)

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ●

অর্থ: এই কিতাব আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে তুমি মানব সমাজকে বের করে আনো অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে। (আল কুরআন ১৪: ০১)

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ●

অর্থ: আমরা তোমার প্রতি সত্যতা ও বাস্তবতার নিরিখে নাযিল করেছি এই কিতাব, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে সঠিক পথ জানিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করে দিতে পারো। (আল কুরআন ০৪: ১০৫)

০৩. এ কিতাব মহাসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, বিন্দুমাত্র সন্দেহ এতে নেই। লওহে মাহফুয থেকে যেমন নাযিল হয়েছে, এ কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত তেমনি অবিকৃত থাকবে। এ কিতাব নাযিল হওয়ার সময় কোনো শয়তানি শক্তি একে প্রভাবিত করতে পারেনি এমনকি নবীর কোনো কথাও এতে সংযোজিত হয়নি। এ কিতাব রদবদল করার কারো কোনো অধিকার নেই, এমনকি নবীরও ছিলনা। কুরআন বলে: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ

অর্থ: নিশ্চয়ই এ (কুরআন) এক বাস্তব সত্য। (আল কুরআন ৬৯: ৫১)

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ●

"এটি একমাত্র কিতাব, যাতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই।" (আল কুরআন ০২: ০২)

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ●

অর্থ: আয- যিকির (আল- কুরআন) আমরাই নাযিল করেছি এবং আমরাই সেটির হিফাযতকারী। (আল কুরআন ১৫: ৯)

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ●

অর্থ: তাঁর বাণী পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই। (আল কুরআন ১৮: ২৭)

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ● إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ●

অর্থ: সে নিজের খেয়াল খুশি মতো কথা বলেনা। সে যা বলে তা তো অহি, যা তার কাছে পাঠানো হয়। (আল কুরআন ৫৩: ৩- ৪)

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ● لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ●

অর্থ: এ এক মহাশক্তিধর কিতাব। এ কিতাবে সামনে বা পেছনে থেকে কোনো বাতিল প্রবেশ করতে পারেনা। এটি নাযিল হয়েছে মহাজ্ঞানী সপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে। (আল কুরআন ৪১: ৪১- ৪২)

اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ●

অর্থ: তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যা নাযিল করা হয়েছে তোমরা কেবল তারই ইত্তেবা (অনুসরণ) করো। তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া অন্য অলিদের অনুসরণ করোনা। (আল কুরআন ৭: ৩)

এ বিস্তৃত ধারণার আলোকে কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে হবে। এ হচ্ছে গোটা মানব জাতির জীবন যাপনের বিধি ব্যবস্থা। মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও মুক্তির সনদ। এ হচ্ছে এমন জিনিস যার প্রতি সামান্য সন্দেহ গোটা ইসলামি ইমারতকে চুর চুর করে ভেঙ্গে দেবে। এ হচ্ছে সেই জিনিস যা স্রষ্টা ও সৃষ্টির অধিকার নিরূপণ করে দেয়। এ হচ্ছে সেই মানদণ্ড যার ভিত্তিতে মানুষ সকল কিছুর গ্রহণ ও বর্জনের নীতি নির্ধারণ করবে। এর প্রতি সামান্য উপেক্ষা মানুষকে কুফরিতে নিমজ্জিত করবে। সেজন্যই নিরেট ও নির্ভুল জ্ঞানের মাধ্যমে এ কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে হবে, যাতে করে কোনো পদস্খলনের আশংকা না থাকে:

قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ● يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ●

অর্থ: তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আলো (অর্থাৎ রসূল মুহাম্মদ) এবং একটি সুস্পষ্ট কিতাব (আল কুরআন)। এর মাধ্যমে আল্লাহ সেইসব লোকদের সালামের (শান্তি ও নিরাপত্তার) পথ দেখান, যারা তাঁর সন্তোষ লাভের আকাংখী, আর নিজ অনুমতিক্রমে তিনি তাদেরকে অন্ধকাররাশি থেকে বের করে নিয়ে আসেন আলোতে এবং তাদের পরিচালিত করেন সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে। (আল কুরআন ০৫: ১৫- ১৬)

৬. ঈমান বিল কিতাব: বর্তমান মুসলিম উম্মার মূল্যায়ন

যে কুরআনের প্রতি আমরা ঈমান এনেছি, এ হচ্ছে আমাদের জীবন যাপনের বিধি ব্যবস্থা। আমাদের জীবনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা নির্ধারিত হতে হবে এ কুরআনের আলোকে। এটাই আমাদের ঈমান। এ কুরআনকে আমরা আল্লাহ প্রদত্ত পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিয়েছি। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন: وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

অর্থ: তোমরা তাঁকে (আল্লাহকে) ছাড়া অন্য অলিদের অনুসরণ করোনা। (আল কুরআন ৭: ৩)

যেহেতু কুরআন আল্লাহর বিধান, সে কারণে কুরআনের কোনো বিধানকে অমান্য করার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহকে অমান্য করা। কুরআন বলে:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ●

অর্থ: যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেয়না, তারা কাফির। (আল কুরআন ০৫: ৪৪)

এ সূরায়ই এসব লোকদেরকে যালিম ও ফাসিক বলা হয়েছে। আমরা আর একটু গভীরে গিয়ে ব্যাপারটি দেখি। আসলে এ কুরআন বা আল্লাহর বিধানকে মেনে নেয়ার অর্থ আল্লাহর গোলামি মেনে নেয়া। এ বিধানকে অস্বীকার করা মানে আল্লাহর গোলামিকে অস্বীকার করা এবং এ বিধান এর সাথে অন্য কোনো বিধানকে মেনে নেয়ার অর্থ- আল্লাহর প্রভুত্বে কাউকেও শরিক করা। অথচ আল্লাহ বলেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ●

অর্থ: তোমরা সবাই এক আল্লাহর ইবাদত (দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা) করো এবং তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করোনা। (আল কুরআন ০৪: ৩৬)

এ দৃষ্টিকোণ থেকে এবার বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যাক, আমরা আল্লাহর বিধানের সাথে অন্য কারো বিধি বিধানের সংমিশ্রণ করছি কিনা?

এ ব্যাপারে আমি কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই। প্রশ্নগুলোর জবাব পাঠকগণই নির্ধারণ করবেন:

01. বর্তমান মুসলিম দেশগুলো কি কুরআনের বিধান অনুযায়ী চলছে?
02. মুসলিম দেশসমসূহের আদালত সমূহে কি কুরআনের নির্দেশনা ও বিধান আনুযায়ী বিচার ফায়সালা হয়?
03. বর্তমান মুসলিম উম্মাহর সবগুলো দেশের ব্যবসা- বাণিজ্য, লেন- দেন, ও রাজনীতি কি কুরআনের বিধান সম্মতভাবে পরিচালিত হয়?
04. বর্তমান মুসলিম সমাজের যাবতীয় রীতিনীতি কি কুরআন সমর্থন করে?
05. আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক যিন্দেগি কি পুরোপুরি কুরআনের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তরে যদি 'হ্যাঁ' বলেন (যা নাকি সূঁচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশের মতই অবাস্তব), তাহলে আপনি আমার সালাম নিন। আর যদি এগুলোর উত্তরে আপনি 'না' বলেন তাহলে গোট মুসলিম উম্মাহর উপর এ আয়াত প্রযোজ্য হয়ে যায় না কি?

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ●

অর্থ: যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করেনা, তারা কাফির। (০৫ আল মায়েদা: আয়াত ৪৪)

আর আপনি এসব প্রশ্নের উত্তরে যদি কিছু 'হ্যাঁ' বলেন, আর কিছু 'না' বলেন তাহলে আপনি আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। তা হচ্ছে: এ 'না' এর স্থানে কার বা কাদের বিধি বিধান প্রতিষ্ঠিত? আপনি যার বা যাদেরই নাম উল্লেখ করুন না কেন আপনাকে স্বীকার করতেই হবে মুসলিম উম্মাহ তাদেরকে খোদায়ির আসনে বসিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ শিরক করছে।

কুরআনের প্রতি ঈমানের আলোকে কুরআনের পূর্ণাংগ অনুসরণ ও অনুবর্তনের অপরিহার্য গুরুত্ব আরো অধিক আলোচনা করে বুঝাতে হবে বলে আমি মনে করি না।

৭. এই অধ্যায়ের সারকথা

এই অধ্যায়ে আমরা যা কিছু আলোচনা করেছি তার সংক্ষিপ্তসার হলো:

১. কিতাব বলতে রসূলদের মাধ্যমে মানুষের হিদায়াতের জন্য অবতীর্ণ আল্লাহর কালামকে বুঝায়। প্রত্যেক নবীর মাতৃভাষায় কিতাব নাযিল হয়েছে। কিতাব ও নবী ওৎপ্রোতভাবে সম্পর্কিত।

২. সর্বশেষ কিতাব আল কুরআন। পূর্বের সব জাতির নিকটই নবী ও কিতাব এসেছে। একজন মুসলিমকে কুরআন ও তার পূর্বেকার আল্লাহর সবগুলো কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে হবে।

৩. কুরআনের পূর্বেকার কোনো কিতাবের অনুসরণ করা যাবে না।

৪. শুধুমাত্র কুরআনকেই কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে মেনে নিয়ে কেবলমাত্র এরই অনুসরণ ও অনুবর্তন করতে হবে।

৫. আন্তরিক প্রত্যয়ের সাথে কুরআনকে আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও মানব জাতির মুক্তির পথ- নির্দেশের প্রকৃত ও একমাত্র উৎস বলে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

৬. বর্তমান মুসলিম উম্মাহ কুরআনি বিধানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনের ফলে ফিস্ক যুলুম, কুফুর ও শিরকে নিমজ্জিত রয়েছে:

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ●

অর্থ: তুমি বলো, তোমার প্রভুর কাছ থেকে তা (আল- কুরআন) সত্যসহ নাযিল করেছে রুহুল কুদুস (জিবরিল)। এটি নাযিল করা হয়েছে ঈমানদারদের বিশ্বাসকে মজবুত করার জন্যে। তাছাড়া এটি একটি পথনির্দেশ এবং সুসংবাদ মুসলিমদের জন্যে। (১৬ আন নহল: আয়াত ১০২)

❖ ❖ ❖

৮. ঈমান বির্ রিসালাত

১. নবী- রসূলগণের প্রতি ঈমান

মহান আল্লাহ কুরআন মজিদে জানিয়ে দিয়েছেন:

• وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

অর্থ: বরং পুণ্য তো হলো: মানুষ ঈমান আনবে এক আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাবের প্রতি এবং নবীদের প্রতি।" (আল কুরআন ০২: ১৭৭)

• وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

অর্থ: এমন কোনো উম্মত ছিলনা যাদের কাছে আমরা সতর্ককারী (নবী) পাঠাইনি। (আল কুরআন ৩৫: ২৪)

• وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

অর্থ: আমরা প্রতিটি জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দেয়ার জন্যে যে: "তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব ও উপাসনা) করো এবং তাগুতকে ত্যাগ করো।" (আল কুরআন ১৬: ৩৬)

• وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ

অর্থ: প্রত্যেক জাতির জন্যেই ছিলো রসূল। (আল কুরআন ১০: ৪৭)

• وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

অর্থ: আর প্রত্যেক কওমেরই ছিলো সতর্ককারী (নবী)। (আল কুরআন ১৩: ৭)

২. নবুয়্যত ও রিসালাতের অর্থ

নবী- রসূলদের প্রতি ঈমান, ঈমানিয়াতের মৌলিক অংগ। 'নবুয়্যত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে সংবাদ বহন করা আর 'নবী' অর্থ সংবাদবাহক। 'রিসালাত' শব্দের অর্থ বাণী বহন করা, আর 'রসূল' শব্দের অর্থ- বাণীবাহক। মর্মগত দিক থেকে দুটি শব্দের মধ্যে তফাত নেই। ইসলামের পরিভাষায় নবী বা রসূল বলা হয় তাঁদেরকে, যারা আল্লাহর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেন এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের সৎপথে চালিত করেন। সৎপথে চলার শুভ পরিণামের সুসংবাদ দেন। অসৎ পথে চলার ভয়াবহ পরিণামের বিষয়ে সতর্ক করেন এবং মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে সত্য ও জ্ঞানের আলোতে বের করে নিয়ে আসেন। এজন্যে নবীকে কুরআনে 'হাদি' (পথ প্রদর্শক), বাশির (সুসংবাদদাতা), 'নাযির' (সতর্ককারী) ও সিরাজুম মুনির' (উজ্জ্বল প্রদীপ) ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৩. নবীরা ছিলেন আদর্শ মানুষ

মানুষের পথ প্রদর্শক প্রত্যেক নবীই ছিলেন মানুষ এবং আদর্শ মানুষ। সকল নবীই তাঁর জাতির কাছে ঘোষণা করেছেন: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

অর্থ: আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, তবে আমার কাছে অহি করা হয়। (আল কুরআন ১৮: ১১০)

কিন্তু নবীরা ছিলেন সমাজের সর্বাধিক সৎ, মহত এবং মানবীয় গুণাবলি ও সুবৃত্তির অধিকারী আদর্শ মানুষ।

৪. প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী ছিলেন

কুরআনের ভাষণ অনুযায়ী দুনিয়ার এমন কোনো জনপদ নেই যেখানে নবী প্রেরিত হননি। এমন কোনো জাতি নেই যাদের মধ্যে নবীর আবির্ভাব ঘটেনি। এ ব্যাপারে আমরা আগেই কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছি। তবে কুরআনে সকল নবীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। কেবল পঁচিশ জনের নাম উল্লেখ হয়েছে। তারা হলেন:

আদম, নূহ, আইয়ুব, ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইউসুফ, মূসা, হারূণ, শুয়াইব, দাউদ, সুলাইমান, যাকারিয়া, যুলকিফ্ল, ইউনুস, আলিয়াসা, ইয়াহিয়া, হুদ, সালেহ, ইদরিস, লূত, ইলিয়াস, ঈসা আলাইহিমুস সালাম ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সা.। যেসব কওম ও জনপদে নবী এসেছিলেন, সেসব গুলোর নাম কুরআনে উল্লেখ হয়নি। মাত্র কয়টির নামই উল্লেখ হয়েছে। যেমন: ইরাক, ফিলিস্তীন, জর্ডান, মক্কা, মিশর, আদ জাতি, সামুদ জাতি, মাদায়েনবাসী, বনি ইসরাঈল ইত্যাদি।

মোট কথা যেসব নবীর নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের প্রতি বিশেষভাবে এবং যাদের নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি তাঁদের প্রতি সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলিমকে ঈমান রাখতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ● وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ●

অর্থ: আমরা তোমার কাছে অহি পাঠিয়েছি, যেমন পাঠিয়েছিলাম নূহের কাছে এবং তার পরের নবীদের কাছে- ইবরাহিম, ইসমাঈল, ইয়াকুব ও তার বংশধরদের কাছে এবং ঈসা, আইউব, ইউনুস, হারূণ ও সুলাইমানের কাছে, আর আমরা দাউদকে দিয়েছিলাম যবুর। এছাড়া আরো অনেক রসূল। তাদের

কথা আমরা আগেই তোমাকে জানিয়েছি আর অনেক রসূলের কথা আমরা তোমাকে বলিনি। এছাড়া আল্লাহ মূসার সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। (আল কুরআন ৪: ১৬৩- ১৬৪)

৫. সব নবী একই দীনের বাহক ছিলেন

সর্বযুগের সকল নবী মানুষকে একই দীনের দাওয়াত দেন। তাঁরা সকলেই মানুষকে এক আল্লাহর দাসত্বের প্রতি আহবান জানান। সকলেই শাহাদাহর কালেমা- লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহর প্রতি মানুষকে ডাকেন। এক আল্লাহর বিধান মেনে নেওয়ার জন্যে মানুষকে বলেন। মোটকথা, তারা সকলেই মানুষকে একই ঈমান ও বিশ্বাসের প্রতি আহবান করেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ●

অর্থ: আমরা প্রতিটি জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দেয়ার জন্যে যে: "তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত (আনুগত্য, দাসত্ব, উপাসনা) করো এবং তাগুতকে ত্যাগ করো। (আল কুরআন ১৬: ৩৬)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ●

অর্থ:"সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। (আল কুরআন ২৬: ১৩১)

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ●

অর্থ: তিনি তোমাদের জন্যে স্থির করে দিয়েছেন সেই একই দীন (ধর্ম ও জীবন- পদ্ধতি), যা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা এখন আমরা অহি করছি (হে মুহাম্মদ!) তোমাকে। এটাই সেই দীন যা আমরা স্থির করে দিয়েছিলাম ইবরাহিম এবং মূসা ও ঈসাকে। (তাদের সবাইকে নির্দেশ দিয়েছিলাম:) এই দীনকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে কোনো বিভক্তি সৃষ্টি করোনা। (আল কুরআন ৪২: ১৩)

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ● وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ● فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ●

অর্থ: হে রসূলরা! তোমরা উত্তম- পবিত্র জিনিস খাও এবং আমলে সালেহ্ করো। তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি জ্ঞাত। তোমাদের এই উম্মতগুলো

মূলত একই উম্মত এবং আমিই তাদের প্রভু। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো। কিন্তু তারা নিজেদের মধ্যে তাদের দীনকে বহুধা বিভক্ত করে ফেলেছে, প্রত্যেক উপদলই তাদের কাছে যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট। (আল কুরআন ২৩: ৫১- ৫৩)

৬. শুধু মুহাম্মদ সা.- এর আনুগত্য করতে হবে

মুহাম্মদ সা.- এর পূর্বেকার সব নবীর প্রতি ঈমান রাখতে হবে, কিন্তু সেসব নবীর আনুগত্য আর করতে হবে না। তাঁদের আনুগত্য রহিত হয়ে গেছে। এর দুটি মৌলিক কারণ রয়েছে:

01. তাদের শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে পারেনি এবং তারা পূর্ণাংগ দীন প্রবর্তন করে নমুনা রেখে যাবার সুযোগ পাননি। পক্ষান্তরে মুহাম্মদ সা. এগুলোর পূর্ণতা সাধন করে যান।
02. পূর্ববর্তী নবীগণের যাবতীয় শিক্ষা দীক্ষা ও জীবন চরিত বিলুপ্ত ও বিকৃত হয়ে গেছে, অথচ মুহাম্মদ সা.- এর শিক্ষা দীক্ষা ও জীবন চরিত সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান আছে।

এসব কারণে এখন শুধুমাত্র মুহাম্মদ সা.- কেই অনুসরণ করতে হবে এবং শুধু তাঁরই আনুগত্য করতে হবে। তাই কুরআন যেখানে মুহাম্মদ সা.- এর আনুগত্যের কথা উল্লেখ করেছে, সেখানেই 'আর রসূল' বা আন্নবী' শব্দ ব্যবহার করেছে। এর অর্থ হচ্ছে: 'এই নবী' এবং 'এই রসূল'। তাই 'নবী' ও 'রসূল' হিসেবে শুধুমাত্র মুহাম্মদ সা.- এরই আনুগত্য ও অনুসরণ করতে হবে:

- مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

অর্থ: যে এই রসূলের আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। (আল কুরআন ৪: ৮০)

- أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

অর্থ: তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো এই রসূলের। (আল কুরআন ৪: ৫৯)

- الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ

অর্থ: তারা ইত্তেবা (অনুসরণ) করবে আমার এই রসূল উম্মি নবীর। (আল কুরআন ৭: ১৫৭)

৭. মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ নবী ও সমগ্র মানুষের নবী

মুহাম্মদ সা. সমস্ত নবী ও রসূলদের সর্বশেষ নবী ও রসূল। তাঁর পরে দুনিয়ায় আর কোনো নবী- রসূল আসবে না:

● مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

অর্থ: মুহাম্মদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নয়, বরং আল্লাহর রসূল এবং সর্বশেষ নবী। (আল কুরআন ৩৩: ৪০)

অর্থাৎ মুহাম্মদ সা.- এর পরে নবীর প্রয়োজন আছে কি নেই এ ব্যাপারে শুধু আল্লাহই ভালো জানেন এবং জানেন বলেই তিনি চিরতরে নবুয়্যতের দরজা বন্ধ করে দেন।

কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর কন্দরে কন্দরে যতো বনি আদম জন্ম নেবে মুহাম্মদ সা. তাদের সকলের নবী ও নেতা। তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ উপেক্ষা করে কেউই আল্লাহর হাত থেকে রেহাই পাবে না।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থ: আমরা তোমাকে রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এলেম রাখেনা। (আল কুরআন ৩৪: ২৮)

● قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

অর্থ: (হে মুহাম্মদ!) বলো: 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সবার প্রতি মহান আল্লাহর রসূল।' (আল কুরআন ৭: ১৫৮)

৮. মুহাম্মদ সা.- এর মাধ্যমে দীন পূর্ণতা লাভ করেছে

পূর্ববর্তী নবীগণের মাধ্যমে হিদায়াতের যে অমিয়ধারা অল্প অল্প করে নেমে আসছিল, মুহাম্মদ সা.- এর মাধ্যমে তা পূর্ণতায় উপনীত হয়েছে। তিনি পূর্ণাংগ দীনকে বাতিলের ধ্বংস স্তুপের উপর বিজয়ী ও প্রবর্তিত করে কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানব জাতির জন্যে 'মডেল' স্থাপন করে গেছেন:

● هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

অর্থ: আল্লাহ তো সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত এবং সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাকে অন্যসব দীনের উপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে। (সূরা ৬১ আস্ সফ: আয়াত ৯ ও ৪৮ আল ফাতহ: আয়াত ২৮ এবং ৯ আত্ তাওবা: আয়াত ৩৩)

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্যে পূর্ণ করে দিলাম তোমাদের দীন, পরিপূর্ণ করে দিলাম তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত (আল কুরআন) এবং তোমাদের জন্যে দীন (জীবন ব্যবস্থা) মনোনীত করলাম ইসলামকে। (আল কুরআন ৫: ৩)

৯. রসূলের মর্যাদা ও তাঁর আনুগত্যের গুরুত্ব

রসূল সা.- এর প্রতি ঈমানের অপরিহার্য দাবি হচ্ছে, পূর্ণাংগ জীবনে তাঁর অনুসরণ ও অনুবর্তন করতে হবে। মানুষের জীবন যাপনের যে বিধান, তা আল্লাহ তাঁর রসূলের মাধ্যমেই প্রেরণ করেছেন। রসূল মানুষের জীবন পদ্ধতির যতো নীতিমালা প্রদান করেছেন, তা সবই আল্লাহ প্রদত্ত। কারণ:

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ● إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ●

অর্থ: সে নিজের খেয়াল খুশি মতো কথা বলেনা। সে যা বলে তা তো অহি, যা তার কাছে পাঠানো হয়। (আল কুরআন ৫৩: ৩- ৪)

এজন্যেই আল্লাহ তায়ালা মানুষকে নির্দেশ দেন:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ●

অর্থ: রসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ করো, আর যা থেকে তোমাদের নিষেধ করে, তা থেকে বিরত থাকো। (আল কুরআন ৫৯: ৭)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ●

অর্থ: আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কোনো বিষয়ে ফায়সালা দেয়ার পর সে বিষয়ে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর ভিন্ন সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো এখতিয়ার নেই। (আল কুরআন ৩৩: ৩৬)

১০. রসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ পরিহারের মারাত্মক পরিণতি

মুহাম্মদ সা.- এর আনুগত্য ও অনুসরণ ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে মুসলিম থাকা সম্ভব নয়। যারা মুহাম্মদ সা.- এর আনুগত্য করেনা এবং তাঁর প্রবর্তিত পন্থা অবলম্বন করেনা, তারা যে যতো বড় পন্ডিত ও বুযুর্গই হোক না কেন, আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা স্পষ্ট গোমরাহ, ভ্রষ্টতম মানুষ ও কাফির। মহান আল্লাহ বলেন:

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ●

অর্থ: যে কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করবে, সে হবে সুস্পষ্ট বিপথগামী। (আল কুরআন ৩৩: ৩৬)

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ●

অর্থ: তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তবে জেনে রাখো, তারা কেবল নিজেদের খেয়াল খুশিরই ইত্তেবা করে। ঐ ব্যক্তির চাইতে অধিকতর

বিপথগামী আর কে আছে, যে আল্লাহর হিদায়াত উপেক্ষা করে নিজের খেয়াল খুশির ইত্তেবা করে? (আল কুরআন ২৮: ৫০)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ●

অর্থ: তাদের বলো: 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং এই রসূলের।' যদি তারা (এ কথা থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ কাফিরদের পছন্দ করেন না।' (আল কুরআন ৩: ৩২)

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا ●

অর্থ: কারো কাছে হিদায়াত (সত্যপথ) সুস্পষ্ট হবার পরও যদি সে রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করে, তাহলে সে যেদিকে মুখ ফিরিয়েছে আমরা তাকে সে দিকেই ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে প্রবেশ করাবো জাহান্নামে, যা চরম নিকৃষ্ট আবাস। (আল কুরআন ৪: ১১৫)

একদিকে আমরা দেখলাম রসূলের আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য সম্ভব নয়, অন্যদিকে রসূলের আনুগত্য পরিহার করলে রয়েছে সাংঘাতিক ও ভয়াবহ পরিণতি। এর দ্বারাই রসূলের মর্যাদা ও আনুগত্যের অপরিহার্য গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে যায়।

এ যাবত আম্বিয়ায়ে কিরাম, মুহাম্মদ সা. এবং নবুয়্যত সম্পর্কে কুরআনের আলোকে যা কিছু আলোচনা করা গেলো, এরূপ সুবিস্তৃত ধারণাসহ রিসালাতের প্রতি ঈমান ও দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করতে হবে। আর এটাই হচ্ছে ঈমান বির রিসালাতের দাবি।

১১. রসূল সা. ও মুসলিম উম্মাহ

ইতিপূর্বে কুরআনের আলোকে মুসলিম উম্মাহর মূল্যায়ন করতে গিয়ে আমরা পাঠকদের সামনে পাঁচটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। পাঠকগণের নিকট সবিনয় অনুরোধ করছি, একটু পেছনে গিয়ে আর একবার প্রশ্নগুলোর প্রতি নযর দিন। শুধু প্রশ্নগুলোতে 'কুরআনের বিধানে'র স্থলে 'রসূলের আদর্শ' শব্দ দুটি বসিয়ে দিন এবং এর আলোকে রসূল সা.-এর সাথে আমাদের আচরণের মূল্যায়ন করুন। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই এ মূল্যায়ন করতে পারেন। আমাদের বিশ্বাস আমরা সেখানে যে ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করেছি, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটবে না। সুতরাং বর্তমান বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর বিপর্যয়ের কারণ বুঝতে কারোরই অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আল্লাহর রসূল বলেন: "আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি,

যতোদিন তোমরা এগুলোকে আকড়ে থাকবে, বিপর্যয় ও ভ্রষ্টতা তোমাদেরকে স্পর্শও করতে পারবে না। সেগুলো হচ্ছে- ০১. আল্লাহর কিতাব ও ০২. আমার সুন্নত।" সত্যিকথা বলতে কি! আমাদের ঈমানকে এখন সেই বীজের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যার থেকে গাছ জন্মায় না। এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহকে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করা উচিত:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ●

অর্থ: তোমাদের যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও শেষ দিনের সাফল্যের আশা করে এবং আল্লাহকে বেশি বেশি যিকির করে তাদের জন্যে আল্লাহর রসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (৩৩ আহযাব: আয়াত ২১)

১২. এই অধ্যায়ের সারকথা

এ অধ্যায়ের সারকথা হলো:

০১. নবী ও রসূল হলেন তাঁরা, যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী তাঁর বাণী তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে মনোনীত করেছেন।

০২. নবীরা মানুষ ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন সমাজের আদর্শ ব্যক্তি।

০৩. প্রত্যেক জাতি ও জনপদে নবীর আবির্ভাব ঘটেছে।

০৪. সব নবী একই দীনের ও একই আদর্শের প্রতি মানুষকে আহবান জানান।

০৫. পূর্ববর্তী নবী রসূলদের আনুগত্য ও অনুবর্তন রহিত হয়ে গেছে। এখন শুধু মুহাম্মদ সা.- এর আনুগত্য ও অনুবর্তন করতে হবে।

০৬. মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসবেন না।

০৭. মুহাম্মদ সা. সমগ্র মানব জাতির নবী।

০৮. মুহাম্মদ সা.- এর মাধ্যমে আল্লাহর দীন পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তিনি পূর্ণাংগভাবে দীনকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

০৯. মুহাম্মদ সা.- এর আনুগত্য ও অনুবর্তন করা ফরয। তাঁর আনুগত্য ও অনুবর্তন ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। তাঁর আনুগত্য পরিহার করা কুফরি। এসব বিস্তৃত ধারণাসহ রসূলের প্রতি ঈমান আনতে হবে।

১০. বর্তমান মুসলিম উম্মাহ রসূলের আনুগত্য পরিহার করার কারণেই যাবতীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُولُ اللَّهِ

❖ ❖ ❖

৯. ঈমানের ঘোষণা ও ঈমান ভিত্তিক আমল

১. ঈমান ভিত্তিক আমল

এ অধ্যায়ের আমরা দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই:

০১. ঈমানের ঘোষণা প্রদান (ইকরার বিল লিসান)

০২. কর্মে ঈমানের প্রতিফলন (আমল বিল আরকান)

এক. ঈমানের ঘোষণা: আমরা আগেই বলেছি, ঈমানের তিনটি পর্যায় রয়েছে:

০১. অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা ও সত্য বলে স্বীকার করে নেয়া। আরবিতে এটাকে বলা হয়েছে তাসদিক বিল জিনান।

০২. মৌখিক ঘোষণা।

০৩. কর্মে প্রতিফলন। এই তিনটি পর্যায়ের সমন্বিত রূপই পূর্ণাংগ ঈমান।

এ যাবত আমরা ঈমানের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রত্যয় সংক্রান্ত আলোচনা করেছি। কথাটা আরেকটু পরিষ্কার করে বলছি: পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা আলোচনা করেছি, মূলত আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রত্যয় লাভ করাই হচ্ছে ঈমানের প্রথম পর্যায়। প্রত্যেক মুসলমানেরই ঈমান সম্পর্কে উপরোক্ত মৌলিক ধারণা থাকা অপরিহার্য।

পবিত্র কুরআন মজিদ ও হাদিসে রসূলে ঈমানের ঘোষণা প্রদানের আহবান জানানো হয়েছে। কুরআন পাকে বলা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা বলে: 'আল্লাহ আমাদের প্রভু', অত:পর একথার উপর অটল- অবিচল থাকে, তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়। (আল কুরআন ৪১: ৩০)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ ●

অর্থ: বলো: 'আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।' অতপর একথার উপর অটল অবিচল হয়ে থাকো।[3]

بُنِىَ الْاِسْلاَمُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادةٌ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ●

অর্থ: ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক. এই কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল সা. .....।[4]

---

3. সহিহ মুসলিম: সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ সকফি।

4. বুখারি, মুসলিম, মিশকাত।

এ আলোচনা থেকে জানা যায়, যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে সেগুলোকে কেবল অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করা ও সত্য বলে জানাই যথেষ্ট নয়, বরঞ্চ এ বিশ্বাস ও সত্যতার মৌখিক স্বীকৃতি ও ঘোষণা অপরিহার্য। সুতরাং এভাবে ঈমানের মৌলিক ঘোষণা প্রদান করতে হবে:

اَشْهَدُ اَلاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ۞

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রসূল।"

এ সাক্ষ্য দেয়াকেই বলা হয় (কলেমা) শাহাদাহ্।

ঈমানিয়াতের অন্য যেসব বিষয় যেরূপ ব্যাখ্যাসহ এ যাবত আলোচিত হয়েছে, সেসব বিষয়েরই স্বীকৃতি ও ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

দুই. কর্মে ঈমানের প্রতিফলন: ঈমানের তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে বাস্তব কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে ঈমানের প্রতিফলন ঘটানো। যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য, সেগুলোকে আন্তরিকভাবে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং সেগুলোর মৌখিক ঘোষণাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়, বরঞ্চ বাস্তব জীবনকে এ বিশ্বাসের আলোকে পরিচালিত করাই হচ্ছে বিশ্বাস ও স্বীকৃতির অনিবার্য দাবি। এ তিনটি পর্যায়ের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঈমান পূর্ণতা লাভ করে।

আমল বা কর্ম ছাড়া বিশ্বাসের কোনো মূল্য নেই। আমল যদি জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিপরীত হয়, তবে সে আমলেরও কোনো মূল্য নেই। কোনো ব্যক্তি যদি বিষের ক্রিয়াকে মৃত্যু বলে জানে এবং স্বীকার করে, কিন্তু তারপরও সে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে বিষপান করে তবে তার জ্ঞান ও স্বীকৃতির সত্যতা প্রমাণিত হয়না। ঠিক এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি ঈমানের বিষয়সমূহের প্রতি জ্ঞান ও স্বীকৃতির কথা বিশ্বাস ও প্রকাশ করে, আর তার বাস্তব কর্মকান্ড যদি হয় এ জ্ঞান ও স্বীকৃতির বিপরীত, তবে এমন ব্যক্তির দাবিকে সত্য বলে ধরে নেয়া যায় না।

এ আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হলো, বিশ্বাস ও স্বীকৃতির সত্যতা প্রমাণের জন্যে বাস্তব জীবনে সেগুলোর প্রতিফলন ঘটানো অপরিহার্য। প্রকৃত ঈমানদার লোকদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসংগে কালামে পাকে বলা হয়েছে:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ● الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ● أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ●

অর্থ: জেনে রাখো, প্রকৃত মুমিন হলো তারা, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে শুনানো হলে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যারা তাদের প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করে। তারা হলো সেইসব লোক যারা সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। তারাই হক (প্রকৃত) মুমিন। (আল কুরআন ৮: ২- ৪)

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ●

অর্থ: পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোর মধ্যে (প্রকৃত পক্ষে) কোনো পুণ্য নেই। বরং পুণ্য তো হলো: মানুষ ঈমান আনবে এক আল্লাহর প্রতি, শেষ দিবসের (আখিরাতের) প্রতি, ফেরেশতাদের প্রতি, আল্লাহর কিতাব এবং নবীদের প্রতি; আর তাঁর (আল্লাহর) ভালোবাসায় মাল- সম্পদ দান করবে আত্মীয়- স্বজনদের, এতিমদের, মিসকিনদের, পথিক- পর্যটকদের, সাহায্যপ্রার্থীদের এবং মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির কাজে; আর সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান (পরিশোধ) করবে; তাছাড়া প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূর্ণকারী হবে এবং অর্থসংকট, দুঃখ- কষ্ট ও সত্য মিথ্যার সংগ্রামে সবর অবলম্বনকারী হবে। - মূলত এরাই (তাদের ঈমান ও ইসলামের দিক থেকে) সত্যবাদী এবং এরাই (প্রকৃত) মুত্তাকি। (আল কুরআন ২: ১৭৭)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أُولَـٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ●

অর্থ: মুমিন হলো তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং অতপর আর সন্দেহ পোষণ করেনি, বরং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে মাল- সম্পদ এবং জান- প্রাণ দিয়ে, এরাই (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী। (আল কুরআন ৪৯: ১৫)

কুরআন পাকের আলোচ্য আয়াতগুলো একথাই প্রমাণ করে যে বিশ্বাস ও স্বীকৃতির সাথে সাথে সে অনুযায়ী কর্ম অপরিহার্য। বস্তুত আন্তরিক বিশ্বাস ও ঈমানের ভিত্তিতে বাস্তব জীবনকে পরিচালিত করার নামই ইসলাম।

২. ঈমান ও ইসলাম

প্রকৃতপক্ষে ঈমান ও ইসলাম হচ্ছে বীজ ও গাছের ন্যায়। বীজ যদি শূণ্য খোসা না হয়ে সত্যিকার বীজই হয়, তবে তা বপন করলে তা থেকে গাছ জন্মানো যেমন অবধারিত, তেমনি সত্যিকার অর্থে কেউ যদি ঈমানিয়াত সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রত্যয় লাভ করে, তবে তার বাস্তব জীবন সেই জ্ঞান ও প্রত্যয়ের আলোকে পরিচালিত হওয়া অবধারিত। আন্তরিক বিশ্বাসের অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে তার কর্মরূপ। আর কোনো ব্যক্তি যখন তার ঈমানের দাবি অনুযায়ী বাস্তব জীবনকে পরিচালিত করে, তখন সে হয় মুসলিম। বীজ ছাড়া যেমন গাছ হতে পারে না, তেমনি ঈমান ছাড়াও মুসলমান হওয়া যায় না। ঈমানের দাবি বাস্তবায়ন করার যে প্রক্রিয়া তারই নাম হচ্ছে 'দীন'। আর আল্লাহ তায়ালা এ দীনকে আখ্যায়িত করেছেন 'ইসলাম' বলে।

কেবল ঈমানের স্বীকৃতি দ্বারাই কোনো ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না। ঈমান ভিত্তিক আমল দ্বারাই মানুষ মুসলমান হতে পারে। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ তায়ালাকে তার ইলাহ বলে বিশ্বাস ও স্বীকার করে, তবে তাকে অবশ্যি:

১. নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও আযাদি কোরবানি করতে হবে। নফসের ইচ্ছা বাসনার দাসত্ব পরিত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বান্দা ও দাস হয়ে জীবনযাপন করতে হবে।
২. নিজ জীবন, দেহ, অংগ- প্রত্যংগ, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতা এসব কিছুর একমাত্র মালিক আল্লাহকে মনে করতে হবে এবং তার কাছে এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত বলে মনে করতে হবে।
৩. সে দুনিয়ার প্রতিটি মন্দ কাজের জন্যে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে বলে মনে করবে।
৪. আল্লাহ যা পছন্দ করেন, সেটাকেই নিজের পছন্দ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন সেটাকে নিজের অপছন্দ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
৫. আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর নৈকট্য লাভকেই যাবতীয় চেষ্টা সাধনা ও তৎপরতার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
৬. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবল মাত্র আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও বিধান মেনে চলতে হবে। আল্লাহর দেয়া হুকুম ও বিধানকেই একমাত্র হিদায়াত বলে মেনে নিতে হবে। এর বিপরীত যাবতীয় আইন- কানুন, নিয়ম- নীতি ও পন্থা পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অমান্য ও প্রত্যাখ্যান করতে হবে।
৭. মুহাম্মদ সা. কে সত্যের একমাত্র মাপকাঠি ও আদর্শ নেতা হিসেবে গ্রহণ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকেই অনুসরণ করতে হবে।

মোটকথা, ঈমানের দাবিদার প্রত্যেক ব্যক্তিকে কুরআন সুন্নাহেকেই জীবন চলার পথ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং এর বিপরীত যাবতীয় মত, পথ ও পন্থাকে ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করতে হবে। ঈমানের স্বীকৃতির সাথে এরূপ খাঁটি আমল দ্বারাই মানুষ প্রকৃত মুসলিম হতে পারে। বাস্তব কর্ম ছাড়া বিশ্বাস ও স্বীকৃতির কোনো মূল্যই থাকতে পারে না। পবিত্র কালামে পাকে 'ঈমান' ও 'আমলে সালেহ্' (পুণ্যকর্ম বা নেক আমল) শব্দদ্বয়কে বার বার এমন ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, যেনো একটা 'বীজ' এবং আরেকটা সে বীজ থেকে সৃষ্ট 'বৃক্ষ'।

পরবর্তী অধ্যায়ে "ঈমান ও আমলে সালেহ্" প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

ঈমানের পূর্ণাংগ চিত্র আরেকবার লিখে দিচ্ছি:

১. সুস্পষ্ট জ্ঞান, স্বচ্ছ ধারণা ও পরিপূর্ণ বুঝ সহকারে ঈমানি বিষয়বস্তুসমূহের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রত্যয় স্থাপন করা।

২. সে বিশ্বাসের মৌখিক ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদান করা এবং

৩. সে অনুযায়ী আমল করা বা বাস্তব জীবনকে পরিচালিত করা এবং এ ধারণা বিশ্বাসের বিপরীত সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করা।

মনে রাখা দরকার, ঈমানের ভিত্তিতে যে 'আমল' করা হয়, ইসলামের পরিভাষায় তাকে বলা হয় 'ইবাদত'। ইবাদতের বিভিন্ন উন্নত ও উচ্চ স্তর রয়েছে। যেমন: 'তাকওয়া' ও 'ইহসান'।

৩. এ অধ্যায়ের সারকথা

১. ঈমানের তিনটি দিক রয়েছে:

(ক) আন্তরিক বিশ্বাস ও প্রত্যয়।
(খ) মৌখিক স্বীকৃতি।
(গ) কর্মে বিশ্বাসের প্রতিফলন।

২. আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে ঈমানের মৌখিক ঘোষণা অপরিহার্য।

৩. বিশ্বাস ও স্বীকৃতির সাথে সাথে বাস্তব জীবনে ঈমানের রূপায়ণ অপরিহার্য।

৪. ঈমানের বাস্তব রূপায়ণই ইসলাম। ঈমান ও ইসলামের উদাহরণ হচ্ছে বীজ ও গাছের মতো।

৫. যেসব আমল বা তৎপরতার দ্বারা ঈমানের প্রতিফলন ঘটানো হয়, সেগুলো হলো 'আমলে সালেহ'। আর আল্লাহর নির্দেশিত আমলে সালেহ্ই হলো ইবাদত।

❖ ❖ ❖

১০. ঈমান ও আমলে সালেহ্

১. মুক্তি ও সাফল্যের রাজপথ ঈমান ও আমলে সালেহ্

ঈমানের ভিত্তিতে রচিত রাজপথের নাম 'ঈমান ও আমলে সালেহ্।' এই রাজপথের অপর নাম 'সিরাত আল মুস্তাকিম (সরল সোজা পথ)।' সিরাত বা পথ হলো 'ঈমান'। আল মুস্তাকিম মানে- 'আমলে সালেহ্'।

কুরআন মজিদে 'ঈমান' ও 'আমলে সালেহ্'কে মুক্তি ও সাফল্যের উপায় ঘোষণা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ●

অর্থ: যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তাদের সুসংবাদ দাও: তাদের জন্যে রয়েছে উদ্যান আর বাগবাগিচা, সেগুলোর নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ- নদী ঝর্ণাধারা। আর তাদের জন্যে সেখানে থাকবে পবিত্র জুড়ি। (সূরা ২ আল বাকারা: আয়াত ২৫)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ●

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তাদের প্রভু তাদের ঈমানের ভিত্তিতে তাদের পরিচালিত করেন জান্নাতুন নায়িম- এর দিকে, যেগুলোর নিচে দিয়ে থাকবে বহমান নদ- নদী- ঝর্ণাধারা। (সূরা ১০ ইউনুস: আয়াত ৯)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ●

অর্থ: যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমার এবং মহা পুরস্কারের। (আল কুরআন ৫: ৯)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ● خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ●

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তাদের আপ্যায়ন করার জন্যে রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সেখানে থাকবে তারা চিরদিন। সেখান থেকে তারা স্থানান্তর হতে চাইবেনা কখনো। (আল কুরআন ১৮: ১০৭- ১০৮)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ●

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তিনি অবশ্যি তাদের পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেমনিভাবে খিলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদের; তিনি প্রতিষ্ঠিত করে দেবেন তাদের মনোনীত পছন্দের দীনকে, তাদের ভয়ভীতি ও আতংকের পরিবেশকে বদল করে তাদের প্রদান করবেন নিরাপত্তার পরিবেশ। (সূরা ২৪ আন নূর: আয়াত ৫৫)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ●

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, আমি অবশ্যি মিটিয়ে (মুছে) দেবো তাদের সমস্ত মন্দকর্ম এবং তাদের প্রতিফল দেবো তাদের উত্তম কর্মের ভিত্তিতে। (সূরা ২৯ আনকাবুত: আয়াত ৭)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۞

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। (৯৮:৭)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ● ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ● إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ●

অর্থ: আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে (We created man in the best stature)। তারপর তাকে নামিয়ে দিই নিচুদের চেয়েও নিচে; তবে তাদেরকে নয়, যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে। তাদের জন্যে তো রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। (সূরা ৯৫ আত তীন: আয়াত ৪- ৬)

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ● إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই মানুষ নিশ্চিত ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে, আমলে সালেহ্ করে আর যারা পরস্পরকে সত্য ও ন্যায়ের উপদেশ দেয় এবং (এর উপর) দৃঢ়তা অবলম্বনের জন্যে অসিয়ত করে। (আল কুরআন ১০৩: ২- ৩)

২. আমলে সালেহ্ মানে কি?

মহান আল্লাহর বাণী থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে গেলো, চির ক্ষতি ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া, ক্ষমা লাভ করা, চিরন্তন সাফল্য ও জান্নাতের সৌভাগ্য অর্জন করা, পৃথিবীর প্রতিনিধিত্বের কর্তৃত্ব লাভ করা, দীন প্রবর্তন করা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করার পূর্বশর্ত হলো 'ঈমান ও আমলে সালেহ্'। আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে ঈমানের পরিচয় জানতে পেরেছি, কিন্তু প্রশ্ন হলো 'আমলে সালেহ্' মানে কি? কী এর মর্ম ও তাৎপর্য?

সাধারণত কুরআনের অনুবাদে আমলে সালেহর অর্থ করা হয়, 'নেক আমল' বা 'ভালো কাজ' বা 'সৎ কাজ'। অবশ্য অনুবাদ তো আর ব্যাখ্যা বা তফসির নয়। তাই অনুবাদে এর চাইতে অধিক মর্ম প্রকাশ করাও সম্ভব নয়। কিন্তু আমলে সালেহর মর্ম ও তাৎপর্য এতোটুকুই নয়। কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাপক অর্থবহ। উৎসুক পাঠকগণের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আমলে সালেহর আভিধানিক ও পারিভাষিক দিক থেকে যথার্থ মর্ম ও তাৎপর্য তুলে ধরতে চাই।

صَالِحٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন صَالِحَاتٌ। এই صَالِحٌ শব্দটি উদগত হয়েছে صَلَحَ শব্দমূল (rootword) থেকে। বিখ্যাত আরবি ইংরেজি অভিধান 'মুজাম আল লুগাহ আল আরাবিয়া আল মুয়াসিরাহ' তে (by Milton cowan) صَلَحَ শব্দের অর্থ লেখা হয়েছে নিম্নরূপ:

to be good, right, proper, in order, righteous, pious Godly. to be well, to be usable, practicable, suitable, appropriate. to be admissible, permissible. to be valid. to put in order, settle, adjust, make amends. to mend, improve, fix, repair. to make peace, become reconciled, make up. to poster peace (between), reconcile (among people). to make suitable, modify. to reform. to remove, remedy. to make arable, reclaim, cultivate. to further, promote, encourage. bring good luck. to agree, accept, adopt.

এই صَلَحَ থেকে গঠিত শব্দগুলোর অর্থ লেখা হয়েছে নিম্নরূপ :

صُلْحٌ (সুলহ): Peace, settlement, composition, compromise, peace making.

صَلاَحٌ (সালাহ): goodness, properness, rightness; practicability.

صَلاَحِيَّةٌ (সালাহিয়্যাহ): fitness, efficiency; practicability, proper, competence.

اِصْلاَحٌ (ইসলাহ): restoration, improvement, correction; adjustment, remedying, elimination, establishment of peace; compromise, peace making.

صَالِحٌ (সালেহ্): good, right, proper, sound; through, substantial, out and out, solid; virtuous, pious, devout, goodly; usable, useful, practicable, serviceable, suitable, appropriate; fit for action.

আমরা জানি 'আমল' (عَمَلْ) মানে- কর্ম ও আচরণ। তাহলে 'আমলে সালেহর' মানে কী দাঁড়ায়? মূলত আমলে সালেহ্ মানে সেই সব কর্ম ও আচরণ যা صَلَحَ শব্দ মূলের অর্থের মধ্যে এবং صَلَحَ থেকে গঠিত শব্দ সমূহের মর্মের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

উপরে বর্ণিত আভিধানিক অর্থের আলোকে আমরা বলতে পারি, 'আমলে সালেহ্' মানে- সেইসব কর্ম ও আচরণ, যা ভালো, উত্তম, উৎকৃষ্ট, সৎ, সঠিক, যথার্থ, গ্রহণযোগ্য, আল্লাহ নির্দেশিত, সর্বজন স্বীকৃত ন্যায্য ও বাস্তব।

আমলে সালেহ্ মানে- শান্তি, শান্তি স্থাপন, সমঝোতা স্থাপন, মিলে মিশে চলা, নিষ্পত্তি করে নেয়া। মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। সমঝোতা করে চলা, সন্ধি স্থাপন করা। মীমাংসা করে নেয়া। সংযমশীল হওয়া।

আমলে সালেহ্ মানে- যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও উপযুক্ততা অর্জন করা। যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের কাজ করা। নিজেকে যোগ্য, প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত বানানোর কাজ করা। ধারণ ক্ষমতা ও সক্ষমতা অর্জন করা।

আমলে সালেহ্ মানে সেইসব কাজ- যা উপকারী, সাহায্যকারী, কল্যাণকর, উন্নতিদানকারী; যা সুবিধাদানকারী, ফলদায়ক, লাভজনক।

আমলে সালেহ্ অর্থ- সংস্কার, সংশোধন, পরিমার্জন, পুননির্মাণ, পুণর্বহাল, পুনর্মিলন, নিরাময়, পরিশোধন ও পরিশুদ্ধির কাজ করা।

আমলে সালেহ্ মানে- পরামর্শ করে কাজ করা, উপদেশ গ্রহণ করা, স্বীকৃত পন্থায় কাজ করা।

আমলে সালেহ মানে- ভদ্র, সৌজন্যমূলক এবং সুন্দর ও চমৎকার আচরণ করা।

৩. সাফল্য অর্জনের জন্যে আমলে সালেহর ভিত্তি হতে হবে ঈমান

আমল বিহীন ঈমান যেমন নিরর্থক, তেমনি ঈমানবিহীন আমলে সালেহ্ও নিষ্ফল। প্রকৃত পক্ষে ঈমানবিহীন আমল বা কাজকে আমলে সালেহ্ বলা যায়না। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের আমল বা কর্ম এবং আচরণ আট প্রকার:

01. সর্ব স্বীকৃত মন্দ ও নিন্দনীয় কাজ।
02. জঘন্য দুষ্কর্ম ও অপরাধ মূলক কাজ।
03. রসূলুল্লাহ সা.- এর মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহর শরিয়ায় অপছন্দনীয় কাজ।
04. আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ায় নিষিদ্ধ কাজ।

05. সর্বস্বীকৃত ভালো ও প্রশংসনীয় কাজ।
06. সর্বোৎকৃষ্ট ও কল্যাণময় কাজ।
07. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.- এর মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহর শরিয়ায় পছন্দনীয় কাজ।
08. আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়ায় বিধিবদ্ধ ও নির্দেশিত কাজ।

শেষোক্ত চার প্রকারের কাজই আমলে সালেহ্। আমলে সালেহ্ আল কুরআনের একটি পরিভাষা। তাই কুরআনের পরিভাষায় ঈমান- এর ভিত্তিতে বা ঈমান এনে অথবা মুমিন অবস্থায় এই চার প্রকারের কাজ করা হলে সেগুলো আমলে সালেহ্ হিসেবে গণ্য হবে। উল্লেখ্য, সর্বস্বীকৃত ভালো ও মন্দ কাজ ইসলামি শরিয়তেও ভালো এবং মন্দ কাজ হিসেবে অনুমোদিত।

উপরে صَلَحَ (সালাহা) থেকে উদগত সবগুলো শব্দের যেসব আভিধানিক অর্থ ও মর্ম উল্লেখ করা হয়েছে, ঈমানদার অবস্থায় বা ঈমানের ভিত্তিতে সে কাজগুলো করা হলে, সেগুলো সবই 'আমলে সালেহ্' বলে গণ্য হবে।

আমলে সালেহর জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং যেসব পুরস্কার ও শুভ প্রতিফলের ঘোষণা দেয়া হয়েছে, তা লাভ করবে কেবল তারাই, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল করে। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখেনা, আল্লাহর কাছে তাদের কোনো প্রাপ্য নেই। এ হচ্ছে অনেকটা নগরের পানি ও বিদ্যুত সরবরাহ কর্তৃপক্ষের মতো। যারা এসব কর্তৃপক্ষকে এবং তাদের নিয়মকানুন মেনে নিয়ে তাদের বিদ্যুত ও পানির লাইনের সাথে সংযোগ স্থাপন করবে, তারাই এদের সরবরাহকৃত বিদ্যুত ও পানি পাবে, অন্যরা পাবেনা।

মোট কথা, আমলে সালেহর ভিত্তি হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া ভালো কাজের ফল লাভ করা যাবেনা। একটু আগেই আমরা আল কুরআনের যেসব আয়াত উল্লেখ করেছি, সেসব আয়াতে একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ হয়েছে। এখানে আরো দুটি আয়াত দেখুন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ●

অর্থ: ঈমান এনে যে কোনো পুরুষ বা নারী আমলে সালেহ্ করবে, আমি তাকে দান করবো উত্তম পবিত্র জীবন এবং তাদের পুরস্কার দেবো তাদের সবচেয়ে ভালো কাজগুলোর ভিত্তিতে।" (সূরা ১৬ আন নহল: আয়াত ৯৭)

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ ۖ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

অর্থ: তবে যে কেউ ঈমান আনবে এবং আমলে সালেহ্ করবে, তার জন্যে থাকবে সর্বোত্তম পুরস্কার এবং তার প্রতি আমার বিষয়গুলো বলবো সহজভাবে।" (সূরা ১৮ আল কাহফ: আয়াত ৮৮)

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا

অর্থ: আর যারা এরাদা (সংকল্প) করে আখিরাত পাওয়ার এবং তার জন্যে প্রচেষ্টা চালায় উপযুক্ত প্রচেষ্টা মুমিন অবস্থায়, তাদের প্রচেষ্টা অবশ্যি কবুল করা হবে। (আল কুরআন ১৭: ১৯)

৪. ঈমান ও আমলে সালেহর সম্পর্ক

ঈমানের সাথে আমলে সালেহর সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এ দুটি বিষয়কে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ইসলামি উম্মাহর শ্রেষ্ঠ ইমাম মুজতাহিদগণ একমত হয়েছেন যে, ঈমানের তিনটি অবিচ্ছেদ্য অংগ রয়েছে। সেগুলো:

১. আন্তরিক বিশ্বাস,
২. মৌখিক ঘোষণা এবং
৩. কর্মে বাস্তবায়ন বা সম্পাদন।

এই তিনটির সমন্বিত রূপই ঈমান। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ হলো:

১. আল্লাহর অস্তিত্ব, এককত্ব, গুণাবলি, ক্ষমতা ও অধিকারের প্রতি বিশ্বাস।
২. এ বিশ্বাসের বিষয়ে মৌখিক ঘোষণা প্রদান করা এবং
৩. এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে জীবন যাপন করা বা জীবনের সকল কর্ম সম্পাদন করা।

এই তিনটি বিভাগের সম্মিলিত ও সমন্বিত রূপই হলো ঈমান। সুতরাং ঈমানের মধ্যেই রয়েছে আমলে সালেহ্। অথবা কথাটা এভাবেও বলা যায় যে, আমলে সালেহ্ মূলত ঈমানেরই শাখা প্রশাখা।

যেমন একটি উৎকৃষ্ট জাতের গাছ। এ গাছটির সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রয়েছে: ১. সেই বীজ, যা থেকে গাছটি উৎপন্ন হয়েছে, ২. গাছটির শেকড়, ৩. গাছটির কান্ড, ৪. গাছটির ডাল- শাখা- প্রশাখা, ৫. গাছটির পত্র- পল্লব, ৬. গাছটির ফুল ও ফল।

আল্লাহর রসূল সা. বলেছেন: "ঈমানের রয়েছে ষাটের (সহীহ বুখারি) কিছু অধিক বা সত্তরের (সহীহ মুসলিম) কিছু অধিক শাখা। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো: 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই'- এই ঘোষণা দেয়া। ছোট হলো, জনপথ থেকে ক্ষতিকর জিনিস অপসারণ করা। লজ্জাশীলতাও ঈমানের একটি শাখা।"

এ হাদিসের ভিত্তিতে শাহ অলি উল্লাহ দেহলভী রহ. বলেছেন, 'প্রতিটি ভালো কাজই ঈমানের অংগ।'

৫. আমলে সালেহর বিবরণ ও ঈমানের শাখা প্রশাখা

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মজিদে আমলে সালেহর তালিকা প্রদান করেননি। আল্লাহর রসূল সা. মানুষকে কুরআন বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সামগ্রিক কর্ম ও বাণীতে আমলে সালেহর পরিচয় পেশ করেছেন। নিজেকে আমলে সালেহর মডেল (নমুনা) হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সাহাবায়ে কিরামকে গড়ে তুলেছেন সেই মডেলের আদলে। তিনি আমলে সালেহর ধারাবাহিক কোনো তালিকা আমাদের দিয়ে যাননি। তবে তাঁর বাণীতে ব্যাপকভাবে আমলে সালেহর কথা উল্লেখ আছে।

উপরে আমরা ঈমানের শাখা প্রশাখা সংক্রান্ত যে হাদিসটি উল্লেখ করেছি, তাতে ঈমানের শাখার সংখ্যা ষাটের বা সত্তরের অধিক বলা হলেও এর অর্থ 'অনেক'। অর্থাৎ ঈমানের শাখা প্রশাখা অনেক।

বিভিন্ন হাদিসে দেখা যায়, রসূলুল্লাহ সা. বিভিন্ন কাজকে ঈমানের অঙ্গ এবং শাখা প্রশাখা বলে উল্লেখ করেছেন।

এজন্যে আমরা দেখতে পাই, অতীতের হাদিস বিশেষজ্ঞগণ কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে ঈমানের শাখা প্রশাখা তথা আমলে সালেহর তালিকাও প্রণয়ন করেছেন। ইমাম বায়হাকি এবং সহীহ বুখারির খ্যাতনামা ব্যাখ্যাতা আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানি তাদের গ্রন্থে এ তালিকা তৈরি করে দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে হাজর আসকালানি'র মতে ঈমানের শাখাসমূহ সম্প্রসারিত হয়েছে:
01. মানুষের অন্তরের আমলের মধ্যে (২২টি);
02. মানুষের যবানি (মৌখিক) আমলের মধ্যে (৭টি);
03. মানুষের শারিরিক আমল বা বাস্তব কর্মের মধ্যে (৩৮টি)। মোট ৬৭টি।

তিনি মানুষের শারিরিক আমল বা বাস্তব কর্ম সমূহকে পুনরায় তিনভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হলো: ১. মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে জড়িত আমল, ২.পারিবারিক ও বংশীয় জীবনের সাথে সম্পর্কিত আমল, ৩. দলীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সাথে জড়িত আমল।

তবে হাদিসে উল্লেখিত সংখ্যা মূলত আধিক্য বুঝানোর জন্যেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই বাস্তবে ঈমানের শাখাসমূহ আরো অনেক বেশি। যেমন- হাদিসে আল্লাহ তায়ালার সুন্দর নামসমূহের সংখ্যা উল্লেখ হয়েছে এক কম একশত বা নিরানববই। বর্ণনাকারীগণ নিরানববইটি নামের তালিকাও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের সংখ্যা আরো অনেক বেশি। এমনকি বিভিন্ন বর্ণনাকারীর বর্ণিত তালিকা সমন্বিত করলে সেগুলোর সংখ্যাও দেড় শতের কাছাকাছি দাঁড়ায়।

আমরা এখানে আল্লামা ইবনে হাজর আসকালানির শ্রেণি বিভাগ অনুযায়ী আমলে সালেহ্ বা ঈমানের শাখা প্রশাখা সমূহের একটি তালিকা পেশ করছি। তবে তাঁর উল্লেখিত সংখ্যাগুলোর তুলনায় আমাদের উদ্ধৃত সংখ্যা বেশি হলে তাতে দোষের কিছু নেই। কারণ, আমরা কুরআন হাদিসের ভিত্তিতেই এ তালিকা উল্লেখ করছি। তবে এ তালিকাকে বা কোনো তালিকাকেই চূড়ান্ত তালিকা মনে করা যাবেনা। কারণ, কুরআন হাদিসের গবেষণার ভিত্তিতে তালিকা অবশ্যি দীর্ঘায়িত হতে পারে।

৫:১. অন্তরের ঈমানি আমল বা আমলে সালেহ্ সমূহ

01. আল্লাহর প্রতি ঈমান। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর অস্তিত্ব, এককত্ব, গুণাবলী, ক্ষমতা ও অধিকারের প্রতি ঈমান।
02. আখিরাতের প্রতি ঈমান। এর মধ্যে রয়েছে: পুনরুত্থান, হাশর, হিসাব, বিচার, সিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম।
03. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান।
04. কুরআনের প্রতি ঈমান। পূর্বে অবতীর্ণ আল্লাহর কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান। হিদায়াত গ্রহণ করতে হবে শুধুমাত্র কুরআন থেকে - এ কথার প্রতি ঈমান।
05. মুহাম্মদ সা.- এর নবুয়্যত ও রিসালাতের প্রতি ঈমান। এর মধ্যে রয়েছে: মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ নবী ও রসূল - এ কথার প্রতি ঈমান। অনুসরণ করতে হবে শুধুমাত্র মুহাম্মদ সা.- কে, - এ কথার প্রতি ঈমান।
06. মুহাম্মদ সা.- এর পূর্বে প্রেরিত নবী ও রসূলগণের প্রতি ঈমান।
07. তকদির- এর প্রতি ঈমান। আল্লাহর ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।
08. আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক ভালোবাসা পোষণ। আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা।
09. আল্লাহকে ভয় করা। আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা।
10. সকল কাজ আল্লাহর জন্যে করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা।
11. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকেও ভালোবাসা।
12. আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কারো সাথে শত্রুতা করা।
13. আখিরাতের সাফল্য অর্জনের সংকল্প নিয়ে কাজ করা।
14. আল্লাহর অনুগ্রহ এবং রহমতের আশা পোষণ করা।
15. ঈমান ও আমলের ইখলাস অর্থাৎ আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠাতা ।
16. মুহাম্মদ সা- কে সর্বোত্তম আদর্শ বা নমুনা (মডেল) হিসাবে গ্রহণ করা।
17. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.- এর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা।
18. আল্লাহর প্রতি এবং রসূল সা.- এর প্রতি আনুগত্য। এছাড়াও আল্লাহর নির্দেশিতদের প্রতি আনুগত্য।
19. সবর, ধৈর্য, কৃতজ্ঞতাবোধ (সবর ও শোকর)।
20. দয়া, করুণা. সহানুভূতি।

21. বিনয়। যেমন- অহংকার বর্জন, হিংসা না করা, ক্ষতি সাধনের সংকল্প না করা, নিজ মতকে অগ্রাধিকার না দেয়া।
22. আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহর কাছে কামনা ও প্রার্থনা করা।
23. দীনের উপর অটল থাকা।
24. কুরআনের প্রতি সম্মান, মর্যাদা ও ভালোবাসা পোষণ করা।
25. ভালো কাজে আনন্দ ও মন্দ কাজে মর্মপীড়া অনুভব করা।
26. তওবা করা (অন্যায়, অপরাধ ও পাপকাজের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া)।
27. আত্মসম্মানবোধ।
28. লজ্জাশীলতা।
29. দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করা।
30. নিজের জন্যে যা পছন্দ অপরের জন্যে তাই পছন্দ করা।
31. মুসলিমদের কল্যাণ কামনা করা।
32. শয়তানকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ।
33. মুমিনদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা।

৫:২. যবানের (মৌখিক) ঈমানি আমল বা আমলে সালেহ্ সমূহ

01. আল্লাহর একত্ব ও মুহাম্মদ সা.-এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান (শাহাদাহ্)।
02. ইলম অর্জন করা।
03. কুরআন পাঠ ও অধ্যয়ন করা।
04. আল্লাহর যিকর করা। তাঁর তসবিহ ও প্রশংসা প্রকাশ করা।
05. আল্লাহর কাছে চাওয়া, আল্লাহকে ডাকা।
06. আল্লাহর দিকে ডাকা। দাওয়াত দান করা।
07. শিক্ষা দান করা।
08. ক্ষমা প্রার্থনা করা (ইস্তিগফার)।
09. নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দেয়া।
10. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।
11. উত্তম ও সুন্দর কথা বলা।
12. সত্য কথা বলা।
13. ন্যায় কথা বলা।
14. বেহুদা কথা থেকে বিরত থাকা।
15. অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকা।

৫:৩. শারিরিক বা বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ: ব্যক্তিগত জীবনে

01. মানসিক ও শারিরিক পবিত্রতা অর্জন করা।
02. গোপন অংগ সমূহ ঢেকে রাখা (সতর করা)।

03. সালাত আদায় করা (ফরয, নফল)।
04. যাকাত পরিশোধ করা।
05. রোযা রাখা (ফরয, নফল)।
06. হজ্জ করা।
07. উমরা করা।
08. কা'বা ঘর তাওয়াফ করা।
09. দান সদকা করা।
10. হাসি মুখে কথা বলা।
11. মান্নত পূর্ণ করা।
12. কাফফারা আদায় করা।
13. ই'তেকাফ করা।
14. দাস মুক্ত করা।
15. লাইলাতুল কদর- এর সন্ধানে রাত জাগা।
16. নিজ দীনের হিফাযত করা (প্রয়োজনে হিজরত করা)।
17. নিখাঁদ ঈমান প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।
18. প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।
19. আমানত রক্ষা করা।
20. হালাল পানাহার করা।
21. হারাম বর্জন করা।
22. লজ্জাস্থানের হিফাযত করা। অশ্লীলতা বর্জন করা।
23. হিজাব করা।
24. উত্তম চরিত্র অর্জন করা।
25. সকল ভালো কাজ আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করা।

৫:৪. বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ: পারিবারিক জীবনে

01. বিয়ে শাদী করে পবিত্র জীবন যাপন করা।
02. স্ত্রীর মোহরানা আদায় করা।
03. স্বামীর হক আদায় করা।
04. স্ত্রীর হক আদায় করা।
05. পিতা মাতার প্রতি ইহসান করা (সর্বোত্তম আচরণ করা)। তাদের সম্মান করা। তাদের কষ্ট না দেয়া। তাদের আনুগত্য করা। তাদের যাবতীয় অধিকার প্রদান করা।
06. সন্তান লালন পালন করা। শিশুদের মাতৃদুগ্ধ পান করানো।
07. সন্তানদের সুশিক্ষা দান করা। তাদের অধিকার প্রদান করা।
08. রক্ত সম্পর্ক অক্ষুন্ন ও অটুট রাখা।
09. আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করা।

10. উত্তরাধিকার বন্টন করা।
11. অসিয়ত করা এবং অসিয়ত পূর্ণ করা।
12. মেহমানদারি করা।
13. স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে চলা। স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করা।
14. চাকর চাকরানি বা গৃহকর্মীদের প্রতি সদয় ও কোমল আচরণ করা।
15. স্ত্রী ও পরিবার থেকে আলাদা হয়ে বৈরাগী জীবন যাপন না করা।

৫:৫. বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ: সামাজিক জীবনে

01. সালাম দেয়া। সালামের জবাব দেয়া।
02. রোগীর সেবা যত্ন করা, চিকিৎসা করা।
03. অভাবী ও দরিদ্রদের সাহায্য সহযোগিতা করা।
04. প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। তাদের সুখে দুঃখে শরিক হওয়া।
05. পরোপকার করা। আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দেয়া।
06. মৃতের দাফন কাফন ও জানাযার ব্যবস্থা করা।
07. মসজিদ নির্মান করা। সালাতের জামাত কায়েম করা।
08. মানুষের সাথে সদাচরণ করা। মন্দ আচরণ বর্জন করা।
09. মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দান করা।
10. হকের উপদেশ দেয়া। হকের উপর অটল থাকার (সবরের) উপদেশ দেয়া।
11. বিরোধ মীমাংসা করে দেয়া।
12. বিয়ে শাদীর প্রস্তাব দেয়া, মধ্যস্থতা করা এবং সহযোগিতা করা।
13. আমানত ফেরত দেয়া। খেয়ানত না করা।
14. অংগিকার, চুক্তি, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা।
15. সাময়িক ও স্থায়ী জনকল্যাণের কাজ করা।
16. শিক্ষা সম্প্রসারণ করা।
17. পরস্পরের সংশোধন করা। দীনি ভাইদের সহযোগিতা করা।
18. অপর ভাইয়ের দোষ গোপন করা।
19. কাফির মুশরিকদের সাথে বন্ধুতা না করা। (তবে সদাচরণ করতে হবে)।
20. হাঁচি দাতার ‘আলহামদুলিল্লাহ’র জবাবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলা।
21. সৎ ও কল্যাণের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করা।
22. অসৎ ও অকল্যাণের কাজে সহযোগিতা না করা।
23. সৎ কাজের আদেশ দেয়া। অসৎ কাজে নিষেধ করা, বাধা দেয়া।
24. সুবিচার করা।
25. অন্যদের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া।
26. কাউকেও অপবাদ না দেয়া, গীবত না করা।
27. অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা না করা।
28. হারাম উপার্জন না করা। সুদ ও সুদী কারবার পরিহার করা।

29. ঘুষ, জবরদখল ও অন্যায় পন্থায় কারো অর্থ সম্পদ হরণ না করা।
30. ধোকা প্রতারণা না করা।
31. কৃপণতা না করা, আবার সব কিছু উজাড় করে খরচ না করে ফেলা।
32. নিজের জন্যে, পোষ্যদের জন্যে সামর্থ মতো ব্যয় করা।
33. অপচয় ও অপব্যয় না করা।
34. ব্যয়ের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করা।
35. করয দেয়া/সময়মতো করয ফেরত দেয়া।
36. মানুষকে দুঃখ কষ্ট না দেয়া।
37. জনপথ থেকে কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর জিনিস অপসারণ করা।
38. জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত থাকা।
39. ইসলামি নেতৃত্বের আনুগত্য করা।
40. ন্যায়ের প্রসার ও অন্যায়ের প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৫:৬. বাস্তব আমলে সালেহ্ সমূহ: রাষ্ট্রীয় জীবনে

01. সুশাসন পরিচালনা করা। ন্যায়পরায়ণ শাসকের আনুগত্য করা।
02. ন্যায় বিচার করা।
03. জনগণের আমানত রক্ষা করা ও পাহারা দেয়া।
04. রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা।
05. সালাত কায়েম করা এবং যাকাত ব্যবস্থা চালু করা।
06. আমর বিল মা’রুফ (ভালো কাজের আদেশ ও প্রসার)- এর কাজ করা।
07. নাহি আনিল মুনকার (মন্দ ও দুষ্কৃতি প্রতিরোধ)- এর কাজ করা।
08. জনগণের পারস্পারিক বিরোধ মীমাংসা করা, বিচার ফায়সালা করা।
09. জাতীয় সংস্কার সংশোধনের কাজ করা। শিক্ষার প্রসার ঘটানো।
10. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর কাজ করা (ইসলামের প্রচার ও প্রতিরক্ষা)।
11. রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষায় সৈনিকের দায়িত্ব পালন করা।
12. চুক্তি ও সমঝোতা করা।
13. চুক্তি ও অংগিকার বাস্তবায়ন করা।
14. ইসলামী আইন ও দণ্ড কার্যকর করা।
15. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা।
16. অশ্লীলতার প্রসার রোধ করা।
17. যার কোনো অভিভাবক নেই, তার অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করা।

এখানে আমরা বিভিন্ন বিভাগে যেসব আমলে সালেহর উল্লেখ করেছি, সবই আল কুরআন এবং হাদিস থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধি করা যাচ্ছেনা বলে সংশ্লিষ্ট আয়াত বা হাদিস উল্লেখ করা হয়নি।

৬. এক কেন্দ্রিক সুরভিত ফুল আর শুভ ফল

ঈমানের শাখাসমূহ তথা আমলে সালেহেক এখানে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে উপস্থাপন করলেও মূলত একজন ব্যক্তির জীবনে আমলে সালেহসমূহ একেবারেই অবিভাজ্য, সমন্বিত এবং এক কেন্দ্রীভূত। যেমন, অন্তরের আমলে সালেহসমূহ মৌখিক এবং বাস্তব কর্মের আমলে সালেহসমূহের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। একইভাবে মৌখিক আমলে সালেহসমূহ অন্তরের এবং বাস্তব আমলে সালেহসমূহের সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। তাই এখানে বিভাগগুলো মূখ্য নয়, আমলগুলোই মূখ্য।

এ যাবত আমরা আমলে সালেহর যে তালিকা পেশ করেছি এ রকম ধারাবাহিক তালিকা কুরআনে বা হাদিসে পেশ করা হয়নি। বরং প্রয়োজন, পরিবেশ পরিস্থিতি ও অবস্থার প্রেক্ষিতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে রসূলুল্লাহ সা. বিভিন্ন সময় প্রয়োজন, পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে বিভিন্ন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে আদেশ, নিষেধ বা উপদেশ আকারে এসব আমলে সালেহর উল্লেখ করেছেন। কুরআন এবং হাদিস হলো শত রকম সুরভিত ফুলের সমারোহে সমৃদ্ধ বাগান। জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সুন্দর সুফলদায়ক উপদেশই আপনি এখানে পাবেন। এগুলোর সৌরভে নিজেকে সুরভিত করতে পারলেই আপনি সফল, নইলে নিশ্চিত ব্যর্থ বিফল।

যেমন সুফলদায়ক একটি উৎকৃষ্ট জাতের বৃক্ষ। আলো বায়ু পানি তার আহার। তার মূল বা শেকড় হলো তার সঞ্জিবনী শক্তি সরবরাহকারী। তার কান্ড ও শাখা প্রশাখা হলো তার কারিগর। তার ফুল হলো তার মুখপত্র। তার ফল হলো তার কর্ম (contribution)। তেমনি ঈমান ও আমলে সালেহ্ দ্বারা সমৃদ্ধ কুরআন সুন্নাহ সিঞ্চিত জ্ঞান হলো মুমিনের আহার। তার অন্তর হলো তার সমস্ত কর্মের সঞ্জিবনী শক্তি সরবরাহকারী। তার মস্তিষ্ক হলো তার কর্মের কারিগর। তার যবান হলো তার কর্মের মুখপত্র। তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হলো তার কর্মের সম্পাদক।

পরকাল, পুনরুত্থান, হিসাব, বিচার ফায়সালা, জান্নাত জাহান্নাম সম্পর্কে একজন মুমিন দিবালোকের মতো স্বচ্ছ সুস্পষ্ট জ্ঞান রাখেন। তিনি জানেন মানুষের জীবন অমর। জীবনের মৃত্যু হয়না, হয় স্থানান্তর। পৃথিবী নশ্বর,

ক্ষণস্থায়ী। এখানে মানুষের জীবনকাল ক্ষণিকের, অতিক্ষুদ্র সময়ের। কিন্তু পরকাল অনন্ত জীবনের। সেখানে পৃথিবীর মতো দেহেরও মৃত্যু হবেনা, জীবনকালেরও ক্ষয় হবেনা, লয় হবেনা।

কারো সে জীবন যদি হয় দুঃখের, কষ্টের, শাস্তির, যন্ত্রণার, দগ্ধের, দহনের, তবে তার চাইতে দুর্ভাগা আর কে আছে?

পক্ষান্তরে যার সে জীবন হবে সুখের, সাফল্যের, পুরস্কারের, পরমানন্দের, তার মতো সৌভাগ্যবান আর কে আছে?

আসুন, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সৌভাগ্যের আকাংখী নারী পুরুষ, যুবক যুবতী, কিশোর কিশোরী, সবাই মিলে চলি ঈমানের পথে। আসুন, আমলে সালেহর গুণাবলীতে শোভামন্ডিত করি নিজের জীবনকে। আল্লাহর সাহায্য মুমিনদের জন্যে প্রতিশ্রুত।

৭. এ অধ্যায়ের সারকথা

এই প্রাথমিক অধ্যায়ের আলোচনার সারকথা হচ্ছে এই যে:

01. ঈমানিয়াত সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলমানের সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।
02. তাই এই বিষয়ে সর্বাধিক পড়ালেখা করা উচিত।
03. ঈমানিয়াতের বিভিন্ন দিকসমূহের উপর এমন সুস্পষ্ট জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে, যা ব্যক্তির অন্তরে প্রত্যয়ের জন্ম দেবে। আর এ ঈমানি প্রত্যয়ই হতে হবে প্রত্যেক মুসলমানের পরিচালিকা শক্তি।
04. ঈমানের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ আলোচনা।
05. ঈমানের বিষয়বস্তুসমূহ মূলত: গায়েব অদৃশ্য। ঈমান বিল গায়েবের মাধ্যম হলেন নবী রসূলগণ।
06. মানুষের চলা পথ দুটি: ক. ঈমান ও খ. কুফর
07. ঈমান হচ্ছে সত্য, কল্যাণ, হিদায়াত, নূর এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভ ও মুক্তির পথ।
08. কুফর হচ্ছে অকল্যাণ, ধ্বংস, অজ্ঞতা, যুলুম ও আল্লাহর অসন্তোষের পথ।
09. কি কি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে হবে, কুরআন ও হাদিসের আলোকে তার বিস্তারিত আলোচনা।
10. ঈমানের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে: ‘আল্লাহ’।

❖ ❖ ❖

১১. মুমিনের বৈশিষ্ট্য

যেসব লোক সত্যিকারভাবে ঈমানিয়াতের বিস্তৃত ধারণা, পরিচ্ছন্ন জ্ঞান ও সন্তোষজনক বুঝ নিয়ে মুমিন শিবিরে প্রবেশ করেন, তাঁদের মধ্যে এমন সব অনুপম নৈতিক, মানবিক ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি জন্মলাভ করে, যা তাদেরকে পার্থিব ও পরকালীন সফলতার শিখরে আরোহণ করিয়ে দেয়। এগুলো এমন গুণাবলি, যা খালিস মুমিনের মধ্যে সৃষ্টি হবেই। অথবা কথাটা এভাবেও বলা যায়, যাদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি পরিলক্ষিত হবে, তারাই খালিস মুমিন। কুরআন মজিদে প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। আমি নিম্নে কতিপয় আয়াতে উদ্ধৃত করলাম।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ●

অর্থ: মুমিন হলো তারা, যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রসূলের প্রতি এবং অত:পর আর সন্দেহ পোষণ করেনি, বরং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে মাল- সম্পদ এবং জান- প্রাণ দিয়ে, এরাই (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী।" (আল কুরআন ৪৯: ১৫)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ●

অর্থ: মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেয়ার জন্যে, তখন তাদের কথা একটাই হয়ে থাকে যে, 'আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম।' এসব লোকই হবে সফলকাম। (আল কুরআন ২৪: ৫১)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ● الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ● أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ●

অর্থ: জেনে রাখো, প্রকৃত মুমিন হলো তারা, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে যাদের অন্তর কেঁপে উঠে, আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করে শুনানো হলে যাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং যারা তাদের প্রভুর উপর তাওয়াক্কুল করে। তারা হলো সেইসব লোক যারা সালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে। তারাই হক (প্রকৃত) মুমিন। (আল কুরআন ৮: ২- ৪)

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ●

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের কলব (অন্তর) প্রশান্তি লাভ করে।" জেনে রেখো, কেবল আল্লাহর স্মরণেই কলব প্রশান্তি লাভ করে থাকে। (আল কুরআন ১৩: ২৮)

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ●

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর জন্যে তাদের ভালোবাসা সবার এবং সবকিছুর উপরে অতি মজবুত- অবিচল। (আল কুরআন ২: ১৬৫)

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ●

অর্থ: যারা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে তুমি তাদের কাউকেও এমন পাবেনা, যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীর সাথে বন্ধুতা ও ভালোবাসা রাখে, বিরোধিতাকারীরা তাদের বাবা- মা, ছেলে- মেয়ে, ভাই- বোন এবং আত্মীয়- স্বজন হলেও। এদের অন্তরে আল্লাহ লিখে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদের সাহায্য করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে রূহ (অহির জ্ঞান, কুরআন) দিয়ে। তিনি তাদের দাখিল করবেন জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ নদী নহর, চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। আল্লাহ তাদের প্রতি রাজি হয়ে গেছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি রাজি হয়েছে। এরাই আল্লাহর দল। আর জেনে রাখো, আল্লাহর দলই হবে সফল। (আল কুরআন ৫৮: ২২)

لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ●

অর্থ: মুমিনরা মুমিনদের ছাড়া কাফিরদের অলি (বন্ধু, অভিভাবক, পৃষ্ঠপোষক) হিসেবে গ্রহণ করবেনা। (৩ আলে ইমরান: আয়াত ২৮)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ●

অর্থ: মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। (আল কুরআন ৪৯: ১০)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ●

অর্থ: মুমিন পুরুষ আর মুমিন নারী পরস্পরের অলি (বন্ধু, অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক)। তারা ভালো কাজে আদেশ করে, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে,

সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। (আল কুরআন ৯: ৭১)

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ●

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল কিনে নিয়েছেন, বিনিময়ে তারা লাভ করবে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করবে, মরবে এবং মারবে। (আল কুরআন ৯: ১১১)

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ●

অর্থ: তারা হয়ে থাকে তওবাকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকুকারী, সাজদাকারী, ভালো কাজের আদেশ দানকারী, মন্দ কাজে বাধাদানকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত হুদুদ (সীমারেখা) হিফাযতকারী। এসব (গুণের অধিকারী) মুমিনদের সুসংবাদ দাও। (আল কুরআন ৯: ১১২)

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ●

অর্থ: আল্লাহ মুমিনদের মজবুত অটল রাখেন মজবুত অটল কথার ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবনেও এবং আখিরাতেও। (আল কুরআন ১৪: ২৭)

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ●

অর্থ: মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, আর যারা তার সাথে রয়েছে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে একে অপরের প্রতি পরম দয়াবান। তুমি লক্ষ্য করছো, তারা রুকু ও সাজদায় অবনত হয়ে কামনা করছে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি। তাদের লক্ষণ হলো, তাদের মুখমন্ডলে পরিস্ফুট দেখবে সাজদার প্রভাব। (আল কুরআন ৪৮: ২৯)

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ●

অর্থ: লোকেরা তাদের বলেছিল: ‘তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট বাহিনী সমবেত হয়েছে তাদের ভয় করো।’ - একথা শুনে তাদের ঈমান বেড়ে গিয়েছিল এবং

তারা বলেছিল: 'হাসবুনাল্লাহু অনি'মাল অকিল- আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই সর্বোত্তম উকিল- (কর্মসম্পাদনকারী)। (আল কুরআন ৩: ১৭৩)

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ● الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ● وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ● وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ● وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ● إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ● فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ● وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ● وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ● أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ● الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ●

অর্থ: সফল হয়েছে মুমিনরা, যারা তাদের সালাতে হয় বিনীত, যারা অর্থহীন কথাবার্তা থেকে থাকে বিরত, যারা আত্মোন্নয়নে থাকে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন জীবনকে করে হিফাযত, নিজেদের স্ত্রী এবং অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া, তাতে তারা হবেনা তিরস্কৃত। কিন্তু যারা এ ছাড়া অন্য কাউকেও কামনা করবে, তারা অবশ্যি গণ্য হবে সীমালঙ্ঘনকারী বলে। আর তারা রক্ষা করে নিজেদের আমানত ও অংগীকার, তাছাড়া তারা যত্নবান থাকে তাদের সালাতের প্রতি, এরাই হবে ওয়ারিশ। তারা ওয়ারিশ হবে ফেরদাউসের এবং সেখানেই হবে তারা চিরস্থায়ী। (আল কুরআন ২৩: ১- ১১)

এ আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম, সত্যিকার ঈমানদার লোকেরা:

০১. জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহে লিপ্ত হয়না, বরঞ্চ:
০২. তারা জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে চেষ্টাসংগ্রাম করে যায়,
০৩. তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের একান্ত অনুগত ও বাধ্যগত হয়,
০৪. আল্লাহর ভয়ে তাদের অন্তর কম্পমান থাকে।
০৫. আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।
০৬. তারা কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করে।
০৭. তারা নামায কায়েম করে।
০৮. তারা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক থেকে তাঁর পথে ব্যয় করে। যাকাত দিয়ে দেয়।
০৯. তারা আল্লাহকে ডাকলে তাদের দিল প্রশান্তি লাভ করে।
১০. তারা আল্লাহকে সর্বাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে।
১১. আল্লাহ ও রসূলের বিরোধীতাকারীদের সাথে তারা মহববত ও বন্ধুতার সম্পর্ক রাখেনা। এমনকি তারা নিকটাত্মীয় হলেও।

১২. তারা কখনো কাফেরদের বন্ধু এবং পৃষ্ঠপোষক বানায় না।
১৩. ঈমানদার লোকেরা নিজেরা পরস্পরের ভাই হয়ে যায়।
১৪. তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু, সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক হয়।
১৫. পরস্পরকে ভাল কাজের আদেশ করে এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে।
১৬. দীনি ব্যাপারে তারা অটল সিদ্ধান্তের অধিকারী হয়ে থাকে।
১৭. জান্নাত লাভের চুক্তিতে তারা নিজেদের জান ও মালকে আল্লাহর নিকট বিক্রয় করে দেয়।
১৮. তারা আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর হয়ে থাকে।
১৯. নিজেদের মধ্যে তারা পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়াশীল হয়ে থাকে।
২০. তারা আল্লাহর নিকট বিনয়ী হয়ে থাকে।
২১. তাদের জীবনোদ্দেশ্যে হয়ে থাকে আল্লাহর সন্তোষ লাভ।
২২. তারা কখনো শত্রুকে ভয় করে না।
২৩. শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা আল্লাহকে উকিল মানে।
২৪. তারা হয়ে থাকে তওবাকারী বা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।
২৫. তারা হয়ে থাকে আল্লাহর গোলামি বরণকারী।
২৬. তারা হয়ে থাকে আল্লাহর প্রশংসাকারী।
২৭. তারা হয়ে থাকে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষাকারী।
২৮. তারা আল্লাহকে ভয় করে নামায পড়ে।
২৯. তারা বাজে কথা ও বেহুদা কাজ থেকে দূরে থাকে।
৩০. তারা পবিত্র পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করে।
৩১. যৌন জীবনকে তারা হেফাযত করে।
৩২. তারা আমানত রক্ষা করে।
৩৩. তারা নামায আদায়ে সতর্ক ও মনোযোগী হয়ে থাকে।

❖ ❖ ❖

১২. মুমিনের পুরস্কার

সত্যিকার অর্থে যারা ঈমান এনে ঈমানের দাবি অনুযায়ী জীবনযাপন করে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও আখিরাতে এসব মুমিনের সাহায্যকারী হয়ে যান। তিনি তাদের নিজ খাস বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি তাদের জন্যে কল্যাণের দুয়ার খুলে দেন।

১. মুমিনদের পরকালীন পুরস্কার

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে মুমিনদের পরকালীন সৌভাগ্যের প্রাণাকর্ষী বর্ণনা রয়েছে। দুনিয়াতে নেক আমল আর আল্লাহর সন্তোষজনক কাজ করার জন্যে তিনি মওজুদ রেখেছেন তাদের জন্যে বহুগুণ পারিশ্রমিক ও সীমাহীন পুরস্কার। বলা হয়েছে: মৃত্যু হবে তাদের সহজ। বরযখ জগতে দেখানো হবে তাদের প্রাপ্য জান্নাতের আসন। হাশর ময়দানে থাকবে তারা আল্লাহর ছায়াতলে। বেহেশতে নেয়া হবে তাদের মিছিল করে। আরই এই বেহেশতেই তারা ভোগ করবে তাদের পারিশ্রমিক ও পুরস্কার। কুরআন ও হাদিসে রয়েছে তাদের সেই প্রাপ্য সামগ্রির চিত্তাকর্ষী মনলোভা বিবরণ। সেইসব বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ না করে সে সম্পর্কে কেবল কুরআনের কয়েকটি আয়াত এবং একটি হাদিস উদ্ধৃত করেই বিস্তারিত বর্ণনার পরিসমাপ্তি করবো। কুরআন পাকে বলা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ● خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ●

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতুন নায়ীম। সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল। আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তিনি মহাশক্তিধর, মহাপ্রজ্ঞাবান। (আল কুরআন ৩১: ৮- ৯)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ●

অর্থ: আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ওয়াদা দিয়েছেন সেই জান্নাতের, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ- নদী- নহর। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। সেই চিরস্থায়ী জান্নাতে থাকবে মনোরম বাসস্থান। আর তাদের জন্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার থাকবে আল্লাহর রেজামন্দি। এটাই প্রকৃতপক্ষে মহাসাফল্য। (আল কুরআন ৯: ৭২)

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ، وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ●

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ (উত্তম, ন্যায় ও পুণ্যের কাজ) করে, অচিরেই আমরা তাদের দাখিল করবো জান্নাতে, যার নিচে দিয়ে বহমান থাকবে নদ-নদী-নহর। চিরকাল থাকবে তারা সেখানে। তাছাড়া সেখানে তারা পাবে পবিত্র স্বামী এবং স্ত্রী। আর আমরা তাদের দাখিল করবো সুবিস্তৃত চিরস্নিগ্ধ ছায়ায়। (আল কুরআন ৪: ৫৭)

মুমিনদের পরকালীন নিয়ামত ও পুরস্কারের এতো অসংখ্য ও বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে রয়েছে, যা কুরআন অধ্যয়নকারী প্রতিটি জ্ঞানবান মানুষের মনের মানচিত্রে অংকিত রয়েছে। কুরআন মজিদে তাদের প্রাপ্তি ও পুরস্কারের এতো অসংখ্য আকর্ষণীয় ও বিস্তারিত বর্ণনার পরও আল্লাহ তায়ালা বলেন:

لَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ●

অর্থ: কেউই জানেনা, তাদের জন্যে চোখ জুড়ানো যেসব (নিয়ামতরাজি) গোপন করে রাখা হয়েছে তাদের আমলের পুরস্কার হিসেবে! (আল কুরআন ৩২: ১৭)

একটি হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ اللهُ تَعَالٰى اَعَدْتُّ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عِيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ ●

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা বলেন: আমার ঈমানদার নেক বান্দাদের জন্যে আমি এমন সামগ্রি তৈরি করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শুনেনি আর কোনো মানুষের মন কখনো কল্পনা করেনি। (বুখারি, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

২. মুমিনদের পার্থিব প্রাপ্য

সৎকর্মশীল মুমিনরা পরকালে কুরআনে ও হাদিসে বর্ণিত নিয়ামতসমূহ এবং আরো অকল্পনীয় নিয়ামত তো পাবেই। সেগুলো তাদের জন্যে নির্ধারিত। কিন্তু দুনিয়াতেও তারা শুধু বিপদ মসিবত, দুঃখ যন্ত্রণা আর নির্যাতনই ভোগ করবে না, এখানেও রয়েছে তাদের অনেক প্রাপ্য। মুমিনরা যদি সত্যিই ঈমানের উপর অটল অবিচল থেকে জীবনযাপন করতে পারে, তাহলে আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামতের ধারা তাদের উপর দুনিয়া থেকেই বর্ষিত হতে থাকে:

এক. আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে দৃঢ়তা দান করেন:

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِينَ، وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ●

অর্থ: আল্লাহ মুমিনদের মজবুত অটল রাখেন মজবুত অটল কথার ভিত্তিতে দুনিয়ার জীবনেও এবং আখিরাতেও, আর বিভ্রান্ত করে দেন যালিমদের এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন। (আল কুরআন ১৪: ২৭)

দুই. দুনিয়ায় তারা মানসিক স্থিতি ও প্রশান্তি লাভ করেন:

• اَلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّٰهِ، أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অর্থ: যারা ঈমান আনে আল্লাহর স্মরণে যাদের কলব (অন্তর) প্রশান্তি লাভ করে। জেনে রেখো, কেবল আল্লাহর স্মরণেই কলব প্রশান্তি লাভ করে থাকে। (আল কুরআন ১৩: ২৮)

তিন. আল্লাহ মুমিনদের আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন:

• الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং ঈমানকে যুলুম (শিরক) মিশ্রিত করে কলুষিত করেনা, তাদের জন্যে রয়েছে নিরাপত্তা, আর তারাই হিদায়াত প্রাপ্ত। (আল কুরআন ৬: ৮২)

চার. তারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে ধন্য হয়:

• وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَبِيرًا

অর্থ: তুমি মুমিনদের সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে বিরাট অনুগ্রহ। (আল কুরআন ৩৩: ৪৭)

পাঁচ. আল্লাহ মুমিনদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন:

• اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

অর্থ: যারা ঈমান আনে তাদের অলি হলেন আল্লাহ। তিনি তাদের বের করে আনেন অন্ধকাররাশি থেকে আলোতে। (আল কুরআন ২: ২৫৭)

ছয়. আল্লাহ দুনিয়াতে মুমিনদের সাহায্য করেন, স্থিতি প্রতিষ্ঠা দান করেন এবং তাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন:

• فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: তারপর আমরা অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আর মুমিনদের সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব। (আল কুরআন ৩০: ৪৭)

• يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللّٰهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

অর্থ: হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তিনিও সাহায্য করবেন তোমাদের, এবং অটল অবিচল রাখবেন তোমাদের কদম। (আল কুরআন ৪৭: ৭)

সাত. আল্লাহ ঈমানদার কাফেলার মন থেকে সমস্ত বস্তুবাদী শক্তির ভয় ও চিন্তা দুর করে দেন এবং তাদের বিজয় দান করেন:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ●

অর্থ: তোমরা দুর্বল হয়োনা এবং দুঃখ করোনা, তোমরাই জয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হও। (আল কুরআন ৩: ১৩৯)

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ●

অর্থ: তোমাদের জন্যে আরো থাকবে যা তোমরা আকাঙক্ষা করো সেটা (অর্থাৎ) আল্লাহর সাহায্য আর নিকটবর্তী (সময়ের মধ্যে) বিজয়। (হে নবী!) মুমিনদের সুসংবাদ দাও। (আল কুরআন ৬১: ১৩)

আট. অবিচল ঈমানদার লোকদের উৎসাহ প্রদানের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতার আগমণ ঘটে:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا ●

অর্থ: নিশ্চয়ই যারা বলে: 'আল্লাহ আমাদের প্রভু', অত:পর একথার উপর অটল- অবিচল থাকে, তাদের প্রতি ফেরেশতা নাযিল হয়ে বলে: 'আপনারা ভয় পাবেন না, চিন্তিতও হবেননা।' (আল কুরআন ৪১: ৩০)

নয়. মুমিনদের জনপদে রিযিকের প্রাচুর্য ঘটে:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

অর্থ: জনপদবাসী যদি ঈমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো, তাহলে অবশ্যি আমরা তাদের জন্যে খুলে দিতাম আসমান ও জমিনের বরকতের দুয়ার। (আল কুরআন ৭: ৯৬)

দশ. মুমিনদের প্রতি জনগণের অন্তরে মহববত পয়দা হয়:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ●

অর্থ: যারা ঈমান এনেছে এবং আমলে সালেহ্ করেছে, দয়াময় রহমান অচিরেই জনগণের মনে তাদের জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (আল কুরআন ১৯: ৯৬)

এগার. সত্যিকার মুমিনদেরকে আল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেন তাদের জীবন ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং তাদের সংকটকালের অবসান ঘটান:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ●

অর্থ: তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, তাদেরকে আল্লাহ ওয়াদা দিচ্ছেন, তিনি তাদের ভূ- খন্ডে প্রতিনিধিত্ব (রাষ্ট্রক্ষমতা) দান করবেন, যেমন তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের। তিনি তাদের জন্যে প্রতিষ্ঠিতি করে দেবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন এবং তাদেরকে ত্রাস ও ভীতির বদলে দেবেন শান্তি ও নিরাপত্তা। (আল কুরআন ২৪: ৫৫)

বার. দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে পবিত্র জীবন দান করেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

অর্থ: যে কোনো পুরুষ বা নারী আমলে সালেহ্ করবে মুমিন অবস্থায়, আমরা অবশ্যি তাকে পবিত্র জীবন দান করবো। (আল কুরআন ১৬: ৯৭)

তের. উর্ধ্ব জগতেও মুমিনদের জন্যে সহানুভূতিশীল আলোচনা ও দোয়া হয়:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ●

অর্থ: যারা (যেসব ফেরেশতা) আল্লাহর আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা আছে আরশের চারপাশে, তারা তাদের প্রভুর প্রশংসাসহ তসবিহ করছে। তারা তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা মুমিনদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা বলে: "আমাদের প্রভু! সর্বত্র পরিব্যাপ্ত রয়েছে তোমার রহমত এবং এলেম। সুতরাং তুমি সেইসব লোকদের ক্ষমা করে দাও যারা তওবা করেছে এবং তোমার পথের অনুসরণ করেছে, আর তুমি তাদের রক্ষা করো জাহিমের (জাহান্নামের) আযাব থেকে। (আল কুরআন ৪০: ৭)

বস্তুত, দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিনদের লাভ, পাওনা ও পুরস্কার রয়েছে সীমাহীন। মুমিনরা সর্বত্র এবং সর্বাবস্থায়ই সৌভাগ্যবান:

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ●

অর্থ: যারা ঈমান আনে এবং আমলে সালেহ্ করে, আনন্দ আর শুভ পরিণাম তাদেরই। (আল কুরআন ১৩: ২৯)

وما تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰه

❖ ❖ ❖